পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 225 Wednesday, 16 July, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ২২৫ সংখ্যা ✱ ৩১ আষাঢ় ১৪৩২, বুধবার, ১৬ জুলাই ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

‘নিজেদের বাঁচাতে জল ছাড়ছে, আর বাংলা ডুবছে’

ডিভিসির ভূমিকায় ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জুলাইঃ একদিকে টানা বর্ষণ, অন্যদিকে ডিভিসি-র দফায় দফায় জলছাড়া। এই ‘দু-ধার থেকে কষাঘাতে’ জলমগ্ন হয়ে পড়ার আশঙ্কায় হুগলি, হাওড়া, পূর্ব বর্ধমান, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়ার একাধিক নিচু এলাকা। আর এই পরিস্থিতিতে ডিভিসির ভূমিকা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ‘‘খুব দুঃখের সঙ্গে বলছি, একদিকে বৃষ্টি হয়েছে, অন্যদিকে ১৮ জুন থেকে এখনও পর্যন্ত প্রায় ২৭ হাজার লক্ষ কিউবিক মিটার জল ছেড়েছে ডিভিসি। বারবার বলার পরও ওরা সংস্কার করবে না, উল্টে নিজেদের বাঁচাতে জল ছেড়ে দিচ্ছে, আর বাংলা ডুবছে!’’ মমতার অভিযোগ, ‘‘১৪ বছর ধরে লড়ছি, বারবার টিম গিয়েছে। আমি নিজে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছি, নীতি আয়োগের বৈঠকেও বলেছি। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। অসমে বন্যার টাকা মেলে, বাংলায় শুধু বন্যা মেলে! ভোটের অপর কাজ জনগণের সেবা করা। সেবা না করে জনগণকে পরিষেবা না দিয়ে নিজেদের সেবা করছে।’’ কটাক্ষের সুরে এও বলেন, ‘‘জল ছেড়ে দিয়ে মানুষকে ভাসিয়ে দেয়, কিন্তু একটা কাপড় কেনার টাকাও দেয় না। সবটা আমাদেরকেই করতে হয়।’’ ডিভিসির সূত্র জানাচ্ছে, ঝাড়খণ্ডে প্রবল বৃষ্টির জেরে পাঞ্চেত ও মাইথন জলাধারে জলস্তর বিপজ্জনক সীমায় পৌঁছে যাওয়ায় জল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার সকাল থেকে পাঞ্চেত থেকে ছাড়া হয়েছে ৩৬ হাজার কিউসেক, মাইথন থেকে আরও ৯ হাজার কিউসেক জল। এই জল প্রবেশ করছে দুর্গাপুর ব্যারাজ হয়ে দামোদর নদের মাধ্যমে হাওড়া, হুগলি ও পূর্ব বর্ধমানে। ফলে নতুন করে বন্যার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে খানাকুল, আরামবাগ, আমতা, উদয়নারায়ণপুরের মতো নিচু এলাকাগুলিতে। প্রশাসনের আশঙ্কা, যদি দুর্গাপুর ব্যারাজে জলচাপ আরও বাড়ে, তা হলে সেখান থেকেও জল ছাড়তে হতে পারে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই ১০ জেলার প্রশাসনকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। ডিএম, এসপি, বিডিও ও আইসিদের নজরদারিতে রাখার পাশাপাশি নিচু এলাকায় দ্রুত ত্রাণ শিবির খোলার নির্দেশও দিয়েছেন। এদিনের বৈঠক থেকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, সংশ্লিষ্ট ১০টি জেলায় তিনজন করে মুখ্যসচিব পদ মর্যাদার অফিসারকে পাঠিয়ে আগামী সাতদিন জেলা ভিত্তিক পরিস্থিতির মনিটরিং করতে হবে। তিনি বলেন, ‘‘আমরা এখন নিয়মিত নজরদারি করছি। ত্রাণ শিবির যেন চালু থাকে যতক্ষণ না পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে। প্লাবিত এলাকায় ও ত্রাণ শিবিরে যাতে অ্যান্টি ভেনাম ওষুধ মজুত থাকে, সেদিকেও নজর দিতে বলেছি।’’ এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসনের কর্তাদেরও সজাগ থাকার আহ্বান জানান রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ‘‘মানুষ সমস্যায় পড়লেও হয়তো মুখ ফুটে না বলতে পারে, কিন্তু সরকারের অঙ্গ হিসেবে আপনাদের তাঁদের কাছে পৌঁছতে হবে, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। খেয়াল রাখবেন, একজনও যেন এই দুর্যোগে সরকারি সুবিধা থেক বঞ্চিত না হয়।’’ এ ব্যাপারে মন্ত্রী, বিধায়কদেরও সতর্ক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী, ‘‘মন্ত্রীদেরও বল যারা যে যে জেলায় অন্যান্য বা দায়িত্ব পালন করেন তাছাড়া স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়ে জেলাশাসক পুলিশকে সহযোগিতা করুন। আমি বেশি পেলাম না ও বেশি পেলেও এসব দেখার সময় এটা নয়। মানুষকে সাহায্য করতে হবে, এটাই শেষ কথা।’’ রাজনৈতিক দলগুলির কাছেও সহযোগিতার আর্জি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘‘মনে রাখবেন ডিভিসির ছাড়া জলের কারণেই এই বন্যা পরিস্থিতি। আমাদের কর্মীরা ২৪ ঘণ্টায় বিপর্যয় মোকাবিলার কাজ করবেন। এই সময় সকলের কাছে আর্জি, দয়া করে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করুন।’’

রোজভ্যালি

শেঠ কমিটির কাজ নিয়ে প্রশ্ন হাইকোর্টের, ‘মানুষ জানতে চায় আসল সত্য’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জুলাইঃ রোজভ্যালি কেলেঙ্কারিতে আমানতকারীদের টাকা ফেরাতে হাইকোর্ট নিযুক্ত বিচারপতি (অবসরপ্রাপ্ত) দিলীপ শেঠের নেতৃত্বাধীন কমিটির কাজকর্ম নিয়ে এবার প্রশ্ন তুলল কলকাতা হাইকোর্ট। মঙ্গলবার বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ ও বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়ের ডিভিশন বেঞ্চে সেই কমিটির দেওয়া রিপোর্ট খতিয়ে দেখে কার্যত বিস্ময় প্রকাশ করে। দশ বছরের আর্থিক লেনদেনের কোনও অডিট না হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন বিচারপতিরা। পাশাপাশি, আদালতের নজরে আসে যে ২০১৫ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত ওই কমিটি অফিস খরচ বাবদ মাত্র ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছে। এর পরেই প্রশ্ন ওঠে, তবে কমিটির চেয়ারম্যান তথা বিচারপতি শেঠের বেতন কী ভাবে মেটানো হয়েছে? জবাবে আইনজীবী জানান, ‘চকোলেট গ্রুপ’ নামের এক সংস্থা সেই খরচ বহন করেছে। যা শুনে ক্ষুব্ধ ডিভিশন বেঞ্চের প্রশ্ন, ‘‘কে এই চকোলেট গ্রুপ? হাইকোর্টের কোন নির্দেশে ওই সংস্থাকে গোটা ব্যবস্থার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হল? যার কোনও অস্তিত্বই নেই!’’ বিচারপতিদের মন্তব্য, ‘‘এই কমিটির কাজকর্ম খতিয়ে দেখতে অনুসন্ধান কমিটি গঠন করতে হবে।’’ এদিন বিচারপতিরা আরও বলেন, ‘‘কমিটি যদি হাইকোর্ট নিযুক্ত হয়, তা হলে তাদের পেশ করা রিপোর্ট পূর্ণাঙ্গ অডিট রিপোর্ট না হয়ে কী করে শুধুই বিবরণ হয়ে থাকে? কেন অডিট করা হয়নি? পাশাপাশি রোজভ্যালিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আদালতে

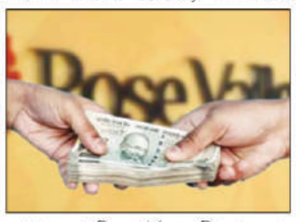

পেশ করা রিপোর্টের কপি মামলার সব পক্ষকে দিতে হবে। বিচারপতিরা বলেন, ‘‘মানুষ জানুক, কী হচ্ছে, কী চলছে।’’ শুনানির সময় উপস্থিত ছিলেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর আইনজীবীও। কারণ, ওই কমিটিতে ইডি-র এক প্রতিনিধি সদস্য হিসেবে রয়েছেন। আগামী বুধবার এই বিষয়ে ইডি-র পক্ষ থেকে আদালতে প্রতিক্রিয়া জানাতে বলা হয়েছে। এদিন চকোলেট গ্রুপের আইনজীবীও আদালতে হাজির থাকলেও, তাঁকে আগামী দিনে নিজস্ব অবস্থান স্পষ্ট করে জানাতে নির্দেশ দেন বিচারপতিরা। এদিন আদালতে আলোচনায় প্রসঙ্গে উঠে আসে এমপিএস-এর কথাও। বেআইনি অর্থলগ্নি সংস্থা হিসেবে পরিচিত এমপিএস-র তদন্ত ও তহবিল ফেরতের বিষয়ে বিচারপতি তালুকদারের নেতৃত্বাধীন কমিটির কাজ নিয়েও প্রশ্ন তোলে ডিভিশন বেঞ্চ। আদালতের নির্দেশ, এমপিএস সংক্রান্ত যাবতীয় নথি আগামী বুধবারের মধ্যে সিবিআই হাইকোর্টে জমা দেবে। ওই দিনই এমপিএস সংক্রান্ত মামলাটির শুনানি হবে।

রাজ্য থেকে সরে গিয়েছে নিম্নচাপ, হারিয়েছে শক্তি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জুলাইঃ নিম্নচাপের প্রভাবে সোমবার থেকে আবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় দফায় দফায় বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর বিশেষ বুলেটিন প্রকাশ করে জানিয়েছে, রাজ্য থেকে সরে গিয়েছে নিম্নচাপ। শক্তিক্ষয় করে তা নিম্নচাপ অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। বুধবার থেকে তার প্রভাব কমবে রাজ্যে। আর তার জেরেই দক্ষিণে কমতে পারে বৃষ্টির পরিমাণ। তবে বৃষ্টি থামছে না। উত্তরেও চলবে ঝড়বৃষ্টি। কোনও কোনও জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাসও রয়েছে। হাওয়া অফিসের বিশেষ বুলেটিন বলছে, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপর যে নিম্নচাপ ছিল, তা শক্তি হারিয়েছে। বুধবার এই নিম্নচাপের প্রভাব কমবে দক্ষিণবঙ্গে।

ড্রাগন ক্যাপসুল্যল থেকে বেরিয়ে এলেন শুভাংশুরা, উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়লেন সকলে

ক্যালিফোর্নিয়া, ১৫ জুলাইঃ মহাকাশ অভিযান শেষ করে পৃথিবীতে সফল অবতরণ শুভাংশু শুক্লা সহ চার মহাকাশচারীর। মঙ্গলবার ভারতীয় সময় দুপুর ৩টা ১ মিনিটে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে নেমে আসে স্পেসএক্সের মহাকাশযান ‘ড্রাগন’। স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর একে একে বের করে আনা হয় শুভাংশুদের। পৃথিবীর কক্ষপথে ১৮ দিন কাটিয়ে সফল অভিযানের পর ফিরল মহাকাশযান। নির্ধারিত সময়েই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢোকে ‘ড্রাগন’। ক্যাপসুলটি যখন সান ডিয়েগোর উপকূলে নামে,

তখন ক্যালিফোর্নিয়ায় গভীর রাত। পূর্ব পরিকল্পনা মতোই, সেই সময় ঘর্ষণ ও তাপের মাত্রা থাকে সবচেয়ে বেশি। তীব্র গতিতে পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসছিল ক্যাপসুল, যার গতি ছিল ঘণ্টায় প্রায় ২৮ হাজার কিলোমিটার। ধাপে ধাপে তা কমে হয় ২৪ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা। শেষে একে একে খুলে যায় চারটি প্যারাস্যুট। সেগুলির সাহায্যে ধীরে ধীরে নেমে আসে মহাকাশযান, অবতরণ করে প্রশান্ত মহাসাগরে। শুভাংশুদের আনতে প্রশান্ত মহাসাগরে আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল স্পেস এক্সের দল। অবতরণের ঠিক পরপরই উদ্ধারকারী দল ক্যাপসুলের অবস্থান চিহ্নিত করে দ্রুত সেটির কাছে পৌঁছে যায়। এরপর জল থেকে তুলে আনা হয় মহাকাশযানটিকে। ক্যাপসুলটি নিরাপদভাবে জাহাজে তোলা হলে কিছু সময়ের মধ্যেই খুলে দেওয়া হয় এর হ্যাচ। একে একে বাইরে আনা হয় চার মহাকাশচারীকে, তাঁদের মধ্যেই একজন ভারতের গগনযাত্রী শুভাংশু শুক্লা। জাহাজেই তাঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। দীর্ঘদিন মাধ্যাকর্ষণহীন পরিবেশে কাটানোর পর শরীর ঠিকভাবে পৃথিবীর পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারছেন কিনা, তা দেখার জন্যই এই পরীক্ষা করা হয়। পরবর্তী এক সপ্তাহ তাঁদের বিশেষ পর্যবেক্ষণে রাখা হবে। শুভাংশুর এই অভিযানকে প্রধানমন্ত্রী ভারতের ভবিষ্যতের মহাকাশ কর্মসূচির গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, এই সফলতা শুধু এক ব্যক্তির নয়, গোটা দেশের গর্বের প্রতীক। আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন থেকে সফলভাবে পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন ভারতের প্রথম আইএসএস অভিযাত্রী গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা। তাঁকে স্বাগত জানাচ্ছে সারা দেশ। তবে এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে সবচেয়ে আবেগপ্রবণ প্রতিক্রিয়া এসেছে তাঁর মা আশা শুক্লার মুখ থেকে। ছেলের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনে চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি আশা দেবী। সংবাদমাধ্যমের সামনে তিনি বলেন, ‘‘আমার ছেলে সুস্থভাবে ফিরে এসেছে, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ, আপনারা এই মুহূর্তের সাক্ষী হয়েছেন। আমি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছি, শেষমেশ এতদিন পরে আমার ছেলে ঘরে ফিরল।’’ আশা শুক্লর এই প্রতিক্রিয়া প্রকাশ্যে আসতেই অনেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় তা ভাগ করে নিয়েছেন। দেশের জন্য গর্বের মুহূর্তে এক মায়ের উদ্বেগ, অপেক্ষা ও স্বস্তির মিলিত অভিব্যক্তি অনেকে ‘ভারতের মহাকাশযাত্রার মানবিক দিক’ বলে বর্ণনা করেছেন।

‘বৃষ্টি হলেও জল দাঁড়াচ্ছে না, অতিবৃষ্টিতেও দ্রুত সরছে’, পাতিপুকুরের উদাহরণ টানলেন ফিরহাদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জুলাইঃ টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত শহরের বহু রাস্তা। প্রশ্ন উঠছে নিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে। যদিও কলকাতার মেয়র তথা পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের দাবি, শহরের নিকাশি ব্যবস্থা আগের চেয়ে অনেক উন্নত। এখন বৃষ্টি হলেও জল দাঁড়াচ্ছে না, অতিবৃষ্টিতেও দ্রুত জল সরছে। এ প্রসঙ্গে পাতিপুকুরের উদাহরণ টেনেছেন কলকাতার মেয়র। বর্ষার মরশুম মানেই পাতিপুকুরের আন্ডারপাসে এক কোমর জল, এবারে সেই চেনা ছবি দেখা যায়নি বলে দাবি করে ফিরহাদ বলেন, ‘‘পাতিপুকুরে এবার সেভাবে জল জমেনি। ওখান থেকে প্রচুর পলি বের করা

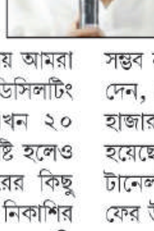

হয়েছে। শুধু পাতিপুকুর নয় আমরা সারা কলকাতাতেই ডিসিলটিং করেছি। সেই কারণে এখন ২০ মিলিমিটার প্রতি ঘণ্টায় বৃষ্টি হলেও জল সরে যাচ্ছে।’’ শহরের কিছু এলাকায় জল জমা প্রসঙ্গে নিকাশির পরিবর্তে অতিবৃষ্টিকেই দায়ী করেছেন কলকাতার মেয়র। ফিরহাদ বলেন, ‘‘২০০-৩০০ মিলিমিটার বৃষ্টি হলেও ৫-৬ ঘণ্টার মধ্যেই শহর জলমুক্ত হচ্ছে।’’ তবে বেহালা, ঠাকুরপুকুরের মতো সম্প্রসারিত এলাকাগুলির পরিকাঠামো এখনও গড়ে ওঠেনি বলে স্বীকার করেন তিনি। এই এলাকাগুলিতেও কাজ শুরু হয়েছে। ভবিষ্যতে আর সমস্যা থাকবে না, আশ্বাস ফিরহাদের। তবে গত ক'দিনের ভারী বৃষ্টিতে শহরের একাধিক রাস্তার খোয়া উঠে যাওয়া, গর্ত তৈরি হওয়া ঘিরে উঠেছে প্রশ্ন। বৃষ্টি নামলেই কেন দুর্ভোগে নাকাল হতে হয় শহরবাসীকে? এ ব্যাপারে মেয়রের দাবি, ‘‘কলকাতার রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ নয়। আমরা যদি তিন-চার দিনের ড্রাই স্পেল পাই, তাহলে সমস্তটাই সারিয়ে ফেলা যাবে।’’ রাস্তাঘাটের পরিস্থিতি নিয়ে সাফাই দিয়ে ফিরহাদ বলেন, ‘‘কলকাতার রাস্তার নীচে গঙ্গার মাটি রয়েছে। বর্ষাকালে সেই মাটি দুর্বল হয়ে যায়, রাস্তার তলা বসে যায়। ফলে রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটা নতুন কিছু নয়।’’ তিনি আরও জানান, রাস্তার নিচে প্রচুর ইউটিলিটি লাইন রয়েছে, তাই সব জায়গায় ঢালাই দেওয়া সম্ভব নয়। সঙ্গে এটাও মনে করিয়ে দেন, সম্প্রতি কয়েক দিনে এক হাজার মিলিমিটারেরও বেশি বৃষ্টি হয়েছে শহরে। খিদিরপুরে মেট্রো টানেল বোরিং নিয়ে আশঙ্কা ঘিরে ফের উঠছে প্রশ্ন। এ প্রসঙ্গে ফিরহাদ বলেন, ‘‘এটা আমাদের বিষয় নয়। মেট্রো কর্তৃপক্ষকেই দেখতে হবে। ওদের ইঞ্জিনিয়ারদের আরও সতর্ক হতে হবে, কারণ ওই এলাকায় বহু পুরনো ও হেরিটেজ বাড়ি রয়েছে।’’ বউবাজারে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলি নিয়ে বলেন, ‘‘মেট্রো রিবিল্ডিং-এর প্রস্তাব দিয়েছে। আমরা তাতে সম্মতি দিয়েছি।’’ এছাড়াও ফিরহাদ জানান, পাটুলির ভাসমান বাজার পুজোর পরে নতুন রূপে ফিরে আসবে। ইতিমধ্যেই সেই কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে বলেও জানান তিনি।

ভাঙড়ে তৃণমূল নেতা খুনের প্রতিবাদ সভায় লোক ভরাতে পুরস্কার দেওয়ার ফরমান! বিতর্ক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জুলাইঃ ভাঙড়ে প্রতিবাদ মিছিলে লোক ভরাতে পারলে পুরস্কার। অন্যথায় শাস্তি। হুঁশিয়ারি ভাঙড়ের তৃণমূল নেতা বাহারুল ইসলামের। ইতিমধ্যেই তৃণমূল নেতা রজ্জাক খান খুনে তপ্ত রয়েছে ভাঙড়। তারই খুনের প্রতিবাদে একটি মিছিল বার করার কথা। তৃণমূল নেতার বক্তব্য, বুধবারের প্রতিবাদ মিছিলে যে বুথ যত বেশি লোক দেবে, সেই বুথে আলাদা করে পুরস্কার দেওয়া হবে। আর লোক আনতে না পারলে বঞ্চিত হবেন ‘মাল’ থেকে। কিন্তু কী এই ‘মাল’, তা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। বাহারুল ইসলাম, জেলা পরিষদের দিতে দেখা গিয়েছে বাহারুলকে। তিনি ফরমান জারি করে, রজ্জাকের খুনের প্রতিবাদ সভায় বুথ প্রতি লোক আনতে হবে, বৃষ্টি মাথায় নিয়েও। বাহারুল বলেন, ‘‘যে বুথ সব থেকে বেশি লোক বার করবে, লোক বার করে ছবি কিংবা ভিডিয়ো তুলে দিতে হবে। যার বেশি হবে, তাদের আমি আলাদা করে প্রাইজ দেব। শেষ পর্যন্ত রাস্তায় লোক রাখার দায়িত্ব সেই নেতার। যে পারবে না, সে কিন্তু মাল থেকে বঞ্চিত হবে। পুজোর সময়ে, বিধায়ক আগে থেকেই বলে দিয়েছে, এমন কোনও বাড়ি নেই, যে বাদ যাবে।’’ কিন্তু এই পুরস্কার কী তা নিয়েই জল্পনা। এটা

সদস্য। তিনি জেলা কৃষি কর্মাধ্যক্ষ। যে সভার ভিডিয়ো সামনে এসেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে বাহারুলের পাশে বসে রয়েছেন পূর্ব ক্যানিংয়ের বিধায়ক শওকত মোল্লাও। কার্যত, শওকতকে পাশে বসিয়েই নিদান কি কোনও অর্থমূল্য? নাকি অন্য কিছু? স্বাভাবিকভাবেই এই বিষয়টাকে কটাক্ষ করেছে বিজেপি। বিজেপি নেতা সজল ঘোষ বলেন, ‘‘তৃণমূলে এখন লোক নেই। তাই মাল দিয়ে লোক বার করতে হবে।’’

২১ জুলাইয়ের ঢাকে কাঠি, শহিদ মঞ্চে খুঁটি পুজো, মোদিকে নিশানা তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জুলাইঃ বছর ঘুরলেই রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে রাজনৈতিক চাপানউতোর তুঙ্গে উঠতে শুরু করেছে। ঠিক সেই প্রেক্ষিতেই ২১ জুলাই তৃণমূল কংগ্রেসের বার্ষিক শহিদ দিবসের সভাকে কেন্দ্র করে জোরকদমে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে ধর্মতলায়। রবিবার থেকে শুরু হল শহিদ মঞ্চ তৈরির কাজ। তারই অঙ্গ হিসেবে এদিন সকালে ধর্মতলায় হল খুঁটি পুজো। উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী, সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার, সাংসদ সায়নী ঘোষ, একাধিক বিধায়ক, কাউন্সিলর ও

নেতাকর্মী। নেতারা জানান, অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে এবার সবচেয়ে বেশি জনসমাগম হবে ২১ জুলাইয়ের সমাবেশে। এদিকে তৃণমূলের এই রাজনৈতিক জমায়েতের ঠিক আগেই রাজ্যে সফরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ১৮ জুলাই তাঁর দুর্গাপুরে সভা করার কথা রয়েছে। এই সভা ঘিরেই তৃণমূল নেতৃত্বের কটাক্ষের ঝড়। দলের সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, সিপিএমের মতো বিজেপিও বাংলা থেকে শূন্য হয়ে যাবে। দুর্গাপুরে মোদি আসছেন আসলে শুভেন্দু বনাম দিলীপ ঘোষের সার্কাস দেখাতে। সাংসদ সায়নী ঘোষ বলেন, ‘‘১৮ তারিখ মোদি আসছেন, আর ১৭ তারিখ আমিও আসানসোলে সভা করব। তিনি কতটা জনপ্রিয়, সেটাই তো দেখতে চাই। আমরা সারা বছর মানুষের পাশে থাকি, ফলে বিজেপির ২০২৬-এ ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন পূরণ হবে না।’’ দুর্গাপুরে মোদির সভা নিয়ে সায়নীর আরও কটাক্ষ, এত বার আসা-যাওয়া করে মানুষের ট্যাক্সের টাকা নষ্ট করার দরকার নেই। বরং এখানেই ঘর ভাড়া নিয়ে থাকুন না, তাহলে সুবিধা হবে! তৃণমূল সূত্রের খবর, এবারের শহিদ সমাবেশ শুধু মাত্র বার্ষিক কর্মসূচি নয়, ২০২৬-এর ভোটের প্রস্তুতির সূচনাও বটে। সেই বার্তাই পৌঁছে দেওয়া হবে বিশাল জমায়েতের মাধ্যমে।

কড়েয়া গণধর্ষণকাণ্ডে বেকসুর খালাস তিন অভিযুক্ত!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জুলাইঃ শহর কলকাতায় ১০ বছর আগে ঘটে যাওয়া কড়েয়া গণধর্ষণ মামলায় তিন অভিযুক্তকে বেকসুর খালাস করল আদালত। সরকারি আইনজীবীর তরফে জানানো হয়েছে, তদন্তে পুলিশের গাফিলতির কারণেই এই রায়। বিশেষ করে যে গাড়িতে ধর্ষণের অভিযোগ ছিল, সেটি উদ্ধার করতে না পারার কথা উল্লেখ করেছেন তিনি। ২০১৪ সালের ঘটনা। কড়েয়া থানা এলাকার বুন্ডেল গেটে রুটি কিনতে গিয়েছিল এক কিশোরী। অভিযোগ, সেই সময় তিন যুবক তাকে জোর করে একটি গাড়িতে

যে গাড়িতে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে, সেটাই উদ্ধার করেনি পুলিশ!

তোলে। কিশোরীর দাবি ছিল, মাথায় আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে গাড়ির ভিতরেই তাকে ধর্ষণ করা হয়েছিল। ঘটনার পরে পুলিশ একজনকে গ্রেফতারও করে। অভিযুক্ত ছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা। তিনি জামিন পেলেও, অভিযোগ ওঠে, জামিনে মুক্ত হওয়ার পরে

ফের ওই কিশোরীর এক আত্মীয়াকে ধর্ষণ করেন তিনি। সেই মামলায় ফের গ্রেফতার হয়েছিলেন মূল অভিযুক্ত এবং দীর্ঘদিন জেল হেফাজতে ছিলেন। তবে আদালতে চলা বিচারপর্বে উঠে আসে, পুলিশের তদন্তে বেশ কিছু গাফিলতি রয়েছে। মূল প্রমাণ হিসেবে যে গাড়ির কথা বলা হয়েছিল, তা উদ্ধার হয়নি। আগ্নেয়াস্ত্র সংক্রান্ত কোনও নিশ্চিত প্রমাণও পেশ করতে পারেনি তদন্তকারী সংস্থা। ফলে তথ্যপ্রমাণের অভাবে তিন অভিযুক্তকে বেকসুর খালাস করে দিল আদালত। ঘটনাটি নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে পুলিশের ভূমিকা ও তদন্ত পদ্ধতি নিয়ে। বিশেষজ্ঞমহল বলছে, এত বড় একটি ঘটনায় তদন্তে এই ধরনের গাফিলতি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। প্রকৃত অপরাধীদের শাস্তি না হলে আইন ব্যবস্থার প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা কোথায় থাকবে, এই প্রশ্নও উঠছে।

‘আমাকে দলের তরফে প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করেনি, কর্মীরা করেছেন’, বিস্ফোরক দিলীপ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জুলাইঃ দুর্গাপুরের প্রধানমন্ত্রীর সভায় কেউ আমন্ত্রণ জানাননি। ফের বিস্ফোরক বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, কর্মীরা ডেকেছেন, তাই তিনি যাবেন। কর্মীদের সঙ্গেই তিনি প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ শুনবেন বলেও জানালেন। মঙ্গলবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, ‘‘আমাকে কেউ আমন্ত্রণ করেননি। ওখানকার কর্মীরা আমাদের নিমন্ত্রণ করেছেন। বলেছেন, দিলীপ দা আসুন, একসঙ্গে বসে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ শুনব। আমি সেই কর্মী হিসাবেই যাচ্ছি সেখানে। নেতা হিসাবে নয়। মঞ্চ থাকার বিষয়টি পার্টি বলবে। এখনও আমাকে মঞ্চে থাকার কথা কেউ বলেনি। আমি জনতার মধ্যে থাকব।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘বেশ কয়েক বছর ধরে দিলীপ ঘোষ কর্মী হিসাবে থাকে, সমস্ত সভা সমিতিতে যায়।’’ রাজ্য বিজেপির তরফ থেকে এখনও পর্যন্ত তাঁর কাছে কোনও নিমন্ত্রণ যায়নি বলে জানালেন দিলীপ। কিন্তু তাহলে আলিপুরদুয়ারের সভাতে কেন যাননি? তাঁর বক্তব্য আলিপুরদুয়ারের সভাতেও কেউ আমন্ত্রণ জানাননি। টিভিতে ভাষণ শুনেছেন। কিন্তু দুর্গাপুরের ক্ষেত্রে যেহেতু তিনি সেখানকার লোকসভার প্রার্থী ছিলেন, তাই যাচ্ছেন। যদিও এই বিষয়টিকে কটাক্ষ করেছেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। তিনি বলেন, ‘‘দিলীপ ঘোষ আসলে ওয়ার্ল্ড কাপ জিতলেন। কারণ আগে অমিত শাহর সভায় যেহেতু সুকান্ত-শুভেন্দু আসতে দেননি। কিন্তু এখন দিলীপ আবার ফিরে আসছেন। এটা বিজেপির অভ্যন্তরণী লড়াই।’’ দিলীপের হয়ও সুর চড়িয়েছেন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, ‘‘দিলীপ ঘোষ অন্য দলের নেতা নাকি? তিনি পার্টির সঙ্গে ছিলেন, আছেন, থাকবেন।’’ মঙ্গলবার সকালে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ২১শে জুলাই নিয়ে কার্যত

বিস্ফোরক মন্তব্য করেন দিলীপ। বলেন, ‘‘একুশে জুলাই নিয়ে তৃণমূল কর্মীদের উৎসাহ থাকবেই। গুঞ্জনও থাকবে। ডিমভাতের উৎসব হয়। কিন্তু আমি দেখলাম, এবার আমাদের পার্টির লোকেদেরও খুবই উৎসাহ ছিল। বিশেষ করে যাঁরা তৃণমূল থেকে এসেছেন, ডিমভাত খেয়ে এসেছেন। তাঁদের মাঝেও খুব কৌতূহল।’’ এই মন্তব্য যে বিজেপির অন্দরেই একাংশ নেতাকে উদ্দেশ্য করে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। মূলত তৃণমূল থেকে বিজেপিতে আসা নেতা-নেত্রীদের নিয়েই যে দিলীপ ঘোষের ক্ষোভ, তা স্পষ্ট। তাঁর বক্তব্য, ‘‘জল্পনা মানুষ করবে, তাতে সমস্যা নেই। কিন্তু বিজেপি কর্মীদের কোনও উৎসাহ থাকার কথা নয়।’’ এই মন্তব্যের পরেই বিজেপির অন্দরমহলে ফের প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে- দলবদলু নেতাদের নিয়ে সত্যিই কি অসন্তোষ আছে পুরনো বিজেপি নেতৃত্বের? বিশেষত দিলীপ ঘোষের মতো নেতাদের মধ্যে? রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, দিলীপ ঘোষের এই মন্তব্য নিছকই হালকা পর্যবেক্ষণ নয়। বরং বিজেপির একটি গোষ্ঠী যে তৃণমূল ঘরানা থেকে আসা নেতাদের ভূমিকা নিয়ে এখনও সন্দিহান, তা পরিষ্কার। এমনকি দলীয় শৃঙ্খলা ও আদর্শের দিক থেকেও নতুন আসা নেতাদের কারণে পরিবর্তন এসেছে বলেই মনে করেন অনেকে। এই প্রেক্ষাপটে বিজেপির সাম্প্রতিক অভ্যন্তরীণ রাজনীতি বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। একদিকে নতুন নেতৃত্ব, অন্যদিকে পুরনো নেতাদের চাপা ক্ষোভ- সব মিলিয়ে একুশে জুলাইয়ের উত্তাপ এবার শুধু তৃণমূলের মধ্যেই নয়, ছড়িয়ে পড়েছে বিজেপির অন্দরেও। এখন দেখার, দিলীপ ঘোষের এই মন্তব্যের পর কী প্রতিক্রিয়া আসে দলের অন্য শিবির থেকে। এবং দলীয় নেতৃত্ব কীভাবে এই চাপা অস্বস্তিকে সামাল দেয়। আপাতত, তৃণমূলের শহিদ দিবস উপলক্ষে তৈরি হওয়া আলোচনার কেন্দ্রে যে বিজেপির একাংশও এসে পড়েছে, তা বলাই যায়।

কবি অক্ষয়কুমার দত্তের ২০৫-তম জন্মবার্ষিকী পালিত

হাওড়া, ১৫ জুলাই ঃ কবি অক্ষযকুমার দত্তের ২০৫-তম জন্মবার্ষিকী পালিত। প্রতি বছরের মতো মঙ্গলবার এই দিনটি স্মরণ করেই জন্মদিনের সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁকে বরণ করা হয়েছে। প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানানো হয়। পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের পরে অতিথি বরণ ও পথসভা এবং বক্তব্য পেশ ইত্যাদি মাধ্যমেই স্মরণ করা হযেছে। অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের আযোজক - বালির সুধী নাগরিক সমাজ ও অক্ষয় কুমার দত্ত অনুরাগীবৃন্দ।মঙ্গলবার এক পদযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে। বালিতে ৫৪ নম্বর বাসস্ট্যান্ড লাগোয়া শ্রীকৃষ্ণ সিনেমা হলের সামনে থেকে তা বের হয় এবং পদযাত্রাতে সামিল হবে সর্বস্তরের মানুষ এবং তা দেওয়ানগাজী তলায় শেষ হবে। উল্লেখ্য, পূর্ব বর্ধমান জেলার চুপি গ্রামে জন্ম কবি অক্ষযকুমার দত্তের। শেষ জীবন অতিবাহিত করেন তিনি হাওড়া জেলার বালি গ্রামে। এখন বালি নামেই অধিক পরিচিত। পুরসভার ৫৩ নম্বর পূর্বতন ওয়ার্ড অধুনা ৫ নম্বর ওয়ার্ডের অধীনস্থ দেওয়ানগাজী তলায় রয়েছে তাঁর নিজের হাতে তৈরি শোভনউদ্যান।

বাংলাদেশ জলসীমায় অনুপ্রবেশ, আটক ৩৪ ভারতীয় মৎস্যজীবী

কলকাতা, ১৫ জুলাই ঃ আন্তর্জাতিক জলসীমা লঙ্ঘনের অভিযোগে ৩৪ জন ভারতীয় মস্যজীবীকে আটক করল বাংলাদেশ নৌবাহিনী। রবিবার গভীর রাতে মোংলা বন্দরের কাছাকাছি বঙ্গোপসাগরের এলাকায় তাদের আটক করা হয়েছে। নৌবাহিনী সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের সঙ্গে ছিল দু'টি ভারতীয় ট্রলার ' এফবি ঝড়' ও ' এফবি মঙ্গলচণ্ডী ৩৮'। কয়েক দিন আগেই ট্রলার দু'টি দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ থেকে সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিল।বাংলাদেশের নৌবাহিনীর তরফে জানানো হয়েছে, আন্তর্জাতিক জলসীমান্ত লঙ্ঘন করে ট্রলারগুলি বাংলাদেশে ঢুকে পড়ে। তার পর গভীর রাতে বাংলাদেশের জলসীমায় মাছ ধরছিলেন আটক মস্যজীবীরা। নজরদারির সময় বাংলাদেশের নৌবাহিনীর টহলদারি জাহাজ থেকে ট্রলারগুলির গতিবিধির উপর নজর রাখা হচ্ছিল। তার পর সেগুলিকে ধাওয়া করে আটক করা হয়। আপাতত ওই দু'টি ট্রলার এবং ৩৪ জন মস্যজীবীকে মোংলা বন্দরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

বালেশ্বরের নির্যাতিতার মৃত্যুতে ব্যথিত মুখ্যমন্ত্রী মাঝি, আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা

ভুবনেশ্বর, ১৫ জুলাই ঃ ওড়িশার বালেশ্বরের নির্যাতিতার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করলেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি। আর্থিক সহায়তার ঘোষণাও করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বালেশ্বরের ছাত্রীর মৃত্যুতে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি গভীর শোক প্রকাশ করেছেন, মৃতের পরিবারকে ২০ লক্ষ টাকা আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন তিনি।গত ১২ জুলাই বালেশ্বরের ফকির মোহন অটোনোমাস কলেজের অধ্যক্ষের চেম্বারের বাইরে ওই ছাত্রী আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। সোমবার রাত ১১.৪৬ মিনিটে ওড়িশার বালেশ্বরের ওই কলেজ ছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। গত শনিবার থেকে ভুবনেশ্বর এইমসের বার্ন আইসিইউতে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। হাসপাতালের তরফে জানানো হয়েছে, তরুণীকে বাঁচানোর জন্য সম্ভাব্য সবরকম পদক্ষেপ করা হয়েছিল। তাঁর বৃক্কতন্ত্রও প্রতিস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও করা হয়।

রাজস্থানে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির দাবি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর, ভজনলাল সরকারের ভূয়সী প্রশংসায় অর্জুন রাম মেঘওয়াল

বিকানের, ১৫ জুলাইঃরাজস্থানে বর্তমানে শাসন ক্ষমতায় থাকা ভজনলাল শর্মার সরকারকে কৃতিত্ব দিলেন কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার প্রতিমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল। তাঁর বক্তব্যে উঠে এলো, বর্তমান সরকারের আমলে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছে। তুলনামূলকভাবে কংগ্রেস আমলে যেখানে অপরাধ ও শাসনব্যবস্থা নিয়ে বহু প্রশ্ন উঠেছিল, সেখানে এখন রাজ্য সরকার বিষয়গুলোকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে দেখছে এবং প্রশাসনিক স্তরে সক্রিয়ভাবে পদক্ষেপ নিচ্ছে।মঙ্গলবার সকালে রাজস্থানের বিকানের শহরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অর্জুন মেঘওয়াল বলেন, ভজনলাল সরকারের অধীনে রাজস্থানে আইনশৃঙ্খলার যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছে। কংগ্রেস আমলের সঙ্গে যদি বর্তমান সময়ের তুলনা করা হয়, তাহলে পরিবর্তন স্পষ্ট। এখন সরকার প্রতিটি ঘটনার গুরুত্ব অনুধাবন করছে এবং যথাসম্ভব পরিস্থিতির উন্নতির জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাঁর মতে, এই সরকার অপরাধ বা বিশৃঙ্খলার ঘটনাকে উপেক্ষা না করে

তৎপরতার সঙ্গে ব্যবস্থা নিচ্ছে, যা সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার অনুভবকে আরও দৃঢ় করেছে।রাজস্থানের বর্ষা পরিস্থিতি প্রসঙ্গেও এদিন আশাবাদী মন্তব্য করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তিনি বলেন, যখন বর্ষা ভালো হয়, তখন তার প্রভাব পড়ে দেশের কৃষি ও অর্থনীতিতে। কৃষক খুশি হন কারণ তাঁদের চাষের জন্য পর্যাপ্ত জল পাওয়া যায়, যা ফসল উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য করে। কৃষকদের আয়ের বৃদ্ধির ফলে ব্যবসার চাকা ঘোরে, গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতি আসে এবং এর সুফল পায় গোটা সমাজ।তবে শুধু রাজস্থান নয়, বিহারের প্রসঙ্গ টেনেও এনডিএ সরকারের উন্নয়নমূলক কাজকর্মের প্রশংসা করেন মেঘওয়াল। তিনি বলেন, নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে বিহারে যে সুশাসনের পরিবেশ তৈরি হয়েছে, তা দেশের সামনে একটি উদাহরণ। বিহারে রাস্তাঘাটের পরিকাঠামো যেমন উন্নত হয়েছে, তেমনই কর্মসংস্থানের সুযোগও বৃদ্ধি পেয়েছে। এই উন্নয়নের ছবি চোখে পড়ার মতো এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে তা অনুভব করতে পারি।এই মন্তব্যের মাধ্যমে ভবিষ্যতের রাজনৈতিক রূপরেখাও তুলে ধরেন মেঘওয়াল। তিনি স্পষ্ট জানান, নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে আমরা আবার বিহারে নির্বাচনে লড়ব এবং এনডিএ ফের সরকার গঠন করবে। তাঁর এই বক্তব্য রাজনৈতিক মহলে বেশ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে, কারণ কিছুদিন আগেও এনডিএ এবং জনতা দল ইউনাইটেড (জেডিইউ)-এর মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে নানা জল্পনা তৈরি হয়েছিল।অর্জুন মেঘওয়ালের এই মন্তব্য এমন সময়ে এল, যখন রাজস্থান সরকারকে ঘিরে বিরোধীদের একাংশ রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলছিল। সম্প্রতি রাজ্যের কিছু অংশে অপরাধমূলক ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল প্রশাসনকে। সেই প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই বিবৃতি রাজ্য সরকারের প্রতি আস্থার বার্তা বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।এদিন বিকানের সফরে অর্জুন মেঘওয়াল আরও বলেন, দেশের উন্নয়নের জন্য সুশাসন অত্যন্ত জরুরি। আর তা দিতে হলে প্রয়োজন শক্তিশালী নেতৃত্ব ও সক্রিয় প্রশাসন। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এই লক্ষ্যেই কাজ করছে।তিনি আরো জানান, রাজস্থান সরকার জনসাধারণের কল্যাণে একাধিক প্রকল্প নিয়েছে এবং সেগুলির বাস্তবায়নও শুরু হয়েছে। বিশেষ করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, কৃষকদের সহায়তা, বৃষ্টির জল সংরক্ষণ ও পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলেও দাবি করেন মন্ত্রী।সব মিলিয়ে এদিন অর্জুন রাম মেঘওয়ালের বক্তব্যে উঠে এলো রাজস্থানের বর্তমান সরকারের প্রতি স্পষ্ট সমর্থন এবং এনডিএ সরকারের উন্নয়ন অভিযানের উপর আস্থা। পাশাপাশি, তাঁর কথায় বর্ষা, কৃষক, অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক পরিকল্পনার মধ্যে একটি সুসংবদ্ধ

দেশজুড়ে বাড়ল পেট্রোল-ডিজেলের দামঃসাধারণ মানুষের কাঁধে ফের চড়ল জ্বালানির বোঝা

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাইঃদেশের অভ্যন্তরীণ জ্বালানি বাজারে ফের একবার বেড়ে গেল পেট্রোল ও ডিজেলের দাম। গত সোমবার সকালে কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলি দেশের চারটি মহানগর সহ বিভিন্ন শহরে নতুন হারে জ্বালানির দাম প্রকাশ করেছে। দেখা গিয়েছে, এদিন পেট্রোল এবং ডিজেলের দর একধাক্কায় কিছুটা বেড়ে গিয়েছে, যা সাধারণ মানুষের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি করেছে।তেলের দাম বৃদ্ধির প্রভাব নিয়ে আগেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন অর্থনীতিবিদরা। তাঁদের মতে, বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের (ক্রুড অয়েল) দর ওঠানামা করার ফলেই এর প্রভাব পড়েছে দেশীয় বাজারেও। ভারতের ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন, ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড এবং হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড - এই তিন রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাই বিশ্ববাজারের দামের ভিত্তিতে প্রতিদিন পেট্রোল-ডিজেলের দাম নির্ধারণ করে থাকে।র সেই আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশীয় স্তরে তার প্রভাব পা।ছে। ফলে আজ, অর্থাৎ গত১৪ জুলাই থেকে দেশের একাধিক শহরে পেট্রোল ও ডিজেলের দর বেড়ে গিয়েছে। এদিন নয়াদিল্লিতে প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম হয়েছে ৯৪.৭৭ টাকা, ডিজেলের দাম দাঁড়িয়েছে ৮৭.৬৭ টাকা। অর্থাৎ রাজধানীতে পেট্রোলের দাম কিছুটা বা।লেও এখনও তা ১০০ টাকার নিচেই রয়েছে।অন্যদিকে, দেশের আর্থিক রাজধানী মুম্বইতে পেট্রোলের দাম পৌঁছেছে ১০৩.৫০ টাকায়, ডিজেল বিকোচ্ছে ৯০.০৩ টাকায় প্রতি লিটার। কলকাতার পরিস্থিতিও অনেকটা একইরকম। এদিন শহরবাসীকে প্রতি লিটার পেট্রোলের জন্য গুনতে হচ্ছে

১০৫.৪১ টাকা, ডিজেলের দাম ৯২.০২ টাকা। দক্ষিণের মহানগর চেন্নাইয়েও পেট্রোলের দাম বেড়ে হয়েছে ১০০.৯০ টাকা, ডিজেলের দাম ৯২.৪৯ টাকা প্রতি লিটার।এই মূল্যবৃদ্ধির খবর প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মধ্যবিত্ত ও নিম্নআয়ের পরিবারগুলির মধ্যে। তাঁদের মতে, এমনিতেই নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে লাগামহীন গতিতে। তার উপরে পেট্রোল ও ডিজেলের মতো অত্যাবশ্যক জ্বালানির দাম বৃদ্ধিতে বাজারে মূল্যস্ফীতির ঝুঁকি আরও বেড়ে গেল।বিশেষজ্ঞদের মত, জ্বালানি মূল্যের এই বৃদ্ধির ফলে পণ্য পরিবহণ খরচ বাড়বে, যার সরাসরি প্রভাব পা।বে খাদ্যপণ্য, শাকসবজি, মাছ-মাংস, দুধ, ওষুধ ও অন্যান্য জিনিসপত্রের খুচরো দামে। বাস, অটো, ট্যাক্সির মতো গণপরিবহণ ব্যবস্থাও ভাড়া বাড়ানোর কথা ভাবতে শুরু করবে, ফলে সাধারণ যাত্রীদের পকেটে আরও চাপ পড়বে।প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, বিশ্ববাজারে ব্রেন্ট ক্রুডের দাম বর্তমানে প্রতি ব্যারেল ৮৬-৮৮ ডলারের আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে, যা গত মাসের তুলনায় খানিকটা বেশি। এই কারণেই দেশের জ্বালানি সংস্থাগুলিকে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বাড়াতে বাধ্য হতে হয়েছে। তবে অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, কেন্দ্র যদি পেট্রোল-ডিজেলের ওপর এক্সসাইজ ডিউটি বা কর কিছুটা কমাতো, তাহলে সাধারণ মানুষ এই বাড়তি বোঝা থেকে খানিকটা রেহাই পেতেন।ন্ডন্ডএই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলছে বিরোধীরা। তাঁদের বক্তব্য, যখন বিশ্ববাজারে দাম কম থাকে, তখন তার সুফল সাধারণ মানুষকে দেওয়া হয় না। আবার যখন দাম বাড়ে, তখন তক্ষণা তার বোঝা চাপানো হয় জনতার ঘাড়ে। এই নীতিকে মুনাফার রাজনীতি ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।র্থনীতিবিদদের একাংশ অবশ্য এই মূল্যবৃদ্ধিকে ' স্বাভাবিক প্রক্রিয়া' হিসেবেই দেখছেন। তাঁদের মতে, আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা ও জোগানের ভারসাম্য, মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং মার্কিন ডলারের তুলনায় ভারতীয় টাকার মূল্যমান - এই সমস্ত বিষয় একত্রিত হয়ে তেলের দামের ওপর প্রভাব ফেলে। তাই এটা একদিনে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। তবে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার যদি কর নীতিতে নমনীয়তা দেখায়, তাহলে মানুষকে কিছুটা স্বস্তি দেওয়া যেত।এদিকে, টানা কয়েক মাস ধরে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থির থাকার পর এই মূল্যবৃদ্ধি এসেছে, যা অনেকের কাছেই অপ্রত্যাশিত। গত বছরের তুলনায় এই মুহূর্তে দাম কিছুটা কম হলেও সাম্প্রতিক বৃদ্ধিতে জনমানসে ক্ষোভ জমছে।বিশেষত, শহরের বাইরের গ্রামীণ অঞ্চলে এই মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব আরও বেশি দেখা যাবে বলে মনে করছেন পরিবহণ ব্যবসায়ীরা। তাঁদের মতে, চাষবাস থেকে শুরু করে বাজারে পণ্য পরিবহণ- সব ক্ষেত্রেই জ্বালানি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদান। তার দাম বা।লে কৃষকের থেকে শুরু করে ছোট ব্যবসায়ী পর্যন্ত সকলেই সমস্যায় প।বেন।পেট্রোল-ডিজেলের দাম বাড়ায় পরিবহণ খাতে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। অনেকে তাদের ভাড়ার হার পুনর্বিবেচনার কথা বলছেন। বাস, টেম্পো ও মালবাহী ট্রাক সংস্থাগুলি ইতিমধ্যেই পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে এবং তাদের সংগঠনগুলির মাধ্যমে সরকারকে দরকারি বার্তাও পাঠাচ্ছে।এই মুহূর্তে দেশের জনসাধারণের অনেকেই আশা করছেন, কেন্দ্র সরকার যদি পরিস্থিতি বিবেচনা করে অন্তত কিছুটা কর ছাড় দেয়, তবে তাতে তেলের দামে কিছুটা হলেও স্বস্তি আসবে। বিশেষ করে যাঁরা দৈনন্দিন জীবনে বাইক বা স্কুটার ব্যবহার করেন, তাঁদের জন্য প্রতিদিনের এই বা।তি খরচ যেন এক নতুন চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।সব মিলিয়ে পেট্রোল-ডিজেলের দামের এই হঠাৎ বৃদ্ধি দেশে আবারও মূল্যস্ফীতির ছায়া ফেলতে চলেছে বলে আশঙ্কা করছেন অনেকেই। বৃষ্টি-ভরা বর্ষাকালে এমনিতেই বাজারে কিছু পণ্যের দাম ঊর্ধ্বমুখী হয়, তার উপরে এই জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় এক বড়সড় ধাক্কা দিতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। এখন দেখার, এই চাপ থেকে দেশবাসী কত দ্রুত রেহাই পায়।

বরাক উপত্যকার কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়ন এবং সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বদ্ধপরিকর রাজ্যঃমুখ্যসচিব

শিলচর (অসম), ১৫ জুলাইঃ বরাক উপত্যকার কৃষি ক্ষেত্রকে উন্নত করা এবং সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, চারদিনের বরাক উপত্যকা সফরের আজ শেষ দিন সাংবাদিকদের সঙ্গে বার্তালাপে বলেছেন অসমের মুখ্যসচিব ড. রবি কোটা।বরাক উপত্যকার কৃষি সম্ভাবনা এবং সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নযনের প্রতি অসম সরকারের অঙ্গীকার আরও সুদৃঢ় করতে রাজ্যের মুখ্যসচিব ড. রবি কোটা তাঁর চারদিনব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ সফর শেষ করেছেন আজ। আজ সোমবার সফরের শেষ দিন তিনি কাছাড়ের নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পস্থলে গিয়ে সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শনকালে তিনি কৃষক, শ্রমিক ও প্রশাসনের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলার আহ্বান জানান।মুখ্যসচিব আজ প্রথম যান লক্ষ্মীপুরের মার্কুলিন আনারস বাগানে। সেখানে সবুজ আনারস ক্ষেতে গিয়ে তিনি কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের অভিজ্ঞতা ও সমস্যার কথা শুনেছেন। সব শুনে তিনি আনারস চাষের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে বিশদে আলোচনা করেন। কৃষকদের আয় বাড়ানোর জন্য তিনি মূল্য সংযোজন (ভ্যালু অ্যাডিশন) ও উন্নত বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব দেন।মুখ্যসচিব বলেন, ' মৌসুমেই নয়, সারা বছর উচ্চমানের আনারস উপাদনের জন্য পরিকল্পনা নিতে

হবে। পাশাপাশি প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট গড়ে স্থানীয় ও পার্শ্ববর্তী জেলার উৎপাদনকে একত্রিত করে বৃহত্তর বাজারে পৌঁছাতে হবে।'এর পর তিনি মার অ্যাগ্রো অর্গানিক প্রডিউসার কোম্পানি লিমিটেড-এর অফিসে যান। সেখানে কোম্পানির বোর্ড অব ডিরেক্টরস এবং কৃষক প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে তিনি জেলা প্রশাসন ও কৃষি দফতরকে নির্দেশ দেন, কাছাড় ও পার্শ্ববর্তী জেলা এবং এমন-কি প্রতিবেশী রাজ্যের উৎপাদনও একত্রিত করে একটি সুসংগঠিত প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে।এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কাছাড়ের জেলাশাসক মৃদুল যাদব (আইএএস) জেলা কৃষি-অধিকর্তা ড. এআর আহমেদ, সহকারী আয়ুক্ত লক্ষ্যজ্যোতি গগৈ (এসিএস), জ্যেষ্ঠ কৃষি আধিকারিক ড. আর চক্রবর্তী ও ড. এনসি দাস সহ জেলা প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকরা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মার অর্গানিক প্রডিউসার কোম্পানির চেয়ারম্যান লালপিয়েনগুলাম মার, সিইও মাখনলাল দুশাদ, বোর্ডের সদস্যবৃন্দ ও মার সুপ্রিম হাউস এবং মার স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি দল। বৈঠকে তাঁরা নিজেদের মতামত ও প্রস্তাব পেশ করেছেন।সেখান থেকে মুখ্যসচিব ড. কোটা যান শিলচর শহরের অদূরে প্রস্তাবিত ডলু গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দরের কাছে লালবাগে। সেখানে চা শ্রমিকদের পুনর্বাসনের জন্য ১৭৩টি ঘরের নির্মাণকাজের অগ্রগতি খুঁটিয়ে দেখেছেন। খোঁজ নিয়েছেন পানীয় জল, বিদ্যুৎ সংযোগ সহ অন্যান্য পরিকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধার বিষয়ে। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন জেলাশাসক মৃদুল যাদব, অতিরিক্ত আয়ুক্ত ড. খালেদা সুলতানা আহমেদ এবং সহকারী আয়ুক্ত লক্ষ্যজিত গগৈ।আজ চার দিনের বরাক সফরের শেষ দিন কুম্ভীরগ্রাম বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যসচিব ড. রবি কোটা বলেন, ' জেলায় আনারস চাষ ও কৃষি-ভিত্তিক শিল্পের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। আজ যা দেখলাম, তাতে কৃষক, কৃষি কোম্পানি ও প্রশাসনের মধ্যে যে সমন্বয় গড়ে উঠেছে তা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। আমরা শুধু প্রধান মৌসুমে নয়, দ্বিতীয় মৌসুম ও প্রক্রিয়াকরণেও জোর দিয়ে এই সম্ভাবনাকে পুরোপুরি কাজে লাগাব। একইভাবে, চা শ্রমিকদের পুনর্বাসন প্রকল্পও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের পথে বড় একটি পদক্ষেপ এবং তার অগ্রগতি দেখে আমি সন্তুষ্ট।'ড. রবি কোটার এই সফর বরাক উপত্যকার উন্নয়নের লক্ষ্যে অসম সরকারের যে সচেষ্ট ও সমন্বিত উদ্যোগ, তা আরও একবার প্রমাণ করেছে বলে মনে করা হচ্ছে। কৃষি ও শিল্পে সম্ভাবনা কাজে লাগানো এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন নিশ্চিত করার মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বরাক গড়ে তোলার স্বপ্নকে আরও দৃঢ় করেছে মুখ্যসচিবের সফর। শিলচরের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে প্রকাশিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ খবর জানানো হয়েছে।

টেসলা সঠিক শহরে ও রাজ্যে পৌঁছেছে, মুম্বইয়ে শোরুম উদ্বোধনে বললেন ফড়নবিশ

মুম্বই, ১৫ জুলাই ঃ মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ মঙ্গলবার মুম্বইয়ের বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্সে প্রথম টেসলা শোরুমের উদ্বোধন করেছেন। দেবেন্দ্র ফড়নবিশ টেসলাকে ভারতে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, এটি কেবল একটি অভিজ্ঞতা কেন্দ্রের উদ্বোধন নয় বরং একটি বিবৃতি যে টেসলা এসেছে, এটি সঠিক শহর এবং রাজ্য, অর্থাৎ মুম্বই, মহারাষ্ট্রে এসেছে। মুম্বই মানে উদ্ভাবন এবং স্থাযিত্ব। টেসলা কেবল একটি গাড়ি এবং গাড়ি কোম্পানি নয়, বরং উদ্ভাবন এবং স্থায়িত্বের প্রতীক।মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেছেন, আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, টেসলা ভারতে তাদের প্রথম অভিজ্ঞতার সূচনা করেছে মুম্বইতে। টেসলা এখানে

একটি লজিস্টিক এবং সার্ভিসিং সিস্টেম স্থাপন করছে। তাদের দ্বারা চারটি বড় চার্জিং স্টেশনও স্থাপন করা হচ্ছে। আমি খুশি যে টেসলা মহারাষ্ট্রকে বেছে নিয়েছে, কারণ রাজ্য বৈদ্যুতিক গতিশীলতার ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় হয়ে উঠেছে। টেসলা ভারতে নিজস্ব মডেল ওয়াই চালু করছে।

ফৌজা সিং একজন ব্যতিক্রমী ক্রীড়াবিদ ছিলেন, শোকবার্তা প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই ঃ বিশ্বের সবচেয়ে প্রবীণ অ্যাথলিট ফৌজা সিংয়ের মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এক শোকবার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, ফৌজা সিং একজন ব্যতিক্রমী ক্রীড়াবিদ ছিলেন। ফৌজা সিং-এর নাম ছিল টার্বান টর্নেডো। পরিবারের সদস্যরা পুলিশের কাছে করা অভিযোগে জানিয়েছেন, গত সোমবার সন্ধ্যায় ফৌজা সিং রাতের খাবার খেয়ে বাড়ির বাইরে হাঁটছিলেন। তখন একটি গাড়ি তাকে ধাক্কা মারে। এর ফলে তিনি আহত হয়ে পড়ে যান। পরিবারের সদস্যরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যান, যেখানে গত রাতে তাঁর মৃত্যু হয়। আদমপুর থানার ইনচার্জ হরদেব সিং জানান, ফৌজা সিং-এর ছেলের অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা দায়ের করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত দুর্ঘটনা ঘটানো গাড়িটি শনাক্ত করা যাযনি।প্রবীণ অ্যাথলিট ফৌজা সিংয়ের মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী মোদী মঙ্গলবার সকালে এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ফৌজা সিংজি অসাধারণ ছিলেন, কারণ তাঁর অনন্য ব্যক্তিত্ব এবং ফিটনেসের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভারতের যুবসমাজকে তিনি যেভাবে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন ব্যতিক্রমী ক্রীড়াবিদ, যার অবিশ্বাস্য দৃঢ় সংকল্প ছিল। তাঁর মৃত্যুতে আমি মর্মাহত। তাঁর পরিবার এবং বিশ্বজুড়ে অসংখ্য ভক্তদের প্রতি আমার সমবেদনা রইল।

প্রয়াগরাজে চিন্তা বাড়াচ্ছে গঙ্গার জলস্তর বৃদ্ধি, একই অবস্থা বারাণসীতেও

প্রয়াগরাজ ও বারাণসী, ১৫ জুলাই ঃপ্রয়াগরাজে চিন্তা বাড়াচ্ছে গঙ্গার জলস্তর বৃদ্ধি, বাড়ছে যমুনা নদীর জলস্তরও। একই অবস্থা বারাণসীতেও। অবিরাম বৃষ্টিপাত ও নদীর জল ছেড়ে দেওযার ফলে গঙ্গার জলস্তর প্রয়াগরাজের হনুমান মন্দিরের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। যদি এই বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে, তাহলে রাতেই মধ্যেই গঙ্গার জল মন্দিরে প্রবেশ করতে পারে, কারণ গঙ্গা এবং যমুনা উভয় নদীর জলস্তরই বৃদ্ধি পাচ্ছে। একজন ভক্ত বলেছেন, জলের স্তর খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। জল এখন হনুমান জি মন্দিরের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে।বারাণসীতে গঙ্গার জল বৃদ্ধির ফলে আধুনিক নমো ঘাট-সহ প্রধান ঘাটগুলি ডুবে গিয়েছে।

যদিও এখনও বিপদসীমার নীচে রয়েছে, নদীর জল প্রতি ঘণ্টায় ৩ সেন্টি মিটার বেগে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে এবং সতর্কতা জারি করেছে। একজন পর্যটক বলেছেন, আমি বর্তমানে নমো ঘাটে আছি। বন্যা পরিস্থিতির কারণে আমাদের চলাফেরা করতে অসুবিধা হচ্ছে।

জগদীপের সঙ্গে সাক্ষাৎ খাড়গের, সংসদের অধিবেশন নিয়ে আলোচনা উভয়ের

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই ঃ আগামী ২১ জুলাই থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশন। তার আগে মঙ্গলবার রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়ের সাথে সাক্ষাৎ করলেন রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে। সংসদের আসন্ন বর্ষাকালীন অধিবেশন নিয়ে তাঁদের আলোচনা হয়েছে।ধনখড়ের সঙ্গে দেখা করে খা।গে বলেছেন, বিরোধী দল ২১ জুলাই থেকে রাজ্যসভার একটি ফলপ্রসূ অধিবেশন চায়। জনসাধারণের উদ্বেগের বিষয়গুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি কৌশলগত, রাজনৈতিক, বৈদেশিক নীতি এবং আর্থ-সামাজিক বিষয় নিয়ে বিতর্ক এবং আলোচনা করা প্রয়োজন।

বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জে বোমাতঙ্ক

মুম্বই, ১৫ জুলাই ঃ মুম্বইয়ের দালাল স্ট্রিটে অবস্থিত ' বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ' ভবনে বোমা রাখা আছে, মঙ্গলবার সকালে একটি ইমেলের মাধ্যমে বোমা রাখার কথা জানানো হয়। জানা গেছে, ইমেলটি ' কমরেড পিনারাই বিজয়ন' নামধারী একটি অ্যাকাউন্ট থেকে পাঠানো হয়েছে। তাতে দাবি করা হয়, স্টক এক্সচেঞ্জের ভবনে আরডিএক্স দিয়ে তৈরি আইইডি রাখা হয়েছে। সেটি এদিন বিকেল ৩টায় বিস্ফোরণ হবে। এই বোমা হুমকির পরেই পুলিশ এবং বম্ব স্কোয়াড দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তল্লাশি শুরু করে। জানা যাচ্ছে, তল্লাশিতে এখনও কোনও সন্দেহজনক বস্তু বা বিস্ফোরক এখনও পাওয়া যায়নি। এই ঘটনায় মামলা দায়ের হয়েছে।

ডোডায় গভীর খাদে পড়ে গেল টেম্পো ট্রাভেলার মৃত্যু ৫ জনের, আহত ১২

শ্রীনগর, ১৫ জুলাই ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডা জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই একটি টেম্পো ট্রাভেলার। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের, এছাড়াও ১২ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার ডোডা জেলার পোন্ডার কাছে ভরথ-বাগলা সড়কে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।পুলিশ জানিয়েছে, জেকে ০৬ ৪৮৪৭ নম্বরের একটি টেম্পো ট্রাভেলার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে যায়। মর্মান্তিক এই সড়ক দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই তিনজন মারা যান, পরে আরও দু'জনের মৃত্যু হয়েছে এবং আরও ১২ জন গুরুতর আহত হন। তাদের চিকিৎসার জন্য ডোডার সরকারি মেডিকেল কলেজ (জিএমসি) ভর্তি করা হয়েছে। দুর্ঘটনার কারণ এখনও নির্ধারণ করা হয়নি। আহত ১২ জনের মধ্যে ৫ বছরের একটি শিশুও রয়েছে।কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং টুইট করেছেন, ডোডা শহর থেকে প্রায় ২০ থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে ভার্ট গ্রামের কাছে একটি বেসরকারি টেম্পো সড়ক দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ডোডার জেলা প্রশাসক হরবিন্দর সিং-এর সঙ্গে কথা বলেছি। সম্ভাব্য সকল সাহায্য এবং চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। নিহতদের পরিবারের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা।

রাশিফল

মেষঃআজ কারোও প্রতি মানসিক দুর্বলতা প্রকাশ করে আপনি ঠকে যেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রম করে সাফল্য পাবেন। ব্যবসা ভালো চলবে। প্রোমোটিং, রিয়েল এস্টেট, ঠিকাদারি, জমি সংক্রান্ত ব্যবসায় বিশেষ লাভ হবে।

বৃষঃ আর্থিক অবস্থা ভালো থাকবে বৃষ রাশির জাতকদের। উচ্চশিক্ষায় নতুন পদক্ষেপ করতে পারেন। আজ দাঁত, গলা ও পেটের সমস্যায় কষ্ট পাবেন। অফিসে আপনার দক্ষতা কর্তৃপক্ষের নজরে আসবে। সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার উদ্রেক হতে পারে। পুরোনো রোগ ফিরে আসতে পারে।।

মিথুনঃঘনিষ্ঠ বন্ধুর কারণে আজ কিছু প্রাপ্তি হতে পারে মিথুন রাশির জাতকদের। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় অমনোযোগ বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীর আচরণে আপনি বিরক্ত হবেন। ব্যবসায়ী, বিশেষ করে বৈদেশিক বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা নতুন চুক্তি চূড়ান্ত করতে পারেন। পরিশ্রমের আশানুরূপ ফল পাবেন। বিবাহের যোগ হতে পারে।

কর্কটঃ আজ কর্মক্ষেত্রে প্রযোজেনে অতিরিক্ত শ্রম দিতে হবে। ব্যবসা দারুণ লাভজনক হবে কর্কট রাশির জাতকদের জন্য। পুরোনো পারিবারিক দ্ব ন্দ্ব আজ মিটে যাওয়া সম্ভাবনা রয়েছে। পর্যটনের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা বিশেষ লাভবান হবেন। শত্রুরা আপনার সারল্যের সুযোগ নিয়ে ক্ষতি করতে পারে।

সিংহঃব্যবসায় আজ আয়.ও ব্যয়ের উপর নজর রাখুন। কর্মক্ষেত্রে মাথা ঠান্ডা রাখুন, ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন করুন। সন্তানের উন্নতিতে আজ গর্ব অনুভব করবেন। শারীরিক সমস্যা বোধ করলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। পার্টনারশিপ ব্যবসায় ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। বড় চুক্তিভিত্তিক কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন। ।

কন্যাঃ পাওনা টাকা পেতে দেরি হবে। ব্যবসায় নতুন বিনিযোগ করবেন না। দালালি বা ঝুঁকি আছে এমন কাজ থেকে আজ নিজেকে বিরত রাখুন। কারও সঙ্গে ঝগড়ায় জড়াবেন না। গলব্লাডার বা হজমের সমস্যায় কষ্ট পেতে পারেন। আপনার সিদ্ধান্তই ঠিক, এই বদ্ধমূল ধারণা পরিত্যাগ করুন। সংসারে শান্তি।

তুলাঃ সব ক্ষেত্রে আজ সাবধানে পদক্ষেপ করুন তুলা রাশির জাতকরা। প্রতিবেশীর কারণে সমস্যায় পড়তে পারেন। আজ ছোটখাটো ভ্রমণের যোগ রয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতপার্থক্য আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে গোলযোগ হতে পারে। নতুন কর্মসংস্থান হতে পারে

বৃশ্চিকঃনিজের কর্ম জগতে আজ বড় পরিবর্তন লক্ষ্য করবেন বৃশ্চিক রাশির জাতকরা। ব্যবসায়িক লাভ হবে, তবে অধস্তন কর্মচারীর থেকে বড় ক্ষতি হতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আজ সঙ্গে সঙ্গে নিন।

ধনুঃআজ ধনু রাশির জাতকদের খরচ কিছুটা কমবে। নানা অসুখে আজ কষ্ট পেতে পারেন। আজ গুরুজনের সঙ্গে মতান্তর হতে পারে।

মকরঃআজ নিজের বিনিয়োগ করা টাকার দিকে নজর রাখুন। ব্যবসায় আপনার কোনও সিদ্ধান্ত ভুল হতে পারে। আত্মীয়রা আপনার বিরোধিতা করতে পারেন। ব্যবসায় বাতিল হবে

কুম্ভঃ কুম্ভ রাশির জাতকদের জমানো টাকা আজ খরচ হয়ে যেতে পারে। বিরোধীদের সম্পর্কে সচেতন থাকুন।

মীনঃ ঠান্ডা লাগার সমস্যায় আজ কষ্ট পেতে পারেন মীন রাশির জাতকরা। ব্যবসায় কিছু অসুবিধার মুখে পড়বেন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য পাওয়ার যোগ আছে। চেনা মানুষের অচেনা রূপ আপনি দেখতে পাবেন। বুদ্ধির দোষে

আবহাওয়া

দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়ার বিশেষ উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। বৃষ্টিপাত চলবে দক্ষিণবঙ্গেও। কোনও কোনও জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনাও রয়েছে। মঙ্গলবার সকালেও আকাশ মেঘলা, বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিপাত হয়েছে বিভিন্ন জেলায়। এদিন সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৪.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.০ ডিগ্রি কম।আগামী বেশ কিছু দিন উত্তরবঙ্গেও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে জলপাইগুড়ি, কালিম্পং ও আলিপুরদুয়ার জেলায়। রবি ও সোমবার জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কালিম্পং ও আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। এর মাঝে সারা সপ্তাহ জুড়েই কমবেশি ঝড়-বৃষ্টি চলবে।

তাপমাত্রা- ২৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সর্বনির্ম্ন- ২৫ ডিগ্রী সেললিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯৪ শতাংশ এবং সর্বনিম্ম ৮৩ শতাংশ হয়। বৃষ্টিপাত হয়েছে ১০.১ মিলিমিটার পর্যন্ত মনে করা হয়।জোয়ার- সকাল ০৬টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মনিট। ভাটা- দুপুর ০১টা ৫৫মনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৪টা ৫৮মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ২৫মিনিটে

মাটিয়ায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা,বাইক ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত ২

সৌরভ দাশ,বসিরহাট,১৫ জুলাই ঃ উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহকুমার মাটিয়া থানার নেহালপুরের টাকি রোডের ঘটনা। মঙ্গলবার সকালে হাড়োয়ার তিন যুবক বসিরহাটে এসেছিল বাজার করতে। বাড়ি ফেরার পথে নেহালপুর এলাকায় উল্টো দিক আসা দশ চাকার ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়।জানা যায়, ঘটনাস্থলে প্রাণ হারান দুইজন। বছর ৩৫ এর ভক্তিপদ মন্ডল,বছর ৩০ বিশ্বজিৎ দাসের মৃত্যু হয়। ঘটনাস্থল থেকে আরও এক যুবককে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে ধান্যকড়িয়া গ্রামীণ হাসপাতাল ও পরে আর জি কর মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়েছে, তার অবস্থাও আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।বাইক আরোহী তিনজনের মাথা কোনো হেলমেট ছিল না, গাড়ির গতিবেগও ছিল অত্যান্ত বেশি এমনটাই জানা যায়। ঘাতক ট্রাক চালক খালাসি পলাতক, তাদের খোঁজে মাটিয়া থানার পুলিশ তল্লাশি শুরু করেছে। দুর্ঘটনাগ্রস্থ বাইকটিকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। দুই যুবকের মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলার পুলিশ মর্গে পাঠানো হয়েছে।

মোদীর বঙ্গ সফরে কটাক্ষের সুর তৃণমূল সাংসদ সায়নীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জুলাই ঃ ভোট এগিয়ে আসায় বিজেপির দিল্লির নেতাদের রাজ্যে 'ডেইলি প্যাসেঞ্জারি' বাড়বে । প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদীর বঙ্গ সফরের ঠিক আগে এভাবেই তীব্র কটাক্ষের সুর তৃণমূল সাংসদ তথা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভানেত্রী সায়নী ঘোষের গলায় । মঙ্গলবার একুশে জুলাইয়ের খুঁটি পুজোতে এসে প্রধানমন্ত্রী ও বিজেপিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন সায়নী। তিনি বলেন, মানুষের টাকা খরচ করে এতবার আসা-যাওয়ার দরকার কী! এর চেয়ে বরং এখানেই কিছু বাড়িঘর ভাড়া নিয়ে নিন। এখানেই থাকুন ২০২৬পর্যন্ত। এত যাতায়াতে কষ্ট হচ্ছে। মানুষের টাকা নষ্ট করার দরকার কী ! প্রসঙ্গত, একুশে জুলাইয়ের সমাবেশের দু'দিন আগেই রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর রাজ্যে আসা নিয়ে তৃণমূল সাংসদকে প্রশ্ন করা হলে এদিন তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী আসতেই পারেন। ছাব্বিশে বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে। নির্বাচন যত এগোবে, ট্রেনে-বাসে-প্লেনে-অটোতে করে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর দলের নেতাদের আসা-যাওয়া, ডেইলি প্যাসেঞ্জারি বাড়বে।

মাত্র তিন মিনিটের ঘূর্ণিঝড়ে সর্বস্বান্ত রায়দীঘির দুটি গ্রামের তিরিশটি পরিবার

দুরন্ত বার্তা,রায়দীঘি, ১৫ জুলাই ঃ মাত্র তিন মিনিটের বিধ্বংসী ঝড়।আর তার জেরে কার্যত লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘি বিধানসভার দুটি গ্রাম। ভাঙল একাধিক বাড়ি। বড় বড় গাছ উপড়ে ভেঙে পড়ল বহু জায়গায়। বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে বিস্তীর্ণ এলাকার। ঝড়ের পরই পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য কাজে নেমে পড়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত ও প্রশাসন।নিম্নচাপের জেরে রাজ্যের দক্ষিণবঙ্গে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি চলছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিস্তীর্ণ অঞ্চলেও সোমবার রাত ভর বৃষ্টি হয়েছে। আরও বৃষ্টির সম্ভাবনার কথাও জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর।আর এদিন সকাল থেকেই প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়।এদিন সকাল ন'টা নাগাদ রায়দিঘির দুটি গ্রামের উপর দিয়ে বয়ে গেল ঝড়। অন্যান্য দিনের মতো এদিন সকালেই প্রাত্যহিক কাজকর্মে ব্যস্ত ছিলেন রায়দীঘির কুমড়োপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের গায়েনের ঘেরি ও কুমড়োপাড়া দুই গ্রামের বাসিন্দারা।সেসময় ওই ঝড় বয়ে যায়। মিনিট তিনেকের ওই ঝড়ে কার্যত লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছে পুরো এলাকা। ঝড়ের বেগে ক্ষতিগ্রস্ত একাধিক বাড়ি। বহু বাড়ির টালির চাল ভেঙে পড়েছে। টিন ও অ্যাসবেসটরের চাল উড়ে গেছে। বহু বাড়ির দেওয়াল ভেঙে পড়েছে। ঝড়ের তীব্রতায় ভেঙেছে বহু বিশালাকার গাছ। গাছ ভেঙে বিদ্যুতের তার ছিঁড়েছে একাধিক জায়গায়। ফলে বিস্তীর্ণ এলাকায় বিদ্যুহীন। গাছ প।ে বহু রাস্তা আটকে পড়ে। ফলে যান চলাচলও বন্ধ হয়ে যায়।আর এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় রায়দিঘি থানার পুলিশ,মথুরাপুর ২ নং বিডিও মহম্মদ নাজির হোসেন, রায়দীঘির বিধায়ক ডাঃ অলক জলদাতা। মথুরাপুর ২ নম্বর ব্লকের বিডিও মহম্মদ নাজির হোসেন বলেন, ঝড়ের প্রভাবে দুটি গ্রামের ৩০টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইতিমধ্যেই স্থানীয় পঞ্চায়েতকে ত্রাণ, শুকনো খাবার, ত্রিপল পাঠানো হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ত্রিপল, ত্রাণ বিলির ব্যবস্থা করা হয়েছে।বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করার জন্য কাজ করেছে বিদ্যুৎদপ্তরের কর্মীরা। স্থানীয় পঞ্চায়েতের তরফ থেকে গাছ কাটার কাজ চলছে। রাস্তা পরিষ্কার করে যোগাযোগ ব্যবস্থা স্বাভাবিক করার কাজ চলছে। ঝড়ের প্রভাবে আতঙ্কিত স্থানীয় বাসিন্দারা। তবে ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই।এদিন ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে রায়দীঘির বিধায়ক ডাঃ অলক জলদাতা বলেন,ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা আমি সরকারি আধিকারিকদের নিয়ে দেখলাম।ক্ষতিগ্রস্থ মানুষদের আপকালীন ব্যবস্থা করা হয়েছে।ত্রিপল,শুকনো খাবার, জামাকাপ। দেওয়া হয়েছে।এর পরে পরবর্তী পদক্ষেপ কিভাবে নেওয়া যায় ও ক্ষতিগ্রস্থদের পাশে থেকে কিভাবে সহায়তা করা যায় দেখছি।

মেট্রো কর্মীদের জন্য স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট' ক্যাম্প

কলকাতা, ১৫ জুলাই ঃ মেট্রো রেলওয়ে তার লক্ষ লক্ষ যাত্রীদের জন্য নিরাপদ এবং সুরক্ষিত পরিষেবা নিশ্চিত করার জন্য সম্ভাব্য সকল সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। মেট্রো রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডির নির্দেশ অনুসারে, মেট্রো কর্মীদের যথাযথ এবং আপডেটেড প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য নিয়মিতভাবে নিয়মিত মক ড্রিল, টিউটোরিয়াল, বিশেষ সেশন ইত্যাদি আয়োজন করা হচ্ছে। একটি অনন্য উদ্যোগে, মেট্রো কর্তৃপক্ষ ১৪ থেকে ১৮ জুলাই, ২০২৫ পর্যন্ত নোয়াপাড়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে একটি স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট ক্যাম্পের আয়োজন করেছে। এই ক্যাম্পে মোটরম্যান, টেকনিশিয়ান, সিনিয়র ট্র্যাফিক সহকারী, ট্র্যাফিক সহকারী, সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার, সেফটি কাউন্সেলররা অংশগ্রহণ করছেন।এই ক্যাম্পটি মানসিক সুস্থতা বৃদ্ধি, চাপ কমানো এবং কর্মীদের দক্ষতা উন্নত করার জন্য আয়োজন করা হচ্ছে। এই ক্যাম্পে, শ্রী শ্রী রবি শঙ্কর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'আর্ট অফ লিভিং'-এর উপর পাঠদান করা হচ্ছে যা মেট্রো কর্মীদের জন্য টেনশন এবং স্ট্রেস বাস্টার হিসেবে কাজ করবে।পাঁচ দিনব্যাপী এই শিবিরে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি ব্যক্তি অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকদের সজাগ দৃষ্টিতে যোগব্যায়াম, ধ্যান, সুদর্শন ক্রিয়া ইত্যাদি অনুশীলন করছেন যাতে তারা চাপমুক্ত থাকতে পারেন এবং যেকোনো পরিস্থিতি শান্তভাবে মোকাবেলা করতে পারেন।

সবুজ রক্ষায় জাপান ও ফ্রান্সের সহায়তায় যুগান্তকারী প্রকল্প শুরু রাজ্যে

দুরন্ত বার্তা,কলকাতা,৫জুলাইঃ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্রমশই চাপে পড়ছে রাজ্যের বনাঞ্চল, বিপন্ন হচ্ছে বন্যপ্রাণ ও জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য। এই সংকটকে মাথায় রেখেই একাধিক পদক্ষেপ নিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। তারই অঙ্গ হিসেবে রাজ্য এবার আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় দুটি বৃহ প্রকল্পের কাজে হাত দিয়েছে। বনদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, জাপানের জাইকা বা জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সির সহায়তায় ' ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ' প্রকল্পের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। প্রাথমিক বাজেট ধরা হয়েছে ৬৫০ কোটি টাকা এবং এই প্রকল্পের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে ২০৩১ সাল পর্যন্ত। অন্যদিকে, জলবায়ু পরিবর্তনের আরও একটি পরিণতি-বিপন্ন বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের জন্য ফ্রান্সের আর্থিক সহায়তায় রাজ্য সরকার আরও একটি প্রকল্পে ছাড়পত্র দিয়েছে, যার প্রস্তাবিত ব্যয় ৮০০ কোটি টাকা। এই দুটি প্রকল্প রাজ্যের পরিবেশ রক্ষা ও টেকসই জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের পথে নতুন দিগন্ত খুলে দেবে বলেই মনে করছে প্রশাসন ও পরিবেশ বিশেষজ্ঞ মহল। জানা গিয়েছে, জাপানের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে যে প্রকল্পের সূচনা হয়েছে, তাতে রাজ্যের একাধিক বনাঞ্চলে উন্নয়নমূলক পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে। শুধু তাই নয়, জীববৈচিত্র্য রক্ষায় আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ, বন সংলগ্ন গ্রামবাসীদের জীবনযাত্রার উন্নয়ন এবং স্থানীয় কমিউনিটিকে প্রকল্পে যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। বিশেষত জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যেসব এলাকা বেশি ঝুঁকির মুখে, যেমন উত্তরবঙ্গের জঙ্গল অঞ্চল বা দক্ষিণবঙ্গের সুন্দরবন, সেখানে এই প্রকল্প প্রাথমিক গুরুত্ব পাবে। বনদপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, জাপান সরকারের সহায়তায় এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে রাজ্যের বনসম্পদ আরও সুসংগঠিত ও সুরক্ষিত হবে। আমরা ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করেছি, আশা করছি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই তা শেষ করা যাবে। জানা গিয়েছে, এই প্রকল্পে শুধু বন রক্ষা নয়, বরং

বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় রাখার উপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যে ধরণের প্রাকৃতিক বিপর্যয় বাড়ছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলাও এই প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। এর পাশাপাশি, বিরল ও বিপন্ন প্রজাতির গাছপালা ও প্রাণীদের সংরক্ষণের দিকেও নজর দেওয়া হচ্ছে। একইসঙ্গে বনাঞ্চলের সম্প্রসারণ, বনভূমির সঠিক ব্যবহার এবং মানব-বন্যপ্রাণ দ্বন্দ্ব কমানোও এই প্রকল্পের অগ্রাধিকার। জাইকা এই ধরণের প্রকল্পে পূর্বেও একাধিক রাজ্যে সহযোগিতা করেছে, ফলে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও দীর্ঘমেয়াদি সুফল মিলবে বলে মনে করছেন নীতি নির্ধারকরা। এদিকে, ফ্রান্স সরকারের আর্থিক সহায়তায় যে দ্বিতীয় প্রকল্পটি হাতে নেওয়া হয়েছে, তা সম্পূর্ণভাবে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণকেন্দ্রিক। বনদপ্তরের তরফে একটি সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ইতিমধ্যেই ৮০০ কোটি টাকার এই প্রকল্পে চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বন্যপ্রাণীদের আবাসস্থল রক্ষা, খাদ্য সরবরাহের স্বাভাবিকতা বজায় রাখা, বনাঞ্চলে মানুষের অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রণ, এবং বনভূমিতে আধুনিক পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা চালু করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বিশেষত সু ঃদরবন, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম এবং দার্জিলিং অঞ্চলে প্রকল্পের বাস্তবায়ন ঘিরে বিস্তৃত কর্মপরিকল্পনা তৈরি হয়েছে।

বনদপ্তর সূত্রে জানা যাচ্ছে, ফ্রান্সের সহযোগিতায় এই প্রকল্পে এমন কিছু নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের কথা ভাবা হচ্ছে, যা আগে রাজ্যের বন ব্যবস্থাপনায় ছিল না। যেমন-ড্রোন নজরদারি, জিপিএস ট্র্যাকিং ব্যবস্থা, স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরা ট্র্যাপ ইত্যাদি। এসবের মাধ্যমে বন্যপ্রাণীদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ আরও সহজ হবে। পাশাপাশি, হঠাৎ করে জঙ্গলে আগুন লাগা বা অন্য কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয় হলে, দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হবে। এই প্রকল্পেও স্থানীয় মানুষদের যুক্ত করে ' ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট' গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে, যাতে বন সংরক্ষণ শুধু সরকারের নয়, সর্বস্তরের মানুষের দায়িত্ব হয়ে ওঠে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের জেরে বাস্তুতন্ত্রে যে প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে, তা শুধু পরিবেশ নয়, মানুষের জীবনকেও প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করছে। বনাঞ্চলের পরিমাণ কমলে তার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির ধারা, মাটি ও জলের মান এবং জীববৈচিত্র্যের উপস্থিতি-সবকিছুতেই প্রভাব পড়ে। এই পরিস্থিতিতে জাপান ও ফ্রান্সের মতো আন্তর্জাতিক শক্তির সহযোগিতায় রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপ যথার্থ ও সময়োপযোগী। এই দুই প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন হলে তা শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, গোটা দেশের পরিবেশ নীতির ক্ষেত্রেই উদাহরণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। উল্লেখ্য, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই একাধিকবার জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সচেতনতা প্রচারে অংশ নিয়েছেন। তার নেতৃত্বেই রাজ্য পরিবেশ ও বনদপ্তর একাধিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যার মধ্যে এই দুই প্রকল্প অন্যতম। রাজ্য সরকারের দাবি, ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত থাকতে হলে এখন থেকেই কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে, এবং এই প্রকল্প দুটি সেই লক্ষ্য পূরণে সহায়ক হবে।

সবমিলিয়ে, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে রাজ্য সরকারের এই নতুন দুটি প্রকল্প রাজ্যের বন ও পরিবেশ সংরক্ষণে এক নতুন যুগের সূচনা করতে চলেছে। জাপান ও ফ্রান্সের মতো শক্তিশালী আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ এবার ভবিষ্যতের জন্য গড়ে তুলছে একটি সবুজ, সুরক্ষিত ও টেকসই প্রাকৃতিক পরিবেশ। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা-এই প্রকল্পগুলি কত দ্রুত এবং কত সফলভাবে মাঠে নামানো যায়।

মেঘে-জলে সর্বনাশের সুর, বৃষ্টি আর জলছাড়ায় আতঙ্কের ছায়া মেদিনীপুরে

দুরন্ত বার্তা, ১৫ জুলাই ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ফের মাথাচাড়া দিচ্ছে বন্যার আশঙ্কা। গত কয়েকদিন ধরে একটানা বৃষ্টি চলছে জেলার বিভিন্ন অংশে। তার জেরে ফুলে ফেঁপে উঠেছে কংসাবতী, শিলাবতী সহ একাধিক নদী। পরিস্থিতিকে মাসের মাঝামাঝি থেকেই বৃষ্টির দাপট ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। গড় হিসেবে প্রতিদিন ৩০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হচ্ছে জেলার বিভিন্ন অংশে। তারসঙ্গে যখন একের পর এক জলাধার থেকে জল ছাড়া হচ্ছে, তখন একাধিক নদীর জলস্তর

আরও জটিল করে তুলেছে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন (ডিভিসি)-এর লাগাতার জলছাড়া। প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৪৫ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হচ্ছে ডিভিসির জলাধার থেকে। তার ফলেই নতুন করে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে জেলার বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের মধ্যে। নিচু এলাকাগুলিতে জল ঢোকার আশঙ্কা প্রবলভাবে দেখা দিয়েছে।জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, এই বিপদ আশঙ্কা আঁচ করেই এখন থেকেই সর্বোচ্চ তপরতায় কাজ শুরু করেছে প্রশাসন। পরিস্থিতি মোকাবিলায় জারি হয়েছে কড়া নজরদারি, নদীতীরবর্তী এলাকায় চালানো হচ্ছে বিশেষ টহল। কোথাও জলস্তর বিপদসীমা ছুঁয়ে ফেলছে কিনা, তার উপর নজর রাখছে বিশেষ প্রশিক্ষিত দল। জেলা শাসক খুরশিদ আলি কাদরি জানান, জেলার সব নদীর গতিপ্রকৃতি নজরে রাখা হচ্ছে। নিচু এলাকা, নদীতীরবর্তী গ্রামগুলোতে নজরদারি চলছে। সমস্ত ব্লকে পর্যাপ্ত পরিমাণে ত্রাণ পাঠানো হয়েছে। কোনও মানুষ যেন অসুবিধায় না পড়েন, তার জন্য প্রশাসনের সব স্তরের কর্মীদের নিরন্তর কাজের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।প্রশাসনের তথ্যমতে, জুন আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে। বিশেষত কংসাবতী ও শিলাবতী নদীর স্রোত বাড়তে থাকায় ঘাটাল, গড়বেতা, কেশপুরের মতো একাধিক ব্লককে ইতিমধ্যেই সম্ভাব্য বন্যাপ্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সবচেয়ে উদ্বেগজনক তথ্য হচ্ছে-বৃষ্টির প্রথম ধাক্কাতেই জেলার চারশো কিলোমিটার রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পাশাপাশি, ইতিমধ্যেই সাড়ে তিন হাজারের বেশি কাঁচা বাড়ি আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে প্রাথমিক রিপোর্টে জানা গিয়েছে। জেলা প্রশাসন প্রায় ৩০ হাজারের বেশি ত্রিপল পাঠিয়েছে দুর্গত এলাকাগুলিতে। তবে সরকারি সূত্রে ইঙ্গিত, এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে, কারণ আবহাওয়া পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী কয়েক দিন বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়তে পারে। ঘাটালের বেশ কিছু এলাকার মানুষ ইতিমধ্যেই আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন। তাঁদের অভিযোগ, প্রতিবার জল ঢোকার পরে স্কুল বা সরকারি ভবনে ঠাঁই হয় ঠিকই, কিন্তু সেখানে থাকার মতো পর্যাপ্ত পরিকাঠামো থাকে না। জলের ভিতর বাসনপত্র নিয়ে পালিয়ে এসে একটি শ্রেণিকক্ষে গাদাগাদি করে থাকতে হয় কয়েকটি পরিবারকে একসঙ্গে। খাবার, জল, আলো, শৌচালয়-সব কিছুরই থাকে মারাত্মক ঘাটতি।

কেশপুরের বাসিন্দাদের কথায়, গত বছর ভয়ঙ্কর বন্যা হয়েছিল। চারিদিকে জল, মাঠঘাট তলিয়ে গিয়েছিল। এবার পরিস্থিতি এখনও তেমন নয়, তবে আতঙ্ক রয়েইছে। ত্রাণ পাওয়া যাচ্ছে বটে, কিন্তু নির্দিষ্ট কোনও শিবির নেই। কোথায় কোথায় গেলে আশ্রয় পাওয়া যাবে, সেটাই বুঝে উঠতে পারছি না।

গড়বেতা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দীনবন্ধু দে বলেন, নদীর জলস্তর বাড়ছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত গ্রামে জল ঢোকেনি। তবে আমরা নজর রাখছি। যদি আরও বৃষ্টি হয়, সঙ্গে জলছাড়া চলতে থাকে, তাহলে দ্রুত সব ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বৃষ্টির পরিমাণ বৃদ্ধি ও ডিভিসির লাগাতার জলছাড়কে কেন্দ্র করে যেমন চিন্তা বেড়েছে, তেমনই বেড়েছে প্রশাসনিক চাপ। প্রতিটি ব্লকের বিডিও এবং পঞ্চায়েত স্তরের আধিকারিকদের বিশেষভাবে সক্রিয় রাখা হচ্ছে। তৈরি রাখা হয়েছে বিপর্য মোকাবিলা বাহিনীও। যেকোনও মুহূর্তে উদ্ধার কাজ শুরু করতে তারা প্রস্তুত।জেলার বিভিন্ন প্রান্তে সেচ দপ্তরের আধিকারিকরাও মাঠে নেমেছেন। নদীর বাঁধগুলির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। কোথাও ফাটল দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে মেরামতির দল পাঠানো হচ্ছে। এদিকে সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী নিজে গোটা পরিস্থিতি নজরে রেখেছেন। আমরা মাঠ পর্যায়ে কাজ করছি। বৃষ্টি কমলেই নদীগুলির জলস্তর নামবে। ততক্ষণ পর্যন্ত প্রশাসন সর্বোচ্চ সতর্কতায় রয়েছে।সব মিলিয়ে ডিভিসির জলছাড়া আর আকাশ ভরা বৃষ্টির যুগলবন্দিতে বন্যার ছায়া ক্রমশ ঘনাচ্ছে পশ্চিম মেদিনীপুরে। প্রশাসন সক্রিয় থাকলেও মানুষের মনে আশঙ্কা কাটছে না। তাঁদের ভরসা এখন একটাই-আবহাওয়া স্বাভাবিক হোক, নদীর জল নেমে যাক, আর বেঁচে থাকুক ঘরবাড়ি, ফসল আর বেঁচে থাকুক স্বস্তির একটুকরো জীবন।

মন্দিরে চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার করলো পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৫ জুলাই ঃ আবার বড়সড় সাফল্য পেল পুলিশ।দক্ষিণ ২৪ পরগনার গৌড়দহে একটি মন্দিরের চুরির ঘটনার তদন্ত নেমে সফল হল পুলিশ। গত শনিবার গৌরদহের সাপুইপাড়ার একটি মন্দিরে চুরির অভিযোগ উঠে। স্থানীযদের অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নামে জীবনতলা থানার পুলিশ। তদন্তে নেবে পুলিশ গ্রেফতার করে রাহুল যশয়াল নামে এক যুবককে। ধৃতকে রবিবার আলিপুর সদর আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাকে চার দিনের পুলিশ হেফাজতে নির্দেশ দেন। এরপরে ধৃতকে জেরা করে চুরি যাওয়া মূল্যবান সামগ্রী পুলিশ উদ্ধার করে। পুলিশের দাবি মন্দির থেকে যেসব সামগ্রী চুরি হয়েছে তার বেশিরভাগই উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ধৃত রাহুল একটি ব চোর চক্রের সঙ্গে যুক্ত, সেই কারণেই ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুরোচক্রের হদিশ পেতে চায় পুলিশ।এদিকে চুরির সামগ্রী উদ্ধারের খবরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে এলাকার মানুষ। মন্দির কমিটির সদস্যরা পুলিশ কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য।

এই ঘটনার পর থেকে এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার দাবি উঠেছে। এলাকায় নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেল। মঙ্গলবার ক্যানিং এস ডি পি ও রামকুমার মন্ডল জীবনতলা থানার ওসি দিগন্ত মন্ডলকে সঙ্গে নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে পুরো ঘটনা তুলে ধরেন।

ভাঙ্গরে খুনের ঘটনায় হাসনাবাদ থেকে গ্রেপ্তার আরো এক

দুরন্ত বার্তা, হাসনাবাদ,১৫ জুলাই ঃ ভাঙ্গরে তৃণমূল নেতা খুনের ঘটনায় পুলিশের জালে আরো এক। ধৃতের নাম-রফিকুল খান, হাসনাবাদ থানার নতুন মসজিদ এলাকায় তার শ্বশুরবাড়ি থেকে,সোমবার রাতে তাকে গ্রেফতার করে ভাঙ্গড় থানার পুলিশ। ধৃত ব্যক্তি তৃণমূল নেতা রাজ্জাক খানের প্রতিবেশী বলে জানা গেছে।ধৃত রফিকুল খানের শালা জানান-তার বোনাই রফিকুল খান ISF পার্টির সক্রিয় কর্মী। তাই তাকে ফাঁসানোর জন্য চক্রান্ত করে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ।

২৮ লক্ষ পরিবারকে বাড়ি তৈরির টাকা দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, ১৫ জুলাই ঃ রাজ্য সরকার চলতি অর্থ বছরের মধ্যে বাংলার বাড় প্রকল্পে ২৮ লক্ষ পরিবারকে বাড়ি তৈরির টাকা দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আজ নবান্নে বলেন এই লক্ষ্যমাত্রা পূরন হলে আগামী তিন চার বছরের মধ্যে এই প্রকল্পে সব উপভোক্তাদের টাকা দিয়ে দেওয়া হবে। প্রসঙ্গত এই প্রকল্পে বড়ি তৈরির জন্যে রাজ্য সরকার দুটি কিস্তিতে উপভোক্তাদের মোট এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা দেয়। এর আগে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে রাজ্য তার শেয়ারের অংশ হিসাবে ৪৭ লক্ষ পরিবারকে বাড়ি তৈরির টাকা দিয়েছে বলেও তিনি জানান।

বারুইপুরের টংতলা আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার এক

দুরন্ত বার্তা,বারুইপুর, ১৫ জুলাই ঃ আবার বড়সড়ো সাফল্য পেল বারুইপুর থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার রাতে বারুইপুর থানার পুলিশ টংতলা এলাকা থেকে অস্ত্রসহ এক জন কে গ্রেফতার করে। ধৃতের নাম আমানুল্লাহ মন্ডল ওরফে কালো। পুলিশ সূত্রে জানা যায় সোমবার রাতে রুটিন ডিউটি চলার সময় পুলিশের কাছে খবর যায় যে টংতলা এলাকায় এক সন্দেহজনক ব্যক্তি অস্ত্র নিয়ে ঘোরাঘুরি করছে।পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তার কথায় অসংগতি থাকায় .তাকে আটক করে এবং তাকে তল্লাশিতে এটি ওয়ান শাটার বন্ধুক ও একটি তাজা কার্তুজ উদ্ধার হয়। পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। পুলিশের অনুমান ধৃত ব্যক্তি কোন অপরাধমূলক কাজের সাথে যুক্ত। তবে সে একা ছিল না আর কেউ এই চক্রের সঙ্গে জড়িত তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

আগাম জামিন চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ তৃণমূলের ৩ নেতা

দুরন্তকলকাতা, ১৫ জুলাই ঃ বিজেপি কর্মী অভিজি সরকার খুনের মামলায় আগাম জামিন চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক পরেশ পাল, পুরসভার মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার এবং তৃণমূল কাউন্সিলর পাপিয়া ঘোষও। একুশের ভোট-পরবর্তী হিংসায় বিজেপি কর্মী খুনে এই তিনজনের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করেছে সিবিআই। বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের এজলাসে এই আবেদনের শুনানি হতে পারে আগামিকাল, ১৬ জুলাই।এই মামলায় ১৮ জুলাই তাঁদের তিনজনকেই তলব করেছে সিবিআই। বিশেষ সিবিআই আদালতে বাধ্যতামূলকভাবে সশরীরে হাজির হতে নির্দেশ দিয়েছে নিম্ন আদালত। এই হাজিরায় গ্রেফতারির আশঙ্কা করছেন তিন জন। আইনজীবী সূত্রে খবর, এই অবস্থায় গ্রেফতারি এড়াতে আগাম জামিন চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন পরেশরা।২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিক হওয়ার পর কাঁকুড়গাছির বিজেপি কর্মী অভিজি সরকার খুন হন। ঘটনার তদন্ত শুরু করে সিবিআই। পরে অভিজিতের খুনের মামলায় সহায়ক চার্জশিটে অভিযুক্ত হিসেবে পরেশ পাল, স্বপন সমাদ্দার ও ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পাপিযা ঘোষের নাম উল্লেখ করে তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই।

বাড়িতে বোমা বানাতে গিয়ে জখম তিন জন জয়নগরে

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ১৫ জুলাই ঃ এবার বোমা বিস্ফোরণ জয়নগরে। মঙ্গলবার বোমা বিস্ফোরনে কেঁপে উঠলো গ্রাম। বাড়িতে বোমা বাঁধতে গিয়ে বিস্ফোরণে জখম তিন জন,জয়নগর বিধানসভার বকুলতলা থানার সাহাজাদাপুর পঞ্চায়েতের হানারবাটি গ্রামে বোমা বিস্ফোরণে জখম হলেন এক মহিলা সহ ৩ জন।স্থানীয় সূত্রে জানা গেল,জখম কালাম শেখ ও তাঁর স্ত্রী মানসুরা শেখ ও অন্য একজন।এ দিন দুপুরে কালাম শেখের রান্নাঘরে প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরণ হয়।তিন জন গুরুতর জখম হয়।গোপনে বোমা বাঁধতে গিয়েই এই বিস্ফোরণ ঘটে।পুলিশ জানিয়েছে, কী কারণে বিস্ফোরণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।তবে দুর্ঘটনার পর থেকে কালামের খোঁজ মেলেনি।জখম মানসুরা শেখকে বকুলতলা থানার পুলিশ উদ্ধার করে প্রথমে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়, সেখানে অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে কোলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।স্থানীয়দের অভিযোগ, কালাম বাড়িতে বোমা বাঁধে বহু দিন ধরে। পুলিশকে জানানোর পরে কিছু দিন বন্ধ থাকে, আবার তার পরে সে বোমা বাঁধে।বিভিন্ন জায়গা থেকে অর্ডার অনুযায়ী সে এই বোমা তৈরি করে নিজের বাড়িতে।আর এদিনের এই বিস্ফোরণের পরে কালামের বাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে পাশাপাশি সারা এলাকা বারুদের গন্ধে ভুরভুর করছে।আর এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।তবে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বারুইপুর ও কুলতলিতে একই দিনে তিন মহিলাকে সাপে কামড়ালো

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,কুলতলি, ১৫ জুলাই ঃ বর্ষাকাল চলছে আর এই সময়ে সাপের উপদ্দবে অতিষ্ঠ সুন্দরবন এলাকার মানুষ।বারুইপুর মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় সাপের কামড়ে এক দিনে তিনজন মহিলা আহত হওয়ার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।আর এই ঘটনাটি ঘটেছে বারুইপুর কুলতলি ব্লকের তিনটি এলাকায়। তিনজনই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।বারুইপুর থানার সূর্যপুর বলবলিয়া এলাকায় মঙ্গলবার সকালে বাড়ির পাশের পেয়ারা বাগানে গাছে উঠে পেয়ারা পাড়ছিলেন ৫০ বছরের সফুরা লস্কর। সেই সময় হঠাৎই একটি বিষধর চন্দ্রবোড়া সাপ তার পায়ে কামড়ায়। বাড়ির লোকজনকে খবর দিলে তড়িঘড়ি তাকে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে সেখানে চিকিৎসাধীন তিনি।তবে তার পরিবারের লোকেরা বাগানে গিয়ে সেই সাপটিকে মেরে ফেলে মৃত সাপটিকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। দ্বিতীয় ঘটনাটি বারুইপুর থানার শেখর বালি এলাকায়।আহত মহিলা ঝুম্পা পাইন এদিন সকালে বাড়ির পাশে পুকুরে স্নান করতে গিয়েছিলেন তিনি।পুকুরের জলে পা দিতেই একটি জল ঢাঁড়া সাপ কামড়ায় তাকে।বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি। তৃতীয় ঘটনাটি ঘটেছে, কুলতলি ব্লকের মৈপীঠ থানার কিশোরী মোহনপুরে সোমবার রাতে সাপে কাটে পল্লবী হালদার নামে এক যুবতীকে। পরিবারের লোকেরা তাকে প্রথমে এক ওঝার কাছে নিয়ে যান কিন্তু সেখানে কিছু না হওয়ায় অবস্থার অবনতি ঘটায় মঙ্গলবার জয়নগর কুলতলি গ্রামীণ হাসপাতালে তাকে ভর্তি করা হয় কিন্তু অবস্থা অবনতি হওয়ায় সেখান থেকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।একই দিনে তিনজন মহিলার সাপে কাটার ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্ক ছড়িয়েছে বারুইপুর ও কুলতলি এলাকায়।

গুরুদায়িত্ব ভালোভাবে পালন করতে চাই, বললেন হরিয়ানার রাজ্যপাল

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া,১৫ জুলাই ঃ 'মোদিজি এবং অমিত শাহজি যে দায়িত্ব দিয়েছেন সেই গুরুদায়িত্ব ভালোভাবে পালন করতে চাই, বললেন হরিয়ানার রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্ব নিতে চলা বাঙালি অধ্যাপক শিক্ষাবিদ অসীম ঘোষ। বাংলা থেকে অসীম ঘোষ হরিয়ানার রাজ্যপাল হিসেবে নতুন দায়িত্বভার নিতে চলেছেন। দীর্ঘ রাজনৈতিক ও শিক্ষাজীবনের স্বীকৃতি হিসেবে বঙ্গ বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি অসীম ঘোষ রাষ্ট্রপতির মনোনয়নে হরিয়ানার রাজ্যপাল হিসেবে নিযুক্ত হচ্ছেন। অসীম বাবু পশ্চিমবঙ্গের প্রবীণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষাবিদ। সূত্রের খবর, সোমবার এক বিজ্ঞপ্তিতে তাঁর নিয়োগের ঘোষণা হয়। দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, সাংগঠনিক দক্ষতা এবং একাধারে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তিক প্রেক্ষাপটই তাঁকে এই দায়িত্বে মনোনয়নের পিছনে মূল কারণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। হাওড়ার পঞ্চাননতলার বাসিন্দা অসীম কুমার ঘোষের জন্ম ১৯৪৪ সালে। তিনি হাওড়ার বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন থেকে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। পরে তিনি কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৬৬ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত তিনি ৩৮ বছর ধরে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অধ্যাপনা করেন। তিনি ১৯৯১ সালে ভারতীয় জনতা পার্টিতে (বিজেপি) যোগদান করেন এবং দীর্ঘদিন ধরে রাজ্য বুদ্ধিজীবী সেলের সদস্য ছিলেন। ১৯৯৬ সালে তিনি বিজেপির রাজ্য সম্পাদক হন। ১৯৯৮ সালে তিনি রাজ্য সহ-সভাপতি নিযুক্ত হন। ১৯৯৯ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত তিনি বিজেপি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৩ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত তিনি ত্রিপুরায় পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৪ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত তিনি বিজেপির জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ছিলেন। নতুন দায়িত্ব প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অসীম ঘোষ বলেন, 'হরিয়ানার মানুষ খুব কষ্ট করতে পারেন। হার্ড ওয়ার্কিং। কৃষিতেও খুব উন্নত হয়েছে। সমস্যাও আছে। রাজ্যপাল হিসেবে আমি মুখ্যমন্ত্রীকে পরামর্শ দেব। পঞ্জাব এবং হরিয়ানা টুইন ব্রাদার্স। তারা একসঙ্গে যদি কাজ করে তাহলে দেশের উন্নতির পাশাপাশি ওই এলাকাও সাংঘাতিকভাবে এগিয়ে যাবে। আমি ৩৫ বছর দল করেছি 'ডেডিকেশন' এবং 'সিনসিয়ারিটি'র সঙ্গে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন সেই দায়িত্ব আমি ঈশ্বরের কৃপায় ভালোভাবেই পালন করব। হরিয়ানার মানুষের কাছে আমি যদি গ্রহণযোগ্য হই আমার কাজকর্মের মাধ্যমে এবং সাধারণ মানুষের সমস্যা বোঝার মাধ্যমে সে ব্যাপারে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব। আমি বাঙালি। আমি বহু নেতার নেতৃত্বে কাজ করেছি। সুতরাং অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়েছে। হরিয়ানার মানুষের সমস্যা বোঝার চেষ্টা করব। আমাকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে প্রেস রিলিজ হয়েছে দিল্লিতে। অফিসিয়ালি চিঠি হাতে পাইনি। আমার বায়োডাটা নরেন্দ্র মোদিজি, অমিত শাহজি দেখেছেন। তাঁরা রাষ্ট্রপতিকে রেকমেন্ড করেছেন। সেই হিসেবেই দায়িত্ব এসেছে। এটা খুবই গুরুদায়িয়ত্ব। ঈশ্বর আমাকে সেই শক্তি দিন। যাতে আমি এই দায়িত্ব ভালোভাবে পালন করতে পারি।' এদিকে, মঙ্গলবার বিকেলে হাওড়ায় অসীম ঘোষের বাড়িতে এসে তাঁর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন পুরুলিয়ার সাংসদ ও প্রদেশ বিজেপির সাধারণ সম্পাদক জ্যোতির্ময় মাহাতো। সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া সদর বিজেপির সভাপতি গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ২২৫, বুধবার, ৩১ আষাঢ় ১৪৩২

বাঙালি শিল্পী ছবি বিশ্বাস

তাঁর গলা, তাঁর অভিনয় নিয়ে কথা বলা আদপে ধৃষ্টতার নামান্তর। তবুও দু-চার কথায় বলা যায় দীর্ঘ চেহারার মানুষটা অভিনয়কে সঙ্গে নিয়েই পৌঁছে গিয়েছিলেন অন্য উচ্চতায় , ধরাছোঁয়ার বাইরে। সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে যেমন তিনি অসাধারণ ঠিক তেমন অন্য চিত্র পরিচালকদের ছবিতে তিনি অসামান্য। চাইলেও আপনি ছবি বিশ্বাসের অভিনয় ভুলতে পারবেন না। সেদিন ছিল ১১ জুন ১৯৬২ ,নিজেই গাড়ি চালিয়ে যশোর রোড ধরে ছবি বিশ্বাস যাচ্ছিলেন ছোট জাগুলিয়ার বাড়িতে। হঠাৎ খবর আসে গাড়ি দুর্ঘটনার তিনি মারাত্মক আহত, তাঁকে আনা হচ্ছে আর জি কর হাসপাতালে। সেই খবরটা কানে যেতে অনেকেই গিয়েছিলেন হাসপাতাল চত্বরে। ততক্ষণে সব শেষ। হাসপাতাল প্রাঙ্গণে জনারণ্যে। কেউ চোখের জল মুছছেন কেউ হাউহাউ করে কাঁদছেন। কেউ বিশ্বাস করতে পারছিলেন না ছবি বিশ্বাস আর নেই! সত্যি ছবি বিশ্বাস প্রয়াত হওয়ার পর তাঁর মানের অভিনেতা বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে দ্বিতীয় কেউ হতে পারেন নি। ছবি বিশ্বাসের নামেই হল ভর্তি হত,নায়ক না হয়েও বক্স অফিস টানতে পারতেন ছবি বিশ্বাস। যাত্রিকের ' কাঁচের স্বর্গ ' বাঘা বাঘা সব শিল্পীর সমাবেশ। পাহাড়ি সান্যাল থেকে বিকাশ রায়,মঞ্জু দে,ছায়া দেবী,অনিল চট্টোপাধ্যায়,উৎপল দত্ত, তরুণ কুমার কে নেই! এই ছবিতেই সেই অসামান্য এক দৃশ্য বিবেকবান বিচারক রায় দেবেন। কিন্তু বড় কোনটা! আইনের বইয়ে যা লেখা আছে নাকি মানবিকতার মাপকাঠিতে বিচারকের অন্তর যা বলছে। ছবির গল্প সবাই জানেন নতুন করে কিছু বলার নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি,নায়ক কলকাতা মেডিকেল কলেজের ছাত্র কিন্তু অর্থের ভয়ঙ্কর অভাব। একটা বন্ধু আছে। প্রতিভাবান ছাত্রের একটাই ইচ্ছে সে খুব বড় মাপের সার্জন হবে, দেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করবে। তবে সব স্বপ্ন অধরাই থাকে কারণ অর্থের অভাবে ফাইনাল পরীক্ষার ফিজ জমা দিতে পারে না। স্বপ্নের সলিল সমাধি। একসময় মিলিটারি হাসপাতালে আর্দালি হিসেবে কাজের জন্য তিনি দরখাস্ত করেন। কিন্তু যুদ্ধের ফ্রন্টে গিয়ে দেখলেন ভয়ঙ্কর কাণ্ড। একদিন হাসপাতালে বোমা পড়ল,যে সার্জন চিকিৎসা করছিলেন তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ওদিকে রক্তাক্ত,আহত, মুমুর্ষদের দেখার কেউ নেই। শেষ পর্যন্ত আর্দালি হাতে ছুরি তুলে নেন,একা অনেকের প্রাণ বাঁচান। এভাবেই ছবির গল্প এগিয়েছে আরও কিছু ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে। একসময় যখন সব প্রতিকূলতা জয় করে ছবির নায়ক খ্যাতির শিখরে তখন জানা গেল তাঁর ডাক্তারির কোনও সার্টিফিকেট নেই। মিথ্যা পরিচয়ে ডাক্তার সাজার তাঁর অপরাধের বিচার হবে। কিন্তু মিথ্যা পরিচয় একদিকে সত্যি, অন্যদিকে বহু মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছেন এটাও সত্য। সাক্ষীদের জেরা পর্ব, উকিলদের যুদ্ধ,শেষে বিচারকের রায়। যার উপর ছবির নায়কের ভবিষ্যৎ শুধু নির্ভর করছে না আইন এখানে কোন পক্ষ নেবে। মানবিকতার নাকি আইন আইনের মত চলবে। ছবি রিলিজের পর তরুণ মজুমদারের বারংবার তাগাদায় ছবি বিশ্বাস ষোলো জন সহ দেখেছিলেন। ছবির শেষে তরুণ মজুমদার যখন তাঁকে গাড়িতে তুলে দিতে দিয়ে আসেন তখন ছবি বিশ্বাস তরুণবাবুর মাথায় হাত দিয়ে বললেন, ভালো রোল করতে ইচ্ছে করে বুঝলি।

ইলিশ ভক্ত শরৎচন্দ্র

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হাওড়া স্টেশনে ছিনতাইবাজদের পাল্লায় পড়েছেন, ছিনতাইবাজদের লক্ষ তাঁর হাতে ধরা রূপনারায়ণের মস্ত তিন ইলিশ। শরৎচন্দ্র । শোভাবাজারের কাউকে খাওয়াবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তবে শোভাবাজার নয় রূপনারায়ণের মস্ত সেই তিনটি ইলিশের শেষ পর্যন্ত গন্তব্য হল লিলুয়ায় দেব দম্পতির সংসারে। হ্যাঁ আমরা বলছি কবি, সাহিত্যিক নবনীতা দেবসেনের মা রাধারাণী ও তাঁর স্বামী নরেন্দ্র দেবের কথা। সেই রাধারাণী যার জীবনে অকাল বৈধব্য জীবন -কল্লোলিনীতে প্রাচীর হতে চেয়েও পারে নি,বরং পুনর্বিবাহে তাদের জীবন হয়েছিল মধুর আনন্দময়। রাধারাণী-নরেন্দ্রর বিবাহ রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র দুই বটবৃক্ষের আশীষ পেয়েছিল, দম্পতির সংসার তখন আক্ষরিক অর্থে চাঁদের হাট,সাহিত্য জগতের বন্ধুদের আনাগোনা লেগে থাকে। অভিভাবকের মত শরৎচন্দ্র নিয়মিত আসেন সেই বাড়িতে। এটা -ওটা কিনে তিনি গুছিয়ে দেন প্রিয় রাধু'র সংসার। ক্যালেণ্ডারে সেদিন রবিবার। ঘড়িতে তখন প্রায় তিনটের কাঁটা ছুঁই ছুঁই করছে। সকালেও রাধারাণী -নরেন্দ্রর বাড়িতে একদল হৈ হৈ করে আড্ডা দিয়েছে। বাড়ির বারান্দা থেকে প্ল্যাটফর্ম দেখা যায়, রাধারাণী দেখলেন কলকাতা থেকে আসা ট্রেনে নামছেন শরৎচন্দ্র,নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ি,প্রেমাঙ্কুর আতার্থী সহ আরও বেশ কয়েকজন ।তাদের দেখে রাধু'র স্বামী মহাখুশী। বললেন ভাগ্যিস তারা বেরিয়ে পড়েন নি ।রাধু বলল গুণনিধি কোথায়, শিগগিরই দুটো উনুনে আগুন দিক অনেক বেলা হয়েছে ।স্বামী ভদ্রলোকের গলার সুরে উদ্বেগের সেই প্রশ্ন ,এতবেলায় কি না খেয়ে বেরিয়েছে! ওদিকে শিশির ভাদুড়ি উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করছেন -বহুদিন মনে ছিল আশা, ধরণীর এককোণে রহিব আপন মনে, ধন নয়,মান নয়, এতটুকু বাসা-শিশিরবাবুর পাশে শরৎচন্দ্রের মুখে প্রসন্ন হাসি। আসলে সবাই গিয়েছিলেন শিশির ভাদুড়ির থিয়েটারের আড্ডায়। সেখানে ও তাদের ওঠার জন্য কেউ তাড়া দিয়েছেন চুপিচুপি, হেমেন্দ্রকুমার বিদ্রোহের সুরে বলেছিলেন রবিবার তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরলে নাকি তাঁর মুড নুন হয়ে গলে যাবে, তিনি বাগবাজার যাবেন না, লিলুয়ায় যাবেন। সবাই সেই কথায় সম্মত হলেন। শিশির ভাদুড়িও বললেন তিনি 'ঘরে-বাইরে'বইটা নাটক করতে নরেনকে দিয়েছেন। সেটা তৈরি হয়ে আছে সে খবর দিয়েছে।...চল আমিও তোদের সঙ্গে যাই। স্নান না করে ইলিশ খাওয়াা শুরু করলেন শরৎবাবু।।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

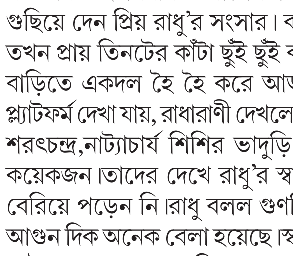

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বলেন, ঈশ্বর সবাইকে শক্তি দেন। মানুষের উচিত হচ্ছে সেই শক্তিকে মানব সেবার কাজে লাগানো। মানব সেবার উন্নতির জন্য মানব শক্তির প্রয়োজন। মা সেই মানবশক্তির উৎসকারিনী। তিনি শক্তি দেন মনে, হৃদয়ে। তিনি শক্তি দেন দেহের অভ্যন্তরে। তিনি যদি শক্তি না দিতেন তাহলে কেউ অশুভ শক্তিকে পরাস্ত করতে পারতো না। মা হলেন হচ্ছেন সর্ব শক্তির আধার। তিনি শক্তিদাত্রী। তাঁর শক্তি দিয়ে জগতে জয়ী হওয়া সম্ভব। মা জগতকে ধারন করে থাকেন। মানব সভ্যতার বিকাশ ঘটান। সত্যের প্রকাশ করতে হবে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

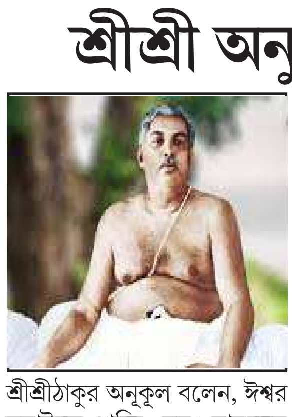

ঠাকুর বলতেন, চালাকির দ্বারা মহৎ কাজ হয় না। কোনও রকমে পেট চালানো যেতে পারে। কিন্তু বড় কাজ করতে গেলে বড় মনের পরিচয় দিতে হয়। বড় মনটাকে অর্জন করতে হয়। বড় মন পাওয়ার জন্য সাধনা করতে হয়। যিনি সাধনা করতে পেরেছেন তিনিই বড় মনটাকে গ্রহণ করতে পারেন। সকলের দ্বারা বড় মন অর্জন করা সম্ভব হয় না। সত্যের মধ্যে রয়েছে বড় মন লুকিয়ে। সত্যকে জয় করতে হবে। সেটাকে জয় না করতে পারলে একবারে তলিয়ে যেতে হবে। আর কোনও দিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। মাথা তুলে শক্তভাবে দাঁড়াতে গেলে যে শক্তির প্রয়োজন রয়েছে সেটা হচ্ছে মাতৃশক্তি। মাতৃশক্তি সত্যের ওপরে দাঁড়িয়ে থাকে। মা যদি সত্যবাদী না হয় তাহলে তাঁর শক্তি দেওয়ার ক্ষমতা থাকে না। অসৎ মা কোনও সময়ে তাঁর সন্তানদের শক্তি দিতে পারে না। সৎ পথে থাকা মায়ের তাদের সন্তানদের শক্তি দিয়ে বড় করতে পারে। অর্থ শক্তির আধার নয়। জ্ঞানই হচ্ছে শক্তির সবচেয়ে বড় পরিচয়। সেটাকে অর্জন করতে হবে।নজেকে ধন্য বলে মনে করতে হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ শুধু ধর্মপ্রচার করেননি, তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে গিয়েছিলেন

বিশেষ প্রতিবেদক

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে স্পষ্টভাবেই দেখতে পাওয়া যায় যে, যদিও বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাব খৃষ্টীয় ঊনিশ শতকেই স্বীকৃতি লাভ করেছিল, কিন্তু তবুও বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ এই স্বীকৃতি খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর আগে পাননি। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' নামক গ্রন্থের পাঠক-পাঠিকামাত্রেই জানেন যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর কৈশোরে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' নামক ঐতিহাসিক পত্রিকার একজন লুব্ধ পাঠক ছিলেন। আর খুব সম্ভবতঃ একারণেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যজীবনের প্রথমপর্বে যেসব উপন্যাস ও প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন, সেগুলির ভাষা মূলতঃ বঙ্কিমী ভাষা ছিল। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবন পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, ১৮৯০ সালে প্রকাশিত 'মানসী' কাব্যে রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম ঊনিশ শতকীয় কাব্য ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে নিজের তৈরি স্বতন্ত্র পথে যাত্রা শুরু করেছিলেন। এরপরে বাংলা গদ্যে বঙ্কিম-প্রভাবকে অস্বীকার করে রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম ১৯১৬ সালে প্রকাশিত তাঁর 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে চলিত ভাষাকে ব্যবহার করেছিলেন; তবে যদিও এর আগেই তিনি পত্রাকারে চলিত ভাষায় নিজের ভ্রমণ-ডায়েরি লিখেছিলেন, কিন্তু তা তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রকাশ্য দরবারের উদ্দেশ্যে লেখেননি। তাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে একথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, খৃষ্টীয় ঊনিশ শতকের শেষের দিকের বাংলা গদ্যলেখকেরা কোনভাবেই রবীন্দ্র-প্রভাবে প্রভাবিত না হলেও সমকালীন বাঙালি কবিরা কিন্তু তাঁর দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিলেন। প্রসঙ্গতঃ একইসাথে একথাও উল্লেখ্য যে, খৃষ্টীয় ঊনিশ শতকের প্রায় সব বাঙালি গদ্যলেখকই অল্পবিস্তর হলেও বঙ্কিম-প্রভাবে প্রভাবিত ছিলেন। অর্থাৎ, ঊনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বগ্রাসী প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়, ঠিক তেমনি আবার বিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী প্রভাব দেখা যায়। আলোচ্য সময়ে বাঙালির এই দুই সাহিত্য-নায়কের প্রবল অভিভব থেকে আত্মরক্ষা করতে পেরেছিলেন, এমন গদ্যলেখকের সংখ্যা কিন্তু খুবই কম ছিল। আর স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯৩২) তখনকার এই বিরল বাঙালি গদ্যলেখকদের মধ্যে একজন ছিলেন। কিন্তু একইসাথে ইতিহাস একথাও বলে যে, যেহেতু স্বামী বিবেকানন্দের লেখক-খ্যাতি তাঁর ধর্মপ্রচারক সন্ন্যাসী কর্মীপুরুষের সুবিপুল খ্যাতির ভারে চাপা পড়ে গিয়েছে, সেহেতু বাংলা সাহিত্যের একজন গদ্যশিল্পী হিসেবে তাঁকে নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করবার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, খৃষ্টীয় ঊনিশ ও বিংশ শতক থেকে শুরু করে পরবর্তীসময়ে দীর্ঘকাল পর্যন্ত বাংলা গদ্যের স্রোতস্বীনিতে দুটি প্রবল ধারা বর্তমান ছিল। এবং এই দুই ধারাতেই তখন কৃতী বাঙালি গদ্যশিল্পীরা দেখা দিয়েছিলেন। একথার উদাহরণস্বরূপ বলা চলে যে, এই ইতিহাসের একেবারে গোড়ার দিকে বাঙালির কথ্য ভাষাকে বাংলা সাহিত্যের দরবারে মর্যাদা দেওয়ার জন্য প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর, রাধানাথ শিকদার এবং কালীপ্রসন্ন সিংহ ওরফে হুতোম প্রবল লড়াই করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যেই ১৮৫৪ সালে প্যারীচাঁদ ও রাধানাথ মিলিতভাবে 'মাসিক পত্রিকা' নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করে পত্রিকাটির উদ্দেশ্যে সম্পর্কে জনসাধারণকে জানিয়েছিলেন যে, এতে যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্তা হয় তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক।

সেযুগে তাঁদের এই বিদ্রোহের ফলেই অবশেষে ১৮৫৮ সালে প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' নামক গ্রন্থটি আত্মপ্রকাশ করেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল যে, প্যারীচাঁদ ও রাধানাথ;উভয়েই চলতি ভাষা নিয়ে তাঁদের এই বিদ্রোহকে এরপরে আর বেশিদিন চালু রাখতে পারেননি। কারণ, এরপরে একসময়ে তাঁরা উভয়েই গুরুগম্ভীর সংস্কৃতানুসারী সাধুভাষার গ্রন্থ রচনা করতে শুরু করেছিলেন। একথার প্রমাণস্বরূপ এখানে প্যারীচাঁদ মিত্রের সাধুভাষায় লিখিত 'যৎকিঞ্চিৎ', 'অভেদী', 'আধ্যাত্মিকা' ইত্যাদি গ্রন্থগুলির নাম করা যেতে পারে। এরপরে ১৮৬২ সালে কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' নামক সেই রচনাটি প্রকাশ করেছিলেন, যেটিকে খৃষ্টীয় ঊনিশ শতকের সামাজিক স্যাটায়ার হিসেবে আজও একটি উৎকৃষ্ট রচনা বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। যদিও এই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বাঙালির কথ্যভাষার গুণগান করেছিলেন ও সাহিত্যের দরবারে এই ভাষাকে ঠাঁই দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তবুও এবিষয়ে তিনিও শেষরক্ষা করতে পারেননি, এবং এরপরে গুরুগম্ভীর সংস্কৃতানুসারী ভাষাতেই মহাভারতের বঙ্গানুবাদের বিপুল অনুবাদ-কর্মটি সম্পন্ন করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যের গবেষকদের মতে, আসলে এঁদের সকলের মনের মধ্যেই চলিত ভাষা সম্পর্কে বরাবরই একটা দ্বিধা ও সঙ্কোচ ছিল বলেই, মুখে বললেও মনে মনে এঁরা হয়ত বাঙালির কথ্যভাষাকে কোনদিনই বাংলা সাহিত্যের একমাত্র বাহন বলে স্বীকার করতে পারেন নি।

এরপরে এসেছিল পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের যুগ। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁকেই বাংলা গদ্যের প্রথম সার্থকনামা শিল্পী বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। তাঁর রচিত বাংলা গদ্যে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের অতিশয় পেলব ও মার্জিত, শুদ্ধ ও সংযত রস নৈপুণ্যের সঙ্গে আধুনিক মনোবৃত্তি অনুযায়ী যুক্তিনিষ্ঠা ও সাবলীলতার মিলন ঘটেছিল বলে দেখতে পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগর যে শুধু বাংলা গদ্যছন্দকে আবিষ্কার করেছিলেন;তাই নয়, তিনি বাংলা গদ্যের ধ্বনি-প্রকৃতিকেও আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন। এজন্যই বাঙালি প্রথম তাঁর রচনাতেই সাহিত্যগুণসমৃদ্ধ বাংলা গদ্যের সন্ধান পেয়েছিল, এবং তাঁর রচিত 'বেতালপঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭), 'শকুন্তলা' (১৮৫৪), 'সীতার বনবাস'(১৮৬০) প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে সাহিত্যরস আস্বাদন করতেও সমর্থ হয়েছিল। পণ্ডিত বিদ্যাসাগরও চলিতভাষা সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন না। বস্তুতঃ অনেকেই তাঁকে বাংলা সাহিত্যে ব্যবহৃত ভাষার ক্ষেত্রে যতটা গোঁড়া রক্ষণশীল বলে মনে করে থাকেন, তাঁর রচনাগুলি পর্যবেক্ষণ করলে তাঁকে তেমন কিছু বলে কিন্তু মনে হয় না। তবে একইসাথে একথাও সত্যি যে, তাঁর মধ্যেও এবিষয়ে যথেষ্ট দ্বিধা বলেই তিনি ছদ্মনামে নিজের চলতি ভাষার গদ্যগুলি লিখেছিলেন। খুব সম্ভবতঃ এবিষয়ে দ্বিধা থাকবার জন্যই তিনি তখন চলতি ভাষার গদ্যগুলিকে স্বনামে লেখবার সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারেন নি। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে, পণ্ডিত বিদ্যাসাগর তাঁর জীবনের একেবারে শেষের দিকে 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য' ছদ্মনামে 'অতি অল্প হইল' ও 'আবার অতি অল্প হইল' নামের দুটি পুস্তক লিখেছিলেন। সাহিত্য সমালোচকদের মতে, তাঁর এই পুস্তক দুটির স্টাইল চলিত ভাষার হলেও এর মূল কাঠামো কিন্তু সাধুভাষারই ছিল।

এরপরে বাংলা সাহিত্যের মহাকাশে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আবির্ভাব ঘটেছিল। ১৮৭২ সালে 'বঙ্গদর্শন' নামক ঐতিহাসিক পত্রিকার দুন্দুভি বাজিয়ে তিনি সর্বপ্রথম নিজের আগমনবার্তা ঘোষণা করেছিলেন, এবং এরপরে অচিরেই একটি অনুরক্ত বাঙালি লেখক গোষ্ঠীর একচ্ছত্র নায়করূপে দেখা দিয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বলে যে, খৃষ্টীয় ঊনিশ শতকের শেষের দিকে তিনিই বাংলা গদ্যসাহিত্যের সংসারে নিজের একছত্র রাজত্ব কায়েম করেছিলেন। আর তখন বাংলা গদ্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর প্রভাবকে যাঁরা কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন, তাঁদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ অন্যতম ছিলেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হল যে, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর জীবদ্দশায় বাংলা ভাষায় খুব কমই লিখেছিলেন। বস্তুতঃ সেযুগে তাঁর বেশিরভাগ রচনা ও বক্তৃতা ইংরেজি ভাষাতেই প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু তবুও বাংলা ভাষায় স্বামীজীর লেখা চারটি বই পাওয়া যায়; যথা;'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'ভাববার কথা', 'বর্তমান ভারত' ও 'পরিব্রাজক'। সাহিত্য সমালোচকদের মতে, স্বামীজীর বাংলা গদ্যগুলি পড়লে এই কথাটির সত্যতা হৃদয়ঙ্গম হয়, এবং তাঁর রচিত বাংলা গদ্যে এর যথার্থ প্রকাশ ঘটেছে বলেই দেখতে পাওয়া যায়। স্বামীজীর জীবনীকারদের মতে, তাঁর বাংলা গদ্যে যে অনায়াস গামিতা, সাবলীলতা, স্বচ্ছন্দতা ও পরিহাসপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়, এসবের উৎস আসলে তাঁর নিজের জীবনই ছিল। স্বামীজীর বাংলা রচনাগুলি পর্যবেক্ষণ করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, তিনি কিন্তু সাধু ও চলিত;তৎকালীন বাংলা ভাষার এই দুই রূপ সম্পর্কেই অত্যন্ত সচেতন ছিলেন; এমনকি এবিষয়ে তিনি যথেষ্ট চিন্তাও করেছিলেন। আর খুব সম্ভবতঃ এজন্যই তিনি তাঁর লেখার মাধ্যমে সেযুগের বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে প্রচলিত থাকা সাধু ও চলিত ভাষার গদ্যের মধ্যেকার বিরোধ মিটিয়ে ফেলবার একটা চেষ্টাও করেছিলেন।

তবে গুরুভার সাধুগদ্যের চর্চা যে তিনিও করেন নি, এমনটা কিন্তু নয়। বস্তুতঃ তাঁর 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থের বক্তৃতাবলী সাধু ভাষায় রচিত বলেই দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু একইসাথে এখানেও তাঁর ব্যবহৃত বাংলা ভাষার অনায়াসগামিতা ও বেগ লক্ষ্য করা যায়। যেমন;এই গ্রন্থের 'স্বদেশ-মন্ত্র' নামক প্রবন্ধের সূচনায় তিনি লিখেছিলেন, বাহ্যজাতির সংঘর্ষে ভারত ক্রমে বিনিদ্র হইতেছে। এই অল্প জাগরূকতার ফলস্বরূপ স্বাধীন চিন্তার কিঞ্চিৎ উন্মেষ। একদিকে প্রত্যক্ষ শক্তি-সংগ্রহ-রূপ, প্রমাণ বাহন, শতসূর্য্য জ্যোতিঃ আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দৃষ্টি প্রতিঘাতী প্রভা; অপরদিকে স্বদেশী-বিদেশী বহু মনীষীর উদঘাটিত, যুগযুগান্তের সহানুভূতিযোগে সর্ব্বশরীরে ক্ষিপ্রসঞ্চারী, বলদ, আশাপ্রদ, পূর্ব্ব-পুরুষদিগের অপূর্ব্ব বীর্য্য, অমানব প্রতিভা ও দেবদুল্লভ অধ্যাত্মতত্ত্বকাহিনী।

বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমের রচনার সাথে পরিচিত থাকা কেউ যদি স্বামীজীর রচনার এই অংশটি হঠাৎ পড়েন, এবং তিনি যদি এর রচয়িতার বিষয়ে অবগত না হন, তাহলে এটি পড়ে তাঁর একথাই মনে হতে পারে যে, তিনি বোধহয় 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' বা 'দুর্গেশনন্দিনী'র অংশবিশেষ পড়ছেন। কিন্তু এরপরে স্বামীজীর এই লেখাই যে আবার কতটা স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠেছিল, একথার প্রমাণও কিন্তু তাঁর এই প্রবন্ধেই পাওয়া যায়। উদাহরণ নিম্নরূপ-'হে ভারত ভুলিও না; তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না তোমার উপাস্য উমানাথ সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর। খ হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল;আমি ভারতবাসী; বল; মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।'

সমালোচকদের মতে, প্রবন্ধটির এই অংশের ভাষায় যে প্রবাহ দেখতে পাওয়া যায়, সেটাই গুরুভার রচনা নীতির সমস্ত আড়ষ্টতাকে দূর করে দিয়েছে বলে লক্ষ্য করা যায়।

তবে বিবেকানন্দ শুধু যে সাবলীল সাধুগদ্য রচনা করেই তৃপ্ত ছিলেন না, বস্তুতঃ তিনিও যে বাঙালির কথ্যভাষাকেই বাংলা সাহিত্যের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, একথার ঐতিহাসিক প্রমাণস্বরূপ এখানে তাঁর 'পরিব্রাজক' নামক ভ্রমণ-গ্রন্থটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এতে তিনি চলতি ভাষাই ব্যবহার করেছিলেন বলে দেখতে পাওয়া যায়। এমনকি এবিষয়ে তখন তিনিও যে যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করেছিলেন, একথার ঐতিহাসিক পরিচয় তাঁর 'ভাববার কথা' নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের একজায়গায় তিনি এবিষয়ে বলেছিলেন, স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ, দুঃখ, ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতেই পারে না, সেই ভাব, ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার ক'রে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যেদিকে ফেরাও সেদিকে ফেরে, তেমন কোন তৈয়ারী ভাষা কোনও কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে;যেন সাফ ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর;আর যে কে সেই, একচোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা, সংস্কৃতের গদাই লস্করি চাল; ঐ একচাল;নকল ক'রে অস্বাভাবিক হ'য়ে যাচ্ছে।'

অন্যদিকে তিনি তাঁর 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে জাহাজে হাঙর-শিকারের যে সরস বর্ণনা দিয়েছিলেন, তা থেকে বাংলা ভাষা সম্পর্কে তাঁর সংস্কারমুক্ত ও প্রগতিশীল মনোভাবের পরিচয় পাওয়া সম্ভব। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে, বিংশ শতকে পদার্পন করবার আগেই স্বামী বিবেকানন্দ কিন্তু বাংলা গদ্য সাহিত্যের ভাষা নিয়ে এসব কথা বলেছিলেন। 'পরিব্রাজক' গ্রন্থ থেকে তাঁর লিখিত হাঙর শিকারের কিছুটা অংশের বর্ণনা নিম্নরূপ-সকালবেলা খাবার দাবার আগেই শোনা গেল যে, জাহাজের পেছনে বড় বড় হাঙর ভেসে বেড়াচ্ছে। জলজ্যান্ত হাঙর পূর্ব্বে আর কখন দেখা যায় নি;গতবারে আসবার সময়ে সুয়েজে জাহাজ অল্পক্ষণই ছিল, তা-ও আবার শহরের গায়ে। হাঙরের খবর শুনেই, আমরা তাড়াতাড়ি উপস্থিত। সেকেন্ড কেলাশটি জাহাজের পাছার উপর। সেই;ছাদ হ'তে বারান্দা ধরে কাতারে কাতারে স্ত্রী-পুরুষ, ছেলেমেয়ে ঝুঁকে হাঙর দেখেচে । আমরা যখন হাজির হলুম,..'

লেখক ঃ রানা চক্রবর্তী।

রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রেমিক শিল্পী গুলজার যে বাংলার রবীন্দ্র সঙ্গীত গায়কদের মতো বড় ভক্ত ছিলেন

বিশেষ প্রতিবেদক

বাঙালির থেকে বেশি রবীন্দ্রনাথ বোঝেন গুলজার। রবীন্দ্রসঙ্গীতের রিমেক নয়। সন্ধে নেমেছে মুম্বইয়ের রাস্তায়। সাদা পোশাকের সেই মানুষটি কলম চালাচ্ছেন খাতার সাদা পাতায়। খস খস শব্দ। মরচে ধরা পাতা পড়ছে, নাকি তৈরি হচ্ছে কোনও ইতিহাস?

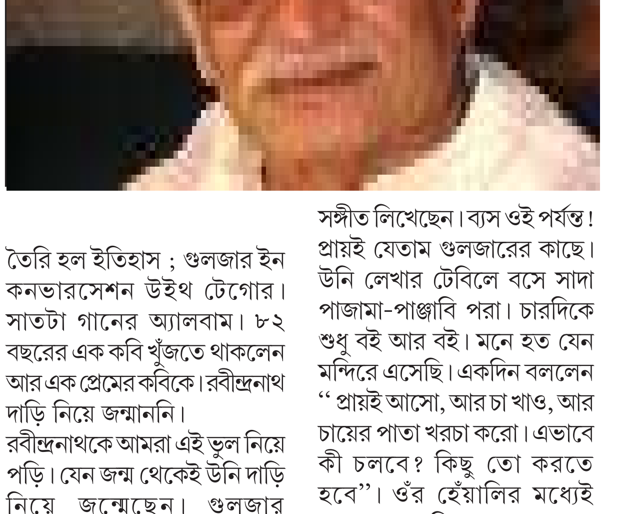

তৈরি হল ইতিহাস ; গুলজার ইন কনভারসেশন উইথ টেগোর। সাতটা গানের অ্যালবাম। ৮২ বছরের এক কবি খুঁজতে থাকলেন আর এক প্রেমের কবিকে। রবীন্দ্রনাথ দাড়ি নিয়ে জন্মাননি।

রবীন্দ্রনাথকে আমরা এই ভুল নিয়ে পড়ি। যেন জন্ম থেকেই উনি দাড়ি নিয়ে জন্মেছেন। গুলজার বলেছিলেন, ''টেগোর কো পড়তে হুয়ে হাম ইস ভুল মে রহতে হ্যায় কি টেগোর দাড়িকে সাথ হি প্যায়দা হুয়ে থে।'' তাই 'গীতাঞ্জলি'র কবি নয়। হ্যান্ডসাম, রোম্যান্টিক এক কবিকে আবার করে খোঁজার জন্য জড়ো হলাম আমরা। আমি, শ্রেয়া, শান। প্রথম সুজিত সরকারের 'ইঁহা'তে আমরা চারজনই ছিলাম। এ বার ফিরলাম রবীন্দ্রনাথ নিয়ে। টানা পাঁচ বছর ধরে চলেছে আমাদের এই কবিতা-গানের মেহফিল। গুলজার আফশোস করতেন, আমাদের দেশ সে ভাবে রবীন্দ্রনাথকে চিনল না, হিন্দিভাষীরা তো জানে উনি 'গীতাঞ্জলি' লিখে নোবেল পেয়েছেন। সেই নোবেল চুরি গেছে। আর রবীন্দ্রনাথ জাতীয় সঙ্গীত লিখেছেন। ব্যস ওই পর্যন্ত!

প্রায়ই যেতাম গুলজারের কাছে। উনি লেখার টেবিলে বসে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরা। চারদিকে শুধু বই আর বই। মনে হত যেন মন্দিরে এসেছি। একদিন বললেন '' প্রায়ই আসো, আর চা খাও, আর চায়ের পাতা খরচা করো। এভাবে কী চলবে? কিছু তো করতে হবে''। ওঁর হেঁয়ালির মধ্যেই আসল কথা লুকিয়ে থাকে। বুঝলাম কিছু একটা করতে চাইছেন। উনি পরে আরও পরিষ্কার করে বললেন, ''গুরুদেব তো আমাদের চাকরি খেয়ে নিয়েছেন। উনি সুরও দিয়েছেন, কথাও লিখেছেন। তোমার, আমার আর কী কাজ? চলো ওঁকে নিয়ে কিছু করি।'' দশ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' পড়ে থমকে গিয়েছিল এক কিশোর মন। বদলে গিয়েছিল জীবনকে দেখার চোখ। আড্ডায় একদিন বললেন; দেখিয়ে, টেগোর কিৎনে খামোশ সওয়াল করতে হ্যায় জিন্দেগি সেখ।

'খামোশ সওয়াল'! দুটো শব্দ যে পাশাপাশি যেতে পারে কোনও দিন ভেবে দেখিনি। গানের মধ্যে দিয়ে তো অনেক দেখেছি রবীন্দ্রনাথকে। এ বার গুলজারের ভাষায়, রবীন্দ্রনাথের সুরের সুতোগুলো খুলতে লাগল আমাদের সামনে। শান বলত, এত বার তো রবীন্দ্রনাথের গান গেয়েছি, কিন্তু কথাগুলো তো এ ভাবে ভিতরে ধাক্কা দেয়নি আগে। গুলজারই শিখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের গান পড়ে তার পর ওঁর অন্য লেখা পড়তে। বলতেন, ''উনকে গানা শুনো, উসকে বাদ ফিকশন, ড্রামা পড়ো।'' এতটা ডেডিকেশন আজকের ক'জন বাঙালির মধ্যে আছে? সন্দেহ হয়...মনে আছে, এক সন্ধেয় বাড়িতে বসে আছেন। যেতেই বললেন, আজ যা পেয়েছি, এত দিন ধরে এত লেখা পড়েছি অন্য কারও 'নাজাম'য়ে (লেখায়) আমি এই অনুভব খুঁজে পাইনি! কী আশ্চর্য। টেগোর কী সুন্দর বুঝিয়ে দিয়েছেন, ''জাহাঁ জাহাঁ জিন্দেগি কা দমন উসকে গুঞ্জায়িশ সে জাদা খিঁচা ওয়াহাঁ ওয়াহাঁ উসকি শাঁস ছুট গয়িদ। ফুল শুকিয়ে গেল কেন? কারণ প্রেমের চঞ্চলতায় আমি তাঁকে গলার মালা করে আঁকড়ে ধরেছি তাই সে মূর্ছা গেল।

নদী শুকিয়ে গেল কেন? তাকেও জোর করে আমার কাছে আটকে রাখতে চেয়েছি। তাই শুকিয়ে গেল।

গুলজার পড়ালেন নতুন পাঠ। যা চাইছি তাকে হাতের মুঠোয় বন্দি না করে যদি খোলা আকাশে মেলে ধরিখতবেই তাকে নিজের করে পাওয়া হল!

মাসে অন্তত দু'বার ওর পালি হিলসের 'বসকিয়ানা'তে পৌঁছে যেতাম। যত কাজই থাকুক, আমরা তিন জনে পাঁচ বছর ধরে মাসে অন্তত দু'বার ওঁর বাড়িতে যেতাম। উনি বলতেন, রবীন্দ্রনাথ অনেকের মধ্যে, অনেক কিছুর মধ্যে কাজ করতেন, সৃষ্টি করতেন। আমরাও যখন তাঁকে নিয়ে চর্চা করব কেউ একা একা আলাদা কাজ করব না। জমজমাট আড্ডা, খানাপিনার মধ্যে দিয়েই হইহই করে গানবাজনা করব। খানাপিনায় গুলজারের প্রিয় আলুসেদ্ধ ভাত। সরষের তেল থাকবেই। শ্রেয়া নানান রকম মাছ নিয়ে হাজির হতো।

ওই সময়গুলো যেন রূপকথার মতো ছিল। দেখতাম, এক জন কবি তাঁর আগের প্রজন্মের কবিকে কী ভাবে বুকে আঁকড়ে ধরে বাঁচছেন। এত বার ওঁর বাড়ি গেছি কিন্তু কোনও দিন রবীন্দ্রনাথের বই ছাড়া ওঁকে দেখিনি। রবীন্দ্রনাথ পড়বেন বলে বাংলা শিখেছিলেন। হেসে বলেছিলেন, ''শুধু কি তাই? বিয়েও তো করেছি বাঙালিকে।'' তবে এটাও বলতেন, ''আমার রবীন্দ্রসঙ্গীত শব্দটা উচ্চারণ নিয়ে জয়া (বচ্চন) এখনও ঠাট্টা করে। শুনে হেসে উঠতাম আমরা।

একদিন আমি ওঁর বাড়িতে হাজির। ওঁর টেবিলের উল্টো দিকে দুটো চেয়ার থাকে। আমি একটা চেয়ারে বসে আরেকটাতে গিটার রাখতেই উনি চেয়ার থেকে গিটারটা তুলে নিতে বললেন। আমি ভাবলাম কেউ বোধহয় আসবে। ওঁকে জিজ্ঞেস করতেই বললেন ''গিটার সরাও, চেয়ারে রবীন্দ্রনাথ বসে আছেন। শুনছেন আমরা কী করছি।'' এভাবেই ভাবতে শিখিয়েছিলেন গুলজার।

পাঠকদের দরবার সলিল চৌধুরী

বিশেষ প্রতিবেদক

১৯৫৮ সাল। আমেরিকার সাউথ ক্যালিফোর্নিয়ার লস এঞ্জেলেস শহরের একটি ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের দোকান। সেই সময় গোটা আমেরিকাতে এই একটি দোকানেই অথেনটিক ভারতীয় সাঙ্গীতিক বাদ্যযন্ত্র পাওয়া যেত। দোকানের মালিকের নাম ডেভিড বার্নার্ড। সেখানে একদিন বছর পঁয়তিরিশের এক ভারতীয় যুবক এলেন। পরণে অত্যন্ত সাধারণ পোষাক। বিক্রেতাদের তরফ থেকে কেউই বিশেষ আগ্রহ দেখালেন না তার প্রতি। নেহাৎ ভদ্রতার খাতিরে ক্রিস্টিনা নামের এক সেলসগার্ল এগিয়ে এলেন যুবকটির কাছে। যুবকটি সেতার দেখতে চাইলেন। ক্রিস্টিনা তাকে বহু সেতার দেখালেন। দেখতে দেখতে যুবকটি উঁচু তাকের ওপরে যত্নে সাজানো একটি সেতার দেখিয়ে বললেন, ঐ সেতারটা যদি একটু দেখান।

একে তো অনেক উঁচু শেলফের ওপর রাখা, নামানো ঝামেলা, তার ওপর অত্যন্ত দামী সেতার। ক্রিস্টিনা খুব একটা রাজী হলেন না। কিন্তু যুবকটির তখন শুধুমাত্র ঐ সেতারটির দিকেই নজর। তার শুধু ঐ সেতারটিই চাই। মালিক ডেভিড বার্নার্ড এগিয়ে এলেন। তার নির্দেশে সেতার নামানো হল। ক্রিস্টিনা অবহেলাভরে জানালেন, এই সেতারের নাম সেতার। যে কোন সেতারবাদকের পক্ষে এ সেতার বাজানো সম্ভব নয়। খুব বড় বড় সঙ্গীতানুষ্ঠানেই এই ধরণের সেতার ব্যবহার করা হয়। যুবকটি তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, আপনারা একে নামে জানতে পারেন, ভারতে এই সেতারকে সুরবাহার বলা হয়। আচ্ছা, আমি কি এটা একবার বাজিয়ে দেখতে পারি? ডেভিড যুবকটির অনুরোধ রাখলেন। অনুমতি মিলল। সেতারের তার বাঁধা হল। টিউন করা হল। যুবকটি সেতার বাজাতে বসলেন।

একে একে দোকানের সব কাজ ফেলে জড়ো হতে লাগলেন সবাই। ক্রেতারা সব ভুলে ঘিরে ধরলেন যুবকটিকে। আলাপ, জোড়, ঝালার শেষে একটা সময় যুবকটি তাকিয়ে দেখলেন সম্মীলিত স্তম্ভিত জনতা নিষ্পলক তাকিয়ে আছেন তার দিকে। তারা নড়তে ভুলে গেছেন। ধীরে ধীরে হাততালিতে ভরে উঠল জায়গাটা।

যুবকটিও পরিতৃপ্ত। তিনি সেতারটি কিনতে চাইলে স্বয়ং ডেভিড এগিয়ে এলেন তার কাছে। এসে বললেন, 'তুমি কে ভাই? আমি রবিশঙ্করের সেতার শুনেছি। ওনার মতো সেতার কেউ বাজাতে পারেন না। কিন্তু তুমি রবিশঙ্করের চেয়ে কোন অংশে কম নও। আমি তোমাকে বিক্রি করতে পারব না। এই সেতার আমি তোমাকে উপহার দিলাম'।

সেতার নিয়ে বেরিয়ে আসার মুহূর্তে পথ আগলে দাঁড়ালেন ক্রিস্টিনা। তিনি বাষ্পরুদ্ধ গলায় বললেন, 'আমি তোমায় ভুল বুঝেছিলাম। কিন্তু তুমি সত্যিই এই সেতারের যোগ্য শিল্পী। তুমি তোমার দেশে ফিরে যাবে, জানি। এটাও জানি, আর কোনোদিন আমাদের দেখা হবে না। তাই এই শেষ মুহূর্তে আমার একটা অনুরোধ রাখো। এই এক ডলারের নোটের ওপর তুমি নিজের নাম লিখে দিয়ে যাও, যাতে সেটা সারাজীবন আমার সাথে রাখতে পারি'।

যুবকটি অল্প হেসে ক্রিস্টিনার এক ডলারের নোটের ওপর নিজের নাম লিখে দিলেন... সলিল চৌধুরী। ভারতের বহু শিল্পী রয়েছেন যাঁরা এখনও অপরিচিত।

নেতাজি এক্সপ্রেসের উন্নয়নের মাধ্যমে পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশন একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক অর্জন করেছে

কলকাতা, ১৫ জুলাই ঃ ১৪.০৭.২০২৫ তারিখে হাওড়া বিভাগীয় রেল ব্যবস্থাপক শ্রী সঞ্জীব কুমারের অনুপ্রেরণায় পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশন গর্বের সাথে একটি স্মরণীয় উপলক্ষ্য উদ্‌যাপন করেছে কারণ ট্রেন নং ১২৩১১/১২৩১২, নেতাজি এক্সপ্রেস (পূর্বে ঐতিহাসিক কালকা মেল নামে পরিচিত), তার ১৬০ বছরেরও বেশি গৌরবময় পরিষেবায় একটি উল্লেখযোগ্য রূপান্তর চিহ্নিত করেছে। আধুনিক ভারতের প্রাচীনতম ধারাবাহিকভাবে চলমান ট্রেন হিসেবে স্বীকৃত এই আইকনিক ট্রেনটি এখন নবনির্মিত এলএইচবি (লিংকে হফম্যান বুশ) ধরণের কোচ দিয়ে চলে, যা পুরনো আইসিএফ কোচগুলিকে প্রতিস্থাপন করে আরাম, সুরক্ষা এবং নান্দনিকতার এক নতুন যুগের সূচনা করে। আধুনিক এলএইচবি কোচগুলি যাত্রীদের অভিজ্ঞতা উন্নত করার জন্য অনেক উন্নতি নিয়ে আসে। এয়ার স্প্রিং, উন্নত অভ্যন্তরীণ সুযোগ-সুবিধা এবং হুইল স্লাইড সুরক্ষা, অগ্নি সনাক্তকরণ ব্যবস্থা এবং ইলেকট্রনিক প্রেসারাইজড ফ্লাশিং ইউনিটের মতো উন্নত বৈশিষ্ট্যযুক্ত, এই কোচগুলি সকলের জন্য একটি নিরাপদ এবং আরও আরামদায়ক ভ্রমণ প্রদান করে। এই পরিবর্তনগুলি যাত্রীদের নিরাপত্তা, উদ্ভাবন এবং ভ্রমণ অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির প্রতি ভারতীয় রেলের অব্যাহত প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে।

হাওড়া স্টেশনে একটি বিশেষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে হাওড়া বিভাগের সটিং ইয়ার্ড কোচিং কমপ্লেক্স দ্বারা সুন্দরভাবে সজ্জিত ২২ টি কোচের নবনির্মিত রেকটি আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হয়েছিল। ভারতীয় রেলের জন-প্রথম দৃষ্টিভঙ্গির প্রতীকী অঙ্গভঙ্গিতে, একজন তরুণ যাত্রী কেক কাটা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন, যা অন্তর্ভুক্তি এবং জাতির প্রতি সেবার চেতনা প্রতিফলিত করে। অনুষ্ঠানটি হাওড়ার সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার (সিনিয়র ডিসিএম), শ্রী অভিনব বনসাল, সিনিয়র ডিভিশনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (সিনিয়র ডিএমই সিএন্ডডব্লিউ, ট্রেন সেট), শ্রী পৃথ্বীশ হালদার, কোচিং ডিপো অফিসার/ সটিং ইয়ার্ড/ হাওড়া সহ অন্যান্য রেলওয়ে কর্মকর্তা ও কর্মীদের উপস্থিতিতে শোভা পায়। ঐতিহাসিক শ্রদ্ধার ছোঁয়া যোগ করে, H1 কোচটি (LWFAC হিসাবে চিহ্নিত) ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বিশেষভাবে সজ্জিত করা হয়েছিল। উভয় প্রবেশপথের প্যানেল দেওয়ালে নেতাজির জীবন এবং গোমোহ থেকে দিল্লি পর্যন্ত কালকা মেলে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ যাত্রার চিত্র রয়েছে। করিডোরের ভিতরে, হাওড়া থেকে কালকা পর্যন্ত একটি রুট ম্যাপ শৈল্পিকভাবে ডিজাইন করা হয়েছে, যা প্রধান স্টেশনগুলি প্রদর্শন করে এবং ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় ঐতিহ্যবাহী মূল্য যোগ করে। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর উত্তরাধিকারকে সম্মান জানাতে, রেলপথ মন্ত্রক ২৩ জানুয়ারী ২০২১ থেকে ট্রেন নম্বর ১২৩১১ / ১২৩১২ হাওড়া-কালকা মেলকে নেতাজি এক্সপ্রেস নামে নামকরণ করেছে, যা তাঁর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এবং তাঁর স্থায়ী উত্তরাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। এই আপগ্রেড কেবল ট্রেনের প্রযুক্তিগত প্রোফাইলকেই উন্নত করে না বরং এর সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারকেও পুনরুজ্জীবিত করে - নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর মতো স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্মান জানানো এবং ভারতীয় রেলের ঐতিহ্যের মাধ্যমে প্রজন্মকে সংযুক্ত করে। চালু করা আধুনিক বৈশিষ্ট্যগুলির লক্ষ্য যাত্রীদের আরাম, নিরাপত্তা এবং সামগ্রিক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করা।

বর্ধমান উন্নয়ন সংস্থার নতুন চেয়ারপার্সন হিসাবে দায়িত্ব পেলেন উজ্জ্বল প্রামাণিক

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৫ জুলাই ঃ বর্ধমান উন্নয়ন সংস্থার (বিডিএ) নতুন চেয়ারপার্সন হিসেবে দায়িত্ব পেলেন জামালপুরের প্রাক্তন বিধায়ক ও পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের প্রাক্তন মেন্টর উজ্জ্বল প্রামাণিক। মঙ্গলবার রাজ্য সরকারের পৌর বিষয়ক দপ্তরের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে তার নাম ঘোষণা করা হয়। দীর্ঘদিনের তৃণমূল নেতা উজ্জ্বল প্রামাণিকের এই নিয়োগে জেলায় খুশির হাওয়া বইছে, বিশেষ করে আদি তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে। একসময় বিধায়ক ও পরিষদীয় সচিব পদে দায়িত্ব পালন করলেও, ২০১৬ সালে জামালপুর বিধানসভা কেন্দ্রে মাত্র স্বল্প ভোটে পরাজয়ের পর থেকে প্রশাসনিক কোনও গুরুত্বপূর্ণ পদ সেইভাবে তাকে দেওয়া হয় নি । যদিও তার অনুগামীরা মনে করেন, সেই পরাজয়ের পেছনে স্থানীয় এক প্রভাবশালী নেতার ভূমিকা ছিল। এরপর ২০২১-এও তিনি দলীয় টিকিট থেকে বঞ্চিত হন। তবে কোনও দিনই তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মুখ খোলেননি উজ্জ্বলবাবু। একনিষ্ঠ দলীয় সৈনিক হিসেবে দলীয় বিভিন্ন কর্মসূচিতে তিনি সক্রিয় থেকেছেন, যখন অনেক তৃণমূল নেতাই অন্য দলে যোগাযোগ রেখেছিলেন। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই নিষ্ঠার স্বীকৃতিস্বরূপই এবার তাকে বিডিএ-র চেয়ারপার্সন পদে বসানো হলো। প্রসঙ্গত, আগের চেয়ারপার্সন কাকলি তা গুপ্ত এক মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর পদত্যাগ করেন এবং বিডিএ-র বোর্ড ভেঙে দেওয়া হয়। তার পরবর্তী মাসখানেক সংস্থাটি কার্যত অভিভাবকহীন হয়ে পড়ে। শাসক দল কাকে নতুন চেয়ারপার্সন করবেন, তা নিয়ে চলছিল জল্পনা। মঙ্গলবার সেই জল্পনার অবসান ঘটে।

NOTICE INVITING E-TENDER
No. 03, Dated: 11/07/2025

The Prodhan Chaktentul Gram Panchayat invites e-tender on behalf of Chaktentu Gram Panchavat, Purba Bardhaman for the work of Const. of PCC Road at 3(Three) different places. Date of closing of submission of Technical & Financial Bid. (Online): **21/07/2025 up to 15.00 IST.** Date of opening or Technical Bid: **23/07/2023 up to 15.00 IST.** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Chaktentul Gram Panchayat.

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল খুসবু সিং, স্বামী-রুপেশ কুমার সিং পাওয়ার অফ অ্যাটার্নী দ্বারা দলিল করে ২ কাঠা জমি ক্রয় করেন। দাতা বসন মালিক, পিতা- সাধন মালিক, আমমোক্তার ১) রাম কুমার গুপ্তা, পিতা-প্রবিত্র গুপ্তা, ২) রঞ্জিত প্রসাদ গুপ্তা, পিতা-রাম নারায়ন গুপ্তা, ATTORNEY DEED NO-050209540/2022-A.D.S.R-HOWRAH, মৌজা-চকপাড়া, জে. এল নং-১১১, খতিয়ান নং-২৫৮৪, দাগ নং-১৩১৮, থানা-লিলুয়া, বর্তমানে মিউটেশনের জন্য আবেদন করেছেন যাহার কেস নং-MN/2025/0503/6956. যদি কারোর কোন আপত্তি থাকে তাহলে বেলুড় বাজার বালি জগাছা (B.L & L.R.O.) অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করতে হবে।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল পুর্নীমা রায়, ওরফে পূর্নিমা সাহু ওরফে পূর্নিমা সাহু রায়, স্বামী-সুশীল রায় ও পিতা- মৃত হরিহর প্রসাদ সাহু, সাং- ভোওর, পোঃ ও থানা-কুমারগঞ্জ, জেলা-দক্ষিন দিনাজপুর, গত ইং ২৩.০৪.১৯৯৭ তারিখে কুমারগঞ্জ ADSR অফিসে ১২ / ১৯৯৭ নং General Power of Attorney সম্পাদন করিয়া সাফানগর, সাহাজাদপুর, বালুপাড়া, কুমারগঞ্জ এবং ভোওর মৌজার সম্পত্তি রনজিৎ সাহু, পিতা-মৃত হরিহর প্রসাদ সাহ, সাকিন- ভোওর, পোঃ ও থানা- কুমারগঞ্জ, জেলা-দক্ষিন দিনাজপুর কে দেখাশুনা এবং বিক্রয়ের নিমিত্তে ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলাম। আমি অদ্য ইং ১৫।০৭।২০২৫ তারিখে DSR Dakshin Dinajpur Office এ রেজিস্ট্রিকৃত ৩৪/২০২৫ নং 'Revocation of Power of Attorney' মূলে আমমোক্তারনামাটি বাতিল করিলাম। উক্ত রনজিৎ সাহুর আমার সম্পত্তির কোন অংশ বিক্রয়ের ক্ষমতা রহিলনা। যদি কোন ব্যক্তি তাহার নিকট হইতে অদ্য কার তারিখের পরে সম্পত্তি খরিদ করেন তাহার জন্য আমি দায়বদ্ধ থাকিব না।

Bidyut Kumar Roy
Advocate
Reg. No. WB/945/1989
District Judges' Court Balurghat,
Dakshin Dinajpur
E-mail: bkreyadvocate@gmail.com
Mob. 9434187724

OFFICE OF THE HARIPAL PANCHAYAT SAMITY
HARIPAL, HOOGHLY, PIN 712405
TENDER NOTICE

The Executive officer, Haripal Panchayat Samity, Hooghly invites E-Tender in on percentage basis in the prescribed form for One (01) nos. works vide **E-NIT No: 13/E.O/HPS/2025-2026** For more information visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Officer
Haripal Panchayat Samity

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখঃ ১৪.০৭.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **টেন্ডার নং.ঃ টিএন-৮৭-২৫-২৬। কাজের নামঃ** (i) সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস্/বনগাঁর অধীনে সিমেন্ট কংক্রীটিং সহ বিভূতি ভূষণ হল্ট (প্ল্যাটফর্ম ১ এবং ২), সংহতি (প্ল্যাটফর্ম ২) এবং মধ্যমপুর (প্ল্যাটফর্ম ১)(মোট=০৪টি)-তে প্ল্যাটফর্ম উঁচু করা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। (ii) সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস্/বনগাঁর অধীনে সিমেন্ট কংক্রীটিং সহ দত্তপুকুর (প্ল্যাটফর্ম ২ এবং ৩), বিজেডআরএ (প্ল্যাটফর্ম ২) এবং অশোকনগর রোড (প্ল্যাটফর্ম ২)(মোট=০৪টি)-তে প্ল্যাটফর্ম উঁচু করা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। (iii) শিয়ালদহ ডিভিসনের সকল রোড ওভারব্রিজে ট্র্যাকশন গার্ড/সেফ্‌টি স্ক্রিন এবং অ্যান্টি ক্র্যাশ ব্যারিয়ারের ব্যবস্থা (ফেজ-II)। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৪,০৯,১৬,৫৬১.১৬ টাকা, **ইএমডিঃ** ৩,৫৪,৬০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১২(বারো) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০৮.০৮.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ০৮.০৮.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে বিডিং জমা করতে হবে। ম্যানুয়াল অফার সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে। ইন্ডিয়ান রেলওয়ে স্ট্যান্ডার্ড জেনারেল কন্ডিশনস্ অফ কন্ট্র্যাক্ট ২০২২ অনুযায়ী ই-টেন্ডার ফর্মের মূল্য শূন্য।

SDAH-122/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

JANGIPUR MUNICIPALITY
P.O.Raghunathganj, Dist Murshidabad
e-TENDER NOTICE

NIeT No: MAD/ULB/JM/15FC/NIQ1/25-26(1st Call), e-Tender are invited by the Executive Officer, Jangipur Municipality, from the eligible bidder for Supply and delivery at site 2 (Two) number of Hydraulic Garbage Trolley, Tender ID: 2025_MAD_877601_1, Publish Date: 16/07/2025 at 10:00 IST, Bid Submission Start date (Online): 15/07/2025 at 12:00 IST and Bid Submission Closing date(Online): 31/07/2025 at 18:00 IST. The detail e-Tender notice may be seen **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-Chairman
Jangipur Municipality

বর্ষা এবং শীতের মৌসমে পেট্রোলিং

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ৬১/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ১১-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেণ্ডার সংখ্যা. ২৭-এপি-I-২০২৫। কাজের নামঃ** ২৪ মাসের এক সময়সীমার জন্যে এডিইএন/II/নিউ কোচবিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে বর্ষা এবং শীতের মৌসমে পেট্রোলিং। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১,৩৭,৪৮,৮৭৯.৪৯/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,১৮,৮০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ০৪-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ০৪-০৮-২০২৫ তারিখের **১৫.৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

নলহাটি ২ নম্বর ব্লকের বিস্তীর্ণ গ্রামে বন্যার আশঙ্কা, প্রশাসন তৎপর

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১৫ জুলাই ঃ ঝাড়খণ্ডে বৃষ্টির জেরে ব্রহ্মাণী নদীতে এমনিতেই জল টইটুম্বুর। তার উপর মঙ্গলবার সকালেই বৈধরা ড্যাম থেকে ২২ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়। এরফলে নলহাটি দুই ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকায় বন্যার আশঙ্কা। সকাল থেকেই নলহাটি দুই ব্লকের ভিডিও রজতরঞ্জন দাস বিভিন্ন এলাকায় নজরদারি করছেন। এলাকায় রয়েছেন ইরিগেশন দপ্তরের ইঞ্জিনিয়াররা। ভিডিও রজত রঞ্জন দাস জানিয়েছেন, আমরা মানুষজনকে সতর্ক করেছি। প্রয়োজনে নিরাপদ জায়গায় শিফট করা হবে তাদের। সবরকম ত্রাণ থেকে নিরাপত্তা মূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কোন চিন্তার কারণ নেই। নদী বাঁধ অটুট আছে। জানা গেছে, বাড়িঘরের বড়সড় ক্ষয়ক্ষতি না হলেও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে চাষের। ধান ও তুঁত চাষের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। খবর পেয়ে অবশ্য এলাকায় যান প্রশাসনিক আধিকারিকরা। ইতিমধ্যে তারা গ্রামের মানুষকে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের নলহাটি ২ ব্লকের শীতলগ্রাম পঞ্চায়েতের প্রসাদপুর ও বারুনিঘাটার মাঝে ব্রাহ্মণী নদীতে। মঙ্গলবার সকালের দিকে এলাকার রাস্তা দিয়ে জল প্রবাহিত হয়। দেবগ্রামের নিচু এলাকাগুলোয় জল ঢুকে পড়ে বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি করে । আকালিপুর, ভদ্র পুর, শীতলগ্রাম, প্রসাদপুর, কুন্দপাড়া, কামালপুর, বারুণীঘাটা, সাহেবনগর, ছেতুনকান্দি, কৃষ্ণপুরের, বলরামপুর সহ বেশ কিছু গ্রাম এখনো আতঙ্কে। মোহাম্মদ রফিক উদ্দিন আহমেদ, লাল শেখ এবং মদিনা বিবিরা বলেন, ২০০০ সালের পর এইরকম জলের স্রোত দেখছি। বাঁধ ভাঙলে সব সর্বনাশ হয়ে যাবে। এমনিতেই যে ধান পোঁতা হয়েছিল তা মাঠেই পঁচে যাবে। প্রসাদপুর গ্রামের বাসিন্দা সাগরিকা সেনগুপ্ত, দেবব্রত মণ্ডলরাও একই কথা বলেন। গ্রামের বাসিন্দারা আতঙ্কে বাড়ির নিচের জিনিসপত্র একটু উঁচু স্থানে সরিয়ে নিয়ে জেতে শুরু করেছে। জল দ্রুত নেমে না গেলে চাষের ব্যাপক ক্ষতি হবে। ভদ্রপুর ১ পঞ্চায়েত প্রধান মানসী মন্ডল বলেন, খবর পেয়ে গ্রামে গ্রামে গিয়েছিলাম। আমরা গ্রামের মানুষকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা প্রস্তুত রেখেছি।

নকল লটারির টিকিট বিক্রির অভিযোগে গ্রেফতার ১

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৫ জুলাই ঃ পুলিশ সূত্রে খবর,পূর্ব মেদিনীপুরের দিঘার গোবরা এলাকার বাসিন্দা সিদ্ধার্থ মণ্ডল নামে একজনের কাছ থেকে জুলাই মাসের ১২ ও ১৩ তারিখে লটারির টিকিট কেনেন পান্ডুয়ার খারাজিপাড়া এলাকার এক বাসিন্দা। পান্ডুয়া ষ্টেশন সংলগ্ন টোটো স্ট্যান্ড থেকে লটারির নকল টিকিট বিক্রির অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পান্ডুয়া থানার পুলিশ। ওই ব্যক্তির অভিযোগ, সেই লটারির কোনও ফলাফল ওয়েবসাইটে খুঁজে পাননি তিনি। নাম্বার স্ক্যান করেও লটারির কোনও বৈধ তথ্য পাওয়া যায়নি। এরপরেই সোমবার রাতে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই ব্যক্তি। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্তে নেমে মঙ্গলবার সিদ্ধার্থকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃত ব্যক্তি কোথা থেকে লটারি কিনতেন, এই ঘটনার সাথে আর কেউ জড়িত কিনা তা এখনও জানা যায়নি। ঘটনার তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

জাল আধার কার্ড তৈরিতে অভিযুক্ত তিন যুবক, গ্রেফতার দুই

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১৫ জুলাই ঃ জাল আধার কার্ড তৈরি করার অভিযোগে বীরভূমের তিন যুবককে সন্দেহবশত তিন জিজ্ঞাসাবাদ করলো এসটিএফ। তাদের মধ্যে দুই জনকে গ্রেফতার করে কলকাতাতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে বিধাননগর আদালতে তুলে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশি হেফাজতে নিয়েছে এসটিএফ। জানা গেছে, এসটিএফের দুর্নীতি দমন শাখা এই ধৃতদের কাছ থেকে বেশ কিছু নথি পেয়েছে। সূত্র অনুযায়ী জানা গেছে, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য জাল আধার কার্ড তৈরিতে তাদের সন্দেহ করা হয়েছে। জানা গেছে, বোলপুর শ্রীনিকেতন ব্লকের সাত্তোর পঞ্চায়েতের পাড়ুই থানার কেন্দ্রডাঙাল গ্রামের মুন্না শেখ ওরফে আব্দুস কুদ্দুসকে রবিবার বোলপুর স্টেশন থেকে আটক করে এসটিএফ। তারপরে সেদিন গভীর রাতে কেন্দ্রডাঙাল গ্রামে তার বাড়ির সংলগ্ন দোকানে ভোররাত পর্যন্ত তল্লাশি চালানো হয়। সেখান থেকে একাধিক ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন, প্রিন্টার মেশিন সহ একাধিক নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়। তার সাথেই একই এলাকার যাদবপুর গ্রামের মিরাজ শেখ নামে এক যুবককেও ওই রাতেই গ্রেফতার করা হয়। তার বিরুদ্ধেও জাল আধার কার্ড তৈরির অভিযোগ রয়েছে। ইতিমধ্যেই তাদেরকে বিধাননগর আদালতে তোলা হলে বিচারক দুইজনেরই সাত দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। অন্যদিকে, গ্রেফতার হওয়া দুই যুবকের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল বোলপুরেরই জামবুনির একটি সাইবার ক্যাফের। সেই ক্যাফে মালিক ইমরান আহমেদের ল্যাপটপ বাজেয়াপ্ত করেছে এসটিএফ। পাশাপাশি তার দোকানেও কয়েকঘন্টা ধরে তল্লাশি চালানো হয়েছে। সেখান থেকেও বিভিন্ন নথি নিয়ে গেছে তদন্তকারী আধিকারিকরা। তবে শুধুমাত্র আধার কার্ড নয় তাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় নাগরিকত্বের সচিত্র পরিচয়পত্র তৈরীর ও অভিযোগ রয়েছে। অন্যদিকে, চাঞ্চল্যকর ভাবে জানা গেছে, কিছুদিন আগে বাংলাদেশের কয়েকজন নাগরিক শেখ মুন্নার কাছে এসেছিল আধার কার্ড তৈরি করতে। সেই সূত্র ধরেই অভিযান চালায় এসটিএফ। স্বাভাবিকভাবেই বোলপুরে এমন উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। যদিও মুন্না শেখের পরিবারের দাবি তাদের পরিবারের ছেলে কোনোভাবেই বেআইনি কাজে যুক্ত নয়। তবে সে অনলাইন বিভিন্ন রকম কাজকর্ম করতো। একইভাবে মিরাজ শেখের পরিবারের দাবি, বোলপুরে একটি সাইবার ক্যাফেতে কাজ করত সে কিন্তু কি করত তা কেউই জানে না। এছাড়াও বোলপুরের সাইবার ক্যাফের মালিক ইমরান আহমেদের দাবি, আমার দোকানে এসেছিলেন তদন্তকারীরা। ব্যক্তিগত ল্যাপটপ বাজেয়াপ্ত করেছে আমি তদন্ত সবরকম সাহায্য করবো।

ডিব্রুগড় ও নাহরলগুন পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন বৈদ্যুতিক ট্র্যাকশন চালু

মালিগাঁও, ১৫ জুলাই ঃ আধুনিকীকরণ এবং স্থায়িত্বর দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে উত্তর পূর্বের দুটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন - ডিব্রুগড় এবং নাহরলগুন পর্যন্ত সফলভাবে নিরবচ্ছিন্ন এন্ড-টু-এন্ড বৈদ্যুতিক ট্র্যাকশন লাভ করেছে।

এই রূপান্তরমূলক উন্নয়ন ব্রহ্মপুত্র নদীর উত্তর ও দক্ষিণ উভয় তীরে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বৈদ্যুতিকরণের প্রচেষ্টায় একটি বড় সাফল্য। ডিব্রুগড় রাজধানী এক্সপ্রেস এবং অরুণাচল এসি এক্সপ্রেসের মতো গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনগুলি এখন নতুন বৈদ্যুতিকৃত রুটগুলির মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে বৈদ্যুতিক ট্র্যাকশনে চলতে শুরু করেছে, যার মধ্যে রয়েছে উত্তর তীরে রঙিয়া - রাঙাপাড়া নর্থ - নর্থ লখিমপুর সেকশন। এছাড়াও, শিবসাগর রুটে বৈদ্যুতিক চলাচল শুরু হয়েছে, যার ফলে মরানহাট হয়ে ডিব্রুগড়, উত্তর তীর এবং তিনসুকিয়া হয়ে দক্ষিণ তীর - তিনটি প্রধান রুটই এখন সম্পূর্ণরূপে বৈদ্যুতিকরণ হয়েছে। এই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আপ্রাণ প্রচেষ্টার মাধ্যমে, যারা চ্যালেঞ্জিং রুটগুলিতে এই জটিল বৈদ্যুতিকরণ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করেছে। এই সেকশনে আধুনিক ডব্লিউএপি-৭ বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভগুলির বাধাহীন পরিচালন রঙিয়া, লামডিং এবং তিনসুকিয়া ডিভিশনের টিমের অপারেশনাল প্রস্তুতি এবং সমন্বয়কে তুলে ধরে। তিনসুকিয়া সেকশনের বৈদ্যুতিকরণের ফলে, বিশেষ করে দক্ষিণ তীর, ট্রেন চলাচলে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। ডিজেল থেকে বৈদ্যুতিক ট্র্যাকশনে রূপান্তরের মাধ্যমে সময়ানুবর্তিতা এবং গতিতে লক্ষণীয় অগ্রগতি হয়েছে, পরিষেবার নির্ভরযোগ্যতা উন্নত হয়েছে এবং চলাচল খরচে যথেষ্ট সাশ্রয় হয়েছে। এই পরিবর্তন জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরতা হ্রাস করে এবং কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করে পরিবেশগত স্থায়িত্বের ক্ষেত্রেও অবদান রাখে। এই উন্নয়ন এই অঞ্চলের জন্য একটি বড় পদক্ষেপ এবং ভারতীয় রেলওয়ের ১০০ বৈদ্যুতিকরণ এবং নেট-জিরো কার্বন নির্গমন অর্জনের বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গির অনুরূপ।

মেমারিতে 'সবুজ বাঁচাও' শ্লোগানে অরণ্য সপ্তাহের সূচনা

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৫ জুলাই ঃ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহ্বানে পূর্ব বর্ধমানেও শুরু হলো বনমহোৎসব। মঙ্গলবার মেমারি-১ ব্লক পঞ্চায়েত সমিতি প্রাঙ্গণে সবুজ বাঁচাও, সবুজ দেখাও, সবুজের মাঝে বিবেক জাগাও শ্লোগানকে সামনে রেখে এই উৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামা প্রসন্ন লোহার, সহকারী সভাধিপতি গার্গি নাহা, জেলাশাসক আয়েষা রানী এ, পুলিশ সুপার সায়ক দাস, বন ও ভূমি সংস্কার স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ নিত্যানন্দ ব্যানার্জী, শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ শান্তনু কোনার এবং বনবিভাগের ডিএফও সঞ্চিতা শর্মা। অনুষ্ঠানের সূচনায় এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়, যা মেমারি শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন মন্ত্রী, আধিকারিক এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা। পরে শিশুদের মাধ্যমে চারারোপণ করে পরিবেশ রক্ষায় সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান স্বপন দেবনাথ। এদিকে সোমবারই বর্ধমানের গোলাপবাগে বন বিভাগের দপ্তরে ডিএফও সঞ্চিতা শর্মা বনমহোৎসবের সূচনা করেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা বিতরণ করা হয়। তিনি জানান, ১৪ থেকে ২০ জুলাই পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী এই উৎসব চলবে।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ এনআইটি/০২/২৫/৪৪, তারিখঃ ১৪.০৭.২০২৫। প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১, পূর্ব রেলওয়ে নিম্নলিখিত আইটেম সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **[ক] ক্রমিক নং.; টেন্ডার নং.; বিবরণ; ইএমডিঃ (১); ১৬২৫১১৩৯;** ট্রান্সভার্স বন্ড তৎসহ ৪০x৬ মিমি এমএস ফ্ল্যাট (৪ মিটার লম্বা); ১১৩৩৪০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৮.০৭.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২); ০৬২৫১৬৫৩এ;** কিউআর কোড থার্মাল পেপার টিকিট রোল ইত্যাদি সহ এটিভিএম-এর প্রাপ্যতা; ৪৩০৯৩০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৯.০৭.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৩); ০৫২৫১১৭৬;** আইএসঃ ৩০৮/২০২৪, চতুর্থ রিভিসন অনুযায়ী গ্যাস অ্যাসিটিলিন ডিজলভড্-এর প্রাপ্যতা; ২০০০০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ৩০.০৭.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৪); ২১২৫১৫২২;** বিওএক্সএন এইচএল/বিসিএনএইচএল-এর জন্য ড্রাফ্‌ট গিয়ার ইত্যাদি; ১১৮০০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০১.০৮.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৫); ১৫২৪৫০২৮ডি;** রোটারি স্ক্রু ইলেক্ট্রিক্যাল ড্রাইভেন এয়ার-কম্প্রেসর, ক্যাপাসিটি-৩০০ সিএফএম সরবরাহ, স্থাপন ও চালুকরণ; ১২৬০২০ টাকা। **(৬); ২১২৫১১২২ ;** বোলস্টার স্প্রিং ইনার ইত্যাদি; ১২৪৬৬০ টাকা। **(৭); ২১২৫১৫৯৭;** বিওএক্সএনএইচএল ওয়াগনের জন্য আনকাপলিং গিয়ার অ্যারেঞ্জমেন্টের জন্য কাপলার রডের প্রাপ্যতা ইত্যাদি; ১০৮৭২০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৪.০৮.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। (ক্রমিক নং ৫, ৬ এবং ৭-এর জন্য)। **(৮); ২১২৫১২৫১;** বিওএক্সএন ওয়াগনের জন্য টপ সাইড বিয়ারার লাইনার ইত্যাদি; ৪১৬৬৯০ টাকা। **(৯); ২১২৫১৩৯৩;** নন-অ্যাসবেসটস এল টাইপ কম্পোজিট ব্রেক ব্লকের প্রাপ্যতা; ৯৮১৭০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৫.০৮.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। (ক্রমিক নং ৮ এবং ৯-এর জন্য)। **(১০); ০৬২৫১৬৫২এ;** ইউটিএস থার্মাল পেপার টিকিট রোলের প্রাপ্যতা; ২০০০০০০ টাকা। **(১১); ১৫২৩৫০৫৬ই;** কয়েল স্প্রিং স্ক্র্যাগিং এবং লোড ডিফ্লেকশনের প্রাপ্যতা ; ২৩১৫২০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৬.০৮.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। (ক্রমিক নং ১০ এবং ১১-এর জন্য)। **(১২); ১৪২৫৫১৩৮;** আরডিএসও স্পেসি. নং. আরডিএসও/এসপিএন/১৭৭/২০১২ ভার.৩ ইত্যাদি অনুযায়ী ডুয়াল সেন্সর সিস্টেম সহ হাই অ্যাভেলেবিলিটি সিংগল সেকশন ডিজিটাল অ্যাক্সল কাউন্টার (এইচএএসএসডিএসি) সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষণ এবং চালুকরণ; ২৭৬২৪০ টাকা। **(১৩); ২১২৫১০২৯;** হাউজিং ব্যতীত এনএলবি বোগীর জন্য কনস্ট্যান্ট কন্ট্যাক্ট পলিইউরেথেন সাইড বিয়ারার প্যাড "ডিজাইন-বি" ইত্যাদি; ১৬৩৫৭০০ টাকা। **(১৪); ২১২৫১৩৭০;** ক্যাসনাব ২২ এইচএস বোগীর জন্য কাস্ট স্টিল বোলস্টার ইত্যাদি; ১৫৫৬৫৩০ টাকা। **(১৫); ২১২৫১৩৭৮এ;** আরডিএসও ড্রইং নং. এসকে-৬২৭২৪ অনুযায়ী ইয়োক ইত্যাদি; ২০০০০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৭.০৮.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। (ক্রমিক নং ১২, ১৩, ১৪ এবং ১৫-এর জন্য)। **(১৬); ১৪২৫১০৩১;** আইআরএসঃ এস-৮৮-২০০৪ (সাম্প্রতিকতম সংশোধনী সহ, যদি থাকে) অনুযায়ী ট্রান্সপারেন্ট (পলিপ্রপিলিন)/হার্ড রাবার কন্টেনারে লেড অ্যাসিড সেল, লো মেন্টেন্যান্স, ২ ভোল্ট-এর প্রাপ্যতা। সেলটি রাবার বক্সেস (অথবা স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী), টিউবিউলার পজিটিভ প্লেট, পেস্টেড নেগেটিভ প্লেট, অ্যাসিড লেভেল ইন্ডিকেটিং ফ্লোটস্ ইন্টার-সেল কানেক্টর উইদ বোল্টস্ অ্যান্ড নাটস্ সহ সম্পূর্ণ হতে হবে। সেলটি শুষ্ক এবং আনচার্জড্ হতে হবে। প্রতিটি সেলের ক্যাপাসিটি টুল কিট ব্যতীত ২৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে ১.৮৫ভি প্রতি সেল ডিসচার্জ করতে ১০ ঘন্টা রেটে ২০০/এএইচ হতে হবে; ৩৮৫০৬০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৮.০৮.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৭); ২০২৫১০৬৩;** ইএমইউ কোচের শাকু কাপলারের জন্য সেমি-পার্মানেন্ট কাপলার এন্ড-"বি"-এর প্রাপ্যতা ইত্যাদি; ২৩০২৯০ টাকা। **(১৮); ২১২৫১০২৭;** ক্যাসনাব ২২ এইচএস বোগী ডিজাইন 'এ'-র জন্য কনস্ট্যান্ট কন্ট্যাক্ট পলিইউরেথেন [পিইউ] সাইড বিয়ারার প্যাড অ্যাসেম্বলী ইত্যাদি; ১২৪১১০০ টাকা। **(১৯); ২১২৫১১৪৬;** ক্যাসনাব বোগীর জন্য স্প্রিং প্ল্যাংক ইত্যাদি; ২৩৮৭৭০ টাকা। **(২০); ২১২৫১৩৯০;** ইয়োক পিন সাপোর্ট ইত্যাদি; ৫১৬৪৬০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১১.০৮.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। (ক্রমিক নং ১৭, ১৮, ১৯ এবং ২০-এর জন্য)। **(২১); ০৫২৫১০৯৯;** জার্নাল বিয়ারিং অ্যাসেম্বলীর প্রাপ্যতা ইত্যাদি; ১১৬৫৩৯০ টাকা। **(২২); ১১২৫১১২৪;** ফিয়াট বোগীর বোগী বোলস্টারের প্রাপ্যতা ইত্যাদি; ৪২৯৮৫০ টাকা। **(২৩); ১১২৫১৩৮৫;** সেন্টারিং ডিস্ক টু ফিয়াট সিগ শিএনএনফাআরজিউজ ইত্যাদির প্রাপ্যতা; ৩৪১৭৩০ টাকা। **(২৪); ১২২৫১০০১;** আরডিএসও ড্রইং নং. টি-৪৯৬৭ অনুযায়ী বিজি ৬০ কেজি ১ ইন ৮.৫-এর জন্য সিএমএস ক্রসিং; ১৬৩৯০৪০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১৮.০৮.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। (ক্রমিক নং ২১, ২২, ২৩ এবং ২৪-এর জন্য)। **(২৫); ১০২৫২৪২৭;** রোলার বিয়ারিং ব্যতীত কমপ্লিট অ্যাক্সল বক্সের সেট; ১৪৪৮১০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২১.০৮.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২৬); ১১২৫১১৩০;** ফ্রেশ ওয়াটার ট্যাঙ্ক ৪৫০ লিটার-এর প্রাপ্যতা ইত্যাদি; ২৩৫৯৮০ টাকা। **(২৭); ১১২৫২৬৩৩;** টপ ফ্ল্যাঞ্জ; ৩৫৬০৮০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৫.০৮.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। (ক্রমিক নং ২৬ এবং ২৭-এর জন্য)। **(২৮); ০৮২৫১৬১৫;** ৬ভি, ১২০ এএইচ ক্যাপাসিটি ভিআরএলএ ব্যাটারি, সেটে; ২০০০০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৬.০৮.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২৯); ২১২৫১৩৮১এ;** কাপলার বডি এবং শাংক ওয়্যার প্লেট ইত্যাদি; ২০০০০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০১.০৯.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৩০); ০৮২৫১৬৮৭;** ১১০০ এএইচ ক্যাপাসিটি ভিআরএলএ সেল, সেটে; ২০০০০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০২.০৯.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **টেন্ডার মূল্যঃ** ০ টাকা (ক্রমিক নং ১ থেকে ৩০-এর জন্য)।

[খ] ক্রমিক নং.; টেন্ডার নং.; সংক্ষিপ্ত বিবরণ; অনুমিত টেন্ডার মূল্য ঃ (১); ১২২৫৪০০৫ ; আরডিএসও ড্রইং নং. টি-৬৯০২ অনুযায়ী ইমপ্রুভড্ সুইচ এক্সপানশন জয়েন্টের জন্য আরজিসি; ১০৫৭০৬৫২৪ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখঃ** ১১.০৮.২০২৫।

[গ] সংশোধনীঃ ক্রমিক নং.; টেন্ডার নং.; সংক্ষিপ্ত বিবরণ; অনুমিত টেন্ডার মূল্য ঃ (১); ১২২৫৪০০৪ ; আরডিএসও ড্রইং নং. টি-৮৭৪৬ অনুযায়ী আরজিসি ওয়াইডার পিএসসি স্লিপার; ১৭৫৪১১৭২৩৭.৩০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখঃ** ০৯.০৭.২০২৫ তারিখের পরিবর্তে ২১.০৭.২০২৫।

[ঘ] ক্রমিক নং.; টেন্ডার নং.; সংক্ষিপ্ত বিবরণ; অনুমিত টেন্ডার মূল্য ঃ (১); ৫২২৫৬২৩৭ ; ২৫ কেভিএ থ্রি ফেজ ন্যাচারাল কুলড্ আন্ডারস্লাং ইনভার্টার; ১৫৬২০২৫০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখঃ** ০৮.০৮.২০২৫ । **(২); ৫২২৫৫৫৪৯এ ;** এয়ার স্প্রিং অ্যাসেম্বলীর এক কোচ সেট (০৪টি সমন্বিত); ৫৬৪০৪০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখঃ** ০৮.০৮.২০২৫।

[ঙ] সংশোধনীঃ ক্রমিক নং.; টেন্ডার নং.; সংক্ষিপ্ত বিবরণ; অনুমিত টেন্ডার মূল্য ঃ (১); ৫২২৫৫৯৪০ ; এলএফপি (লিথিয়াম আয়রণ ফসফেট) ব্যাটারি সেট সরবরাহ, ১২৫ এএইচ, ১১২ ভি; ১৪৩০৩৯৬০ টাকা। **সংশোধিত টেন্ডার বন্ধের তারিখঃ** ২১.০৭.২০২৫ ।

দ্রষ্টব্যঃ উপরে উল্লিখিত টেন্ডারগুলি হল ই-টেন্ডার এবং আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-এর মাধ্যমে অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে সকল টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরে উল্লিখিত টেন্ডার এবং অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন।

STORES-21/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **E.E. (E)/Ltg./Z-I, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work:
NIT No.: KMC/LTG/Z1/BR1/WD9/05/25-26
Name of Work: **Repairing and replacement of electrical damaged item at Narayan Sur Street Uttaran, Banamali Sarkar Street (Kumartully) Uttaran and other places in Ward No.-09 under Br.-I.** Estimated amount: ₹ **1,47,905.00.** Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Time of Completion: **25 days.** Last date and time of submission of Bid: **30.07.2025 at 1.15 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **15.07.2025 at 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **E.E. (E)/Ltg./Z-II, KMC** invites e-tender by two bid system for the following works:
(1) NIT No.: LTG/106/V/Z-II/25-26
Name of Work: **Installation of Glow Sign Board along with other ancillary electrical works at Bajekadamtala Ghat area under riverfront site.** Estimate amount: ₹ **4,64,802.00.** Earnest Money: ₹ **9,400.00.** Period of Completion: **30 days.**
(2) NIT No.: LTG/101/V/Z-II/25-26
Name of Work: **Repairing & maintenance of high mast lighting system along with replacement of old LED light fittings at different places under Br.-V.** Estimate amount: ₹ **2,99,495.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **30 days.**
(3) NIT No.: LTG/78/V/Z-II/25-26
Name of Work: **Supply and delivery of LED light fittings at various places of riverfront areas under Br.-V.** Estimate amount: ₹ **3,45,321.00.** Earnest Money: ₹ **7,000.00.** Period of Completion: **20 days.** Last date and time of submission of Bid: **24.07.2025 upto 4 p.m.** (For Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **15.07.2025 at 6 p.m.** (For Sl. No. 1 to 3). The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 3).

The **E.E. (E)/Ltg./Z-IV, KMC** invites e-tender online, percentage rate two part bid system for following works:
(1) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/162/25-26
Name of Work: **Improvement of street lighting system with LED fittings at Molla Para 2 No. Sucheta Nagar, 8 No. Sahid Nagar, 1 No. Nelie Nagar Colony etc. slum areas in Ward No.-105, Br.-XII.** Estimated amount: ₹ **2,48,937.88.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.**
(2) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/163/25-26
Name of Work: **Improvement of street lighting system with LED fittings at Tara Shah Polly, Naskarhat Dakkhin Para, Haltu Kayashta Para etc. slum areas in Ward No.-107, Br.-XII.** Estimated amount: ₹ **2,48,471.91.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **15 days** (For Sl. No. 1 & 2). Last date and time of completion of Bid: **23.07.2025 upto 3 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **15.07.2025 from 3 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2).
(3) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/164/25-26/PD
Name of Work: **Replacement of damaged poles, damaged cables, damaged pillar box and others electrical accessories at Sreenagar, Bhagat Singh Colony, Natunpally etc. areas in Ward No.-109, Br.-XII.** Estimated amount: ₹ **4,05,684.68.** Earnest Money: ₹ **8,200.00.**
(4) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/151/25-26/PD
Name of Work: **Development of lighting arrangement at Baishali Park Sishu Uddyan in Ward No.-111, Br.-XI.** Estimated amount: ₹ **2,97,350.91.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.**
(5) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/150/25-26/PD
Name of Work: **Improvement of street lighting arrangement by energy efficient LED fittings at Modern Park, South Road etc. area in Ward No.-103, Br.-XI.** Estimated amount: ₹ **4,99,056.76.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **30 days** (For Sl. No. 3 to 5). Last date and time of completion of Bid: **24.07.2025 upto 2 p.m.** (For Sl. No. 3 to 5). The bid forms and other details are available on and from **16.07.2025 from 12 Noon** (For Sl. No. 3 to 5).
(6) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/159/25-26
Name of Work: **Supply, fitting and fixing of different types of Fans & Light fixtures in License Offices of Br.-XI and Br.-XII at Santoshpur Market Complex.** Estimated amount: ₹ **1,36,000.54.** Earnest Money: ₹ **2,800.00.** Period of Completion: **20 days.** Last date and time of submission of Bid: **24.07.2025 upto 3 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **15.07.2025 from 2 p.m.**
(7) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/147/25-26
Name of Work: **Supply and delivery of LED fittings for maintenance works at Debalaya, Kajipara and 3 No. CRC surrounding areas in Ward No.-102 under Br.-XII.** Estimated amount: ₹ **4,96,809.98.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **20 days.** Last date and time of submission of Bid: **25.07.2025 upto 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **15.07.2025, 5 p.m.**
(8) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/187/25-26
Name of Work: **Development of Bustee lighting arrangement at different 9 No. Bustee Colony and other slum areas in Ward No.-98, Br.-X.** Estimated amount: ₹ **2,98,918.51.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **10 days.**
(9) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/189/25-26
Name of Work: **Development of Bustee lighting arrangement at Laxmi Narayan Colony, Garia Khalpar and other slum areas in Ward No.-100, Br.-X.** Estimated amount: ₹ **2,98,599.77.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **10 days.**
(10) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/186/25-26
Name of Work: **Repairing works of Bustee lighting arrangement at Subhaspally, Sukanta Pally and other Bustee areas in Ward No.-97, Br.-X.** Estimated amount: ₹ **1,98,620.54.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **10 days.**
(11) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/190/25-26
Name of Work: **Repairing of street lighting system at Gariahat Road (South), Selimpur Lane and surrounding areas in Ward No.-92, Br.-X.** Estimated amount: ₹ **2,93,935.25.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **20 days.**
(12) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/191/25-26
Name of Work: **Development of street lighting system at Selimpur Road in Ward No.-92, Br.-X.** Estimated amount: ₹ **1,49,994.09.** Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion: **10 days.** Last date and time of completion of Bid: **28.07.2025 upto 9 a.m.** (For Sl. No. 8 to 12). The bid forms and other details are available on and from **16.07.2025 from 5 p.m.** (For Sl. No. 8 to 12). The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 12).

The **E.E. (E)/Ltg./Z-V, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:
(1) NIT No.: KMC/LTGV/120/25-26/BM (1st Call)
Name of Work: **Installation of minimast lighting system at Sasthir Bagan Bustee, Pantir Danga Bustee, Kamar Para Bustee and Bustee surrounding areas in Ward No.-120 under Br.-XIII.** Estimated amount: ₹ **4,87,637.05.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **40 days.**
(2) NIT No.: KMC/LTGV/119/25-26/VGSB (1st Call)
Name of Work: **Repairing and renovation of existing Glow Sign Boards at Vivekananda Park situated at D.h. Road in Ward No.-119 under Br.-XIII.** Estimated amount: ₹ **4,66,523.04.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **40 days.**
(3) NIT No.: KMC/LTGV/116/25-26/DSPARK (1st Call)
Name of Work: **Improvement of existing Park lighting system at park adjacent to Sirity Crematorium in Ward No.-116.** Estimated amount: ₹ **4,99,382.99.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **60 days.**
(4) NIT No.: KMC/LTGV/117/25-26/D-PARK (1st Call)
Name of Work: **Improvement of existing lighting system by installing new light fittings at Vivekananda Smriti Uddyan (Malakar Para) in Ward No.-117.** Estimated amount: ₹ **4,55,425.16.** Earnest Money: ₹ **9,200.00.** Period of Completion: **60 days.**
(5) NIT No.: KMC/LTGV/117/25-26/DPG (1st Call)
Name of Work: **Installation of LED Acrylic Glow Sign Board at Hindusthan Park, Hooglapara Park, Indra Pally Park and other park in Ward No.-117.** Estimated amount: ₹ **4,90,414.59.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **60 days.** Last date and time of submission of Bid: **26.07.2025 – 4 p.m.** (For Sl. No. 1 to 5). The bid forms and other details are available on and from **15.07.2025 (4 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 5). The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 5). **(660/25-26)**

গৃহস্থালী

বর্ষায় স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়ায় আলমারির জামাকাপড়ে ছাতা পড়েছে? ম্যাজিকের মতো কার্যকারী টিপস

আকাশের মুখ ভার আর এদিকে আলমারিতে থাকা পোশাকের চেহারা দেখে আপনারও মন খারাপ। বর্ষায় স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়ায় জামাকাপড় থেকে সবজিপাতি, আচার সবকিছুর দফারফা হওয়ায় মন-মেজাজও খারাপ থাকে। ভরা বর্ষার মরসুমে আবার অনেক সময়ে কাঠের আসবাবে ছত্রাক পড়ে। সবক্ষেত্রেই ' অতিরিক্ত জলীয় বাষ্প। জামাকাপড় আবার অনেকের প্রাণাধিক প্রিয়! অতঃপর ছত্রাক পড়লে কীভাবে যত্ন নেবেন? সেটা জানা ভীষণ জরুরী। তার জন্য রইল টিপস।

১) প্রথমেই বলব, আলমারির ভেতরে ভিজেভাব থাকলে কিংবা ছত্রাক বাসা বাঁধলে সমস্ত জামাকাপড় এবং জিনিসপত্র নামিয়ে নিয়ে আগে শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে ফেলুন।

২) ছাতা ধরা পোশাকগুলিকে আগে ধুয়ে শুকিয়ে নিন। স্যাঁতস্যাঁতে ভাব থাকলে হেয়ার ড্রায়ার চালিয়ে আর্দ্রতা দূর করে নিতে পারেন। ভেজাভাব পুরোপুরি চলে গেলে তারপরই ভালো করে দেখে পোশাক গুছিয়ে রাখুন।

৩) এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য, আগেকার দিনে যেমন মা-কাকিমারা করতেন, আসবাবের তাকে কাগজ বিছিয়ে তার উপর জামাকাপ। গুছিয়ে রাখতেন, সেই পদ্ধতি কিন্তু দারুণ কার্যকরী। এতে সহজেই আলমারির স্যাঁতস্যাঁতেভাবে পোশাক নষ্ট হয় না কিংবা সেই পোশাকের রং মুছে আরেকটা কাপড়ে লাগার ভয় থাকে না!

৪) ছত্রাক বাসা বাঁধার পাশাপাশি, আরেকটা সমস্যা হল আলমারিতে বিকট গন্ধ। জামাকাপড়ের ভাঁজে অনেকসময় পোকামাক।দেরও অবাধ বিচরণ শুরু হয়। তাই এই ভ্যাপসাভাব ও পোকামাকড়দের থেকে রক্ষা করতে চাইলে আসবাবের ভিতর এদিক-ওদিক

কয়েকটা ন্যাপথালিন ছড়িয়ে দিন। শুকনো নিমপাতাও এর মোক্ষম দাওয়াই। নিমপাতা খানিক তাওয়ায় গরম করে কিংবা যে কোনও উপায়ে শুকিয়ে নিয়ে কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে রাখুন। দেখবেন ছাতা পড়ার ব্যামো আর হবে না! এক্ষেত্রে লবঙ্গও রাখতে পারেন।

৫) বর্ষায় লেদারের জুতো, বেল্ট, ব্যাগ ব্যবহার করার পর আলমারিতে তুলে রাখতে চাইলে ভালো করে শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে নিন আগে। তার পর হেয়ার ড্রায়ার স্প্রে করে রাখুন। এতে ঘামভাব চলে যায়। যার ফলে আলমারির বাকি কাপড়গুলিতে এর প্রভাব পড়ে না। দিনরাত বৃষ্টি যেন লেগেই রয়েছে। তার ফলে বাইরে যেমন জল, কাদা। আবার ঘরের ভিতর স্যাঁতস্যাঁতে। মেঝে হয়ে রয়েছে ঠান্ডা। বিছানার পরিস্থিতিও যেন একইরকম। শুয়ে বসে শান্তি পাওয়া কঠিন। সহজ কয়েকটি কৌশলে এই বিরক্তিকর পরিস্থিতি থেকে মিলতে পারে মুক্তি। জেনে নিন সেই কৌশল।

ভুলেও বর্ষাকালে জানলায় ভারী পর্দা লাগাবেন না। সিন্থেটিকের পর্দা তো ভুলেও ব্যবহার করবেন না। পরিবর্তে সুতি, লিনেন, খাদির পর্দা লাগান। কারণ, ঘরে যাতে হাওয়া চলাচলের সুবন্দোবস্ত থাকে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

সোফাও স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে যায় এই সময়। তাই সোফার কভারের ক্ষেত্রে হালকা সুতির কাপড়ের উপরেই ভরসা রাখুন।বিছানার ক্ষেত্রেও সমস্যা প্রায় একইরকম। তাই সুতির চাদর ব্যবহার করুন। এক্ষেত্রে লিনেন কিংবা খাদির চাদর হতে পারে আপনার প্রথম পছ ঃদ। প্রয়োজনে ঘুমনোর আগে হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে বিছানার স্যাঁতস্যাঁতে ভাব দূর করতে পারেন। সুতির চাদরেও বিছানার স্যাঁতস্যাঁতে ভাব দূর না হলে আরেকটি সহজ কৌশল অবলম্বন করতে পারেন। সেক্ষেত্রে চাদরের নিচে হালকা কম্বল কিংবা হাল ফ্যাশনের এসি ব্ল্যাঙ্কেট বিছানায় পেতে রাখতে পারেন। তাতে নিঃ সন্দেহে আরাম পাবেন। বর্ষার মেঘ, বৃষ্টিতে খুব সহজে অবসাদ গ্রাস করে। তাই এই সময়ে নিজেকে চনমনে করতে ঘরের রং বদল করতে পারেন। সাদা কিংবা অন্য কোনও হালকা রং ঘরে করুন। একটু বেশি উজ্জ্বল আলো লাগাতে পারেন। তাতে ঘর নিমেষে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে বলে দিনভর দরজা, জানলা বন্ধ করে রাখবেন না। তাতে ঘর স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় অনেকটা। তাই এই সময় মাঝেমধ্যে জানলা খুলে রাখুন। তাতে বাইরের হাওয়া ভিতরে ঢুকবে। উপরোক্ত এই কৌশলে বর্ষায় স্যাঁতস্যাঁতে ঘর থেকে মিলতে পারে মুক্তি। সু ন্দর হয়ে উঠবে আপনার গৃহকোণ। বাজারে প্লাস্টিক, রড আয়রন-সহ নানা ধরনের আসবাব পাওয়া যায়। যা তুলনামূলক সস্তা। কিন্তু আসল কাঠের আসবাবের কোনও বিকল্প নেই। তাই কাঠের আসবাব প্রায় কমবেশি সব বাড়িতেই থাকে। যেমন খাট, ডাইনিং টেবিল, সোফা সেট কিংবা সোফা কাম বেড প্রত্যেক গৃহস্থ বাড়ির অঙ্গ। তা বাড়ির শোভা বাড়ায়। আবার কাঠের আসবাব অনেক বেশি টেকসই। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ব্যবহার করে। তবে বর্ষায় যত সমস্যা। বাইরে সামান্য বৃষ্টি হলেই বাড়িতে থাকা আসবাবের যাচ্ছে তাই দশা। আসবাবের জন্যই যেন গৃহস্থের সমস্যার শেষ নেই। কারণ, ওই আসবাবে দিনরাত ফুটে উঠছে সাদা দাগ। যা ছত্রাক ছাড়া আর কিছুই নয়। এই ছত্রাক যেমন আসবাবের ক্ষতি করেন, তেমনই আবার বাড়ির বাসিন্দাদের জন্যও ক্ষতিকর। তার ফলে নানা রোগ ছড়াতে পারে। আসবাব প্রতিদিন পরিষ্কার করেও লাভ হচ্ছে না কিছুই। স্বাভাবিকভাবে মনখারাপ গৃহস্থের। তবে ঘরোয়া পদ্ধতিতে এই সমস্যা মেটানো সম্ভব। আপনার জন্য রইল সে টিপস।

বর্ষার বিশেষ ফুলগাছ রেনলিলি

চারিদিকে সবুজের সমাহারে বর্ষায় বাগানের চেহারা হয়ে ওঠে অন্যরকম। যাঁরা গাছপালা পছন্দ করেন, তাঁদের বাগান নিয়ে নানা এক্সপেরিমেন্ট করার এটাই যেন সঠিক মরশুম। বাড়ির বাগানে নানা ধরনের মরশুমি গাছ বসানো, বর্ষার বিশেষ ফুলে বাগান বিলাসিতা থেকে দূরে থাকতে পারছেন না আপনিও? তাহলে আপনার বাগানে বসান পারেন বর্ষার বিশেষ ফুলগাছ রেনলিলি। কীভাবে যত্ন নেবেন এই ফুলের, রইল তার টিপস।

১. বাড়ির বাগানে যেখানে পর্যাপ্ত রোদ পৌঁছায় সেখানে এই গাছ বসানোর চেষ্টা করুন। কারণ রেনলিলি গাছের পর্যাপ্ত রোদ প্রয়োজন হয়।

২.রেনলিলির গাছে নিয়মিত জল প্রয়োজন। তবে যেহেতু বর্ষার গাছ তাই বৃষ্টির জল পাওয়ার কারণে প্রয়োজন ছাড়া অতিরিক্ত জল এই গাছে দেবে না। এতে হিতে বিপরীত হতে পারে।

৩.রেনলিলি গাছের ক্ষেত্রে ঠিকঠাক মাটিরও প্রয়োজন। মূলত বালিমাটিতেই এই গাছ ভালো হয়। নিস্কাশন যেহেতু এই গাছে প্রয়োজনীয় বিষয় তাই সঠিক পদ্ধতিতে মাটি তৈরি করে এই গাছ বসানোর চেষ্টা করবেন।

৪.এই গাছের পাতা হলুদ হয়ে গেলে তা কেটে ফেলে দেবেন। নাহলে গাছে হলুদ পাতা থাকলে তাতে গাছের স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়ার ও ফুল ফোটার সম্ভবনা কম থাকে।

মোটামোটি এই চারটি বিষয় মাথায় রেখে বসিয়েই ফেলুন রেনলিলির চারা।

বাগানজুড়ে কাঠগোলাপের সম্ভার করতে পরিচর্যা প্রয়োজন

'যেন সাদার মায়া', সত্যিই তাই কাঠগোলাপ ফুল নিজেই একটা মায়া। সোনার বরণ এই ফুলের রূপ ও গন্ধে মুগ্ধ হননি এমন মানুষ বোধহয় মিলবে না। বাড়িতে জায়গার অভাব থাকলে অনেকেই নিজের বারাঃদা বাগানে এই গাছ বসাতে চান। অনেকসময় বাধ সাধে সঠিক পরিচর্যা। কিভাবে কাঠগোলাপের সঠিক পরিচর্যা করবেন জেনে নিন। রইল টিপস- এই গাছের জন্য সবার প্রথম যা প্রয়োজন তা হল সঠিক মাটি। এমন মাটি তৈরি করতে হবে যা জল ধরে রাখতে পারবে অথচ গাছের গোড়ায় জল জমতে দেবে না। ৭০ শতাংশ মাটি ও ৩০ শতাংশ জৈব সার মিশিয়ে এই গাছের মাটি তৈরি করতে হবে। এবং অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে টবে বা পাত্রে বসাবেন এই গাছ তাতে যেন সঠিক জল নিস্কাশনের ব্যবস্থা থাকে।

গাছে জল দেবেন অবশ্যই কিন্তু তা দেবেন কিছুদিন পর পর। খেয়াল রাখবেন কাঠগোলাপ গাছের গোড়ায় যাতে জল না জমে। এই গাছে প্রচুর পরিমাণে জলের প্রয়োজন হয় না। তাই পরিমিত মাত্রায় জল দেওয়াই ভালো। নতুন পাতা আসার মরসুম হোক বা অন্যসময়, গাছে নতুন পাতা এলে চেষ্টা করবেন গাছের চারিদিকে স্বল্প পরিমাণে সুপার ফসফেট ও ইউরিয়া সার দিয়ে দিতে। কাঠগোলাপ গাছে পর্যাপ্ত রোদের প্রয়োজন হয়। তাই এমন জায়গায় কাঠগোলাপ গাছ বসানোর চেষ্টা করুন যেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে

রোদ, আলো ও বাতাস পাবে। শীতকালে কাঠগোলাপের যত্নে বিশেষভাবে সচেতন হতে হবে। শীতকালে এই গাছের বৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে কমে যায়। এইসময় সার ও জল দুইই গাছে কম পরিমাণে দেবেন। বর্ষাকালে খেয়াল রাখতে হবে গাছের গোড়ায় একদম যাতে জল না দাঁড়ায় নচে গাছের গোড়া পচে যেতে পারে। চারিদিকে সবুজের সমাহারে বর্ষায় বাগানের চেহারা হয়ে ওঠে অন্যরকম। যাঁরা গাছপালা পছন্দ করেন, তাঁদের বাগান নিয়ে নানা এক্সপেরিমেন্ট করার এটাই যেন সঠিক মরশুম। বাড়ির বাগানে নানা ধরনের মরশুমি গাছ বসানো, বর্ষার বিশেষ ফুলে বাগান বিলাসিতা থেকে দূরে থাকতে পারছেন না আপনিও? তাহলে আপনার বাগানে বসান পারেন বর্ষার বিশেষ ফুলগাছ রেনলিলি। কীভাবে যত্ন নেবেন এই ফুলের, রইল তার টিপস।

১. বাড়ির বাগানে যেখানে পর্যাপ্ত রোদ পৌঁছায় সেখানে এই গাছ বসানোর চেষ্টা করুন। কারণ রেনলিলি গাছের পর্যাপ্ত রোদ প্রয়োজন হয়।

২.রেনলিলির গাছে নিয়মিত জল প্রয়োজন। তবে যেহেতু বর্ষার গাছ তাই বৃষ্টির জল পাওয়ার কারণে প্রয়োজন ছা।। অতিরিক্ত জল এই গাছে দেবে না। এতে হিতে বিপরীত হতে পারে।

গাজায় প্রথমে ছিল খাবার, এবারজল নিতে আসা শিশুদের উপরেও ক্ষেপণাস্ত্র!

১৫ জুলাই ঃ থালা হাতে লাইনে দাঁড়ানো ক্ষুদার্থদের পর এবার তৃষ্ণার্থদের উপর মারণ হামলা ইজরায়েলের! শরণার্থী শিবির থেকে জল ভরতে যাওয়া শিশুদের উপর ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাল নেতানিয়াহুর সেনা। এই হামলায় মৃত্যু হয়েছে ৬ শিশু-সহ ৮ জনের। ইহুদি সেনার এমন নিষ্ঠুর হামলায় নিন্দায় সরব হয়েছে সব মহল।

গাজায় নরকের দ্বার খুলে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। তাঁর সেই হুঁশিয়ারি যে কথার কথা নয় গত দু'বছরে তা মর্মে মর্মে

উপলব্ধি করেছে গোটা বিশ্ব। সেই ধারা অব্যাহত রেখে এবার হামলা চালানো হল গাজার নুসাইরাত শরণার্থী শিবিরে। সূত্রে জানা গিয়েছে, শিবিরের কাছে জল বিতরণ করা হচ্ছিল সেখানে জল আনতে গিয়েছিলেন শরণার্থীরা। তাদের বেশিরভাগই শিশু। তখনই ইজরায়েলের তরফে সেখানে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হয় যার জেরে মৃত্যু হয় ৮ জনের। এদের মধ্যে ৬ জন শিশু। পাশাপাশি আহত হয়েছেন আরও ১৭ জন।

এদিকে এই হামলার দায় স্বীকার করেছে ইহুদি সেনা। যদিও ন্যাক্কারজনক এই হামলার পর তাদের সাফাই, প্রযুক্তিগত ত্রুটির জন্য এই ঘটনা ঘটেছে। ইজরায়েলের সেনার তরফে জানানো হয়েছে, ' হামলার লক্ষ্য ছিল অন্য একটি জায়গা। তবে যান্ত্রিক ত্রুটির জেরে ভুল করে ক্ষেপণাস্ত্রটি ওখানে গিয়ে পড়ে। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা দু ঃখিত। নিরপরাধ অসামরিক মানুষের মৃত্যু আমরাও চাই না। কেন এই ঘটনা ঘটল তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

তবে এই হামলাকে অনিচ্ছাকৃত ভুল বলে দাবি করলেও গাজায় হামলা চালাতে কোনও খামতি রাখছে না ইজরায়েল। গত ২৪ ঘণ্টায় এখানে ইহুদি সেনার হামলায় মৃত্যু হয়েছে ১৩৯ জনের। রবিবার সকালেও গাজার একটি ব্যস্ত শহর এলাকায় বোমা হামলা চালানো হয় ইহুদি সেনার তরফে। সেই হামলায় এক চিকিৎসক-সহ ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এদিকে রিপোর্ট বলছে এখনও পর্যন্ত ইজরায়েলের হামলায় গাজায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৮ হাজারের বেশি মানুষের। যাঁদের মধ্যে বেশিরভাগই শিশু ও মহিলা। অন্যদিকে আরও একটি রিপোর্ট বলছে, ইজরায়েল সেনার হামলার জেরে গোটা গাজা উপত্যকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। খাদ্য ও জলসংকট চরম আকার নিয়েছে। থালা হাতে ত্রাণের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা বুভুক্ষদের ভিড়ে করা হচ্ছে হামলা। রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার দপ্তরের সাম্প্রতিক রিপোর্ট বলছে, এহেন হামলায় অন্তত ৭৯৮ জন প্যালেস্তিনীয়র মৃত্যু হয়েছে। তীব্র জলসংকটে ত্রাণ শিবির গুলিতে জল বিতরণ করছে সেখানকার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি। কিন্তু ইজরায়েল কি করল উঠছে প্রশ্ন।

বড় ধরনের বিদ্যুৎ বিভ্রাট থেকে রক্ষা পেলেন ধর্মনগরের জনগণ

ধর্মনগর (ত্রিপুরা), ১৫ জুলাই ঃ বড় ধরনের বিদ্যুৎ বিভ্রাট থেকে রক্ষা পেলেন উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর শহরের অধিকাংশ জনগণ। ঘটনাটি ঘটে মঙ্গলবার ধর্মনগর বাস্কেটবল ময়দান সংলগ্ন এলাকায়। বিদ্যুৎ নিগমের ধর্মনগর সাব ডিভিশন ১ এর সিনিয়র ম্যানেজার জানান, স্থানীয় জনগণ মারফত খবর আসে এএস০১জিসি০০৬৭ নম্বরের গ্যাস সিলিন্ডার বোঝাই ট্রাক বীর বিক্রম ইনস্টিটিউশন এর সামনে দিয়ে হাসপাতালের দিকে যাচ্ছিল। তখন রাস্তার এপার থেকে ওপারে টানা বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের মধ্যে সিলিন্ডার বোঝাই গাড়ির উপরে অংশ লেগে যায়। চালক না দেখার ফলে সেই তার নিয়ে সামনের দিকে ছুটে যায়। ফলে এমন ভাবে টান লাগে, পাশে থাকা বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার সংলগ্ন দুটি খুঁটি সেই তারের টানে প্রচন্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং অনেক তার ছিড়ে পড়ে। পরবর্তীতে স্থানীয় জনগণ গাড়িটি আটক করে। খবর পাওয়ার পর সাথে সাথে বিদ্যুৎ নিগমের আধিকারিক সহ কর্মীরা ছুটে আসেন ঘটনাস্থলে এবং তৎপরতার সাথে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করার কাজ শুরু করেন।

সেভ আর্থ মিশনের সভাপতি সন্দীপ চৌধুরীর বক্তব্য

কলকাতা ১৫ জুলাই ঃ আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকরা ঐতিহাসিক এবং অভূতপূর্ব বলে বর্ণনা করেছেন এমন এক মুহূর্তে, সেভ আর্থ মিশনের ইন্ডিয়া চ্যাপ্টারের সভাপতি সন্দীপ চৌধুরী গিফট সিটিতে গ্লোবাল ভিশন উন্মোচন অনুষ্ঠানে তিন মিনিটেরও কম সময়ে মঞ্চে সরাসরি এয়ার ইন্ডিয়া ফ্লাইট এআই ১৭১ দুর্ঘটনার ব্যাখ্যা দিয়ে বিশ্বব্যাপী দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন।দীর্ঘদিন ধরে একজন অগ্রণী পরিবেশবাদী এবং চিন্তাবিদ হিসেবে পরিচিত চৌধুরী সংখ্যাতত্ত্ব, মহাজাগতিক তত্ত্ব এবং প্যাটার্ন স্বীকৃতির মিশ্রণ ব্যবহার করে সংখ্যার মাধ্যমে একটি সর্বজনীন যোগাযোগ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।দুর্ঘটনার ফ্লাইট নম্বর, তারিখ এবং সময় এবং আপাতদৃষ্টিতে কাকতালীয় উপাদানগুলির সাথে সংযুক্ত তার বিশ্লেষণ বিশ্বব্যাপী মিডিয়ার মনোযোগ আকর্ষণ করেছে এবং বিজ্ঞানী, আধ্যাত্মিকবাদী এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে তীব্র বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।মিঃ চৌধুরী বলেন, এটা বিশৃঙ্খলা ছিল না, এটা ছিল কোড। মহাবিশ্ব সংখ্যা, ফ্রিকোয়েন্সি, কম্পন এবং শক্তিতে কথা বলে। AI171 এর ট্র্যাজেডি কেবল একটি বিমান ব্যর্থতা ছিল না বরং মহাজাগতিক সারিবদ্ধতার একটি মুহূর্ত ছিল। এবং সংখ্যাগুলি দেখার সাথে সাথে আমি এটি ডিকোড করেছিলাম।মিঃ চৌধুরী ফ্লাইট থেকে তিনটি অলৌকিক লক্ষণ সম্পর্কেও কথা বলেছেন, যার মধ্যে রয়েছে একজন ভগবদ গীতার বেঁচে থাকা, একজন যাত্রীর বেঁচে থাকা এবং একজন ব্যক্তি ফ্লাইট মিস করেছেন।

Name Change

I, Faiz Ahmed (Old Name) S/o Md. Badruddoja Residing at Z 3/273/9, B.P Road, Badartala S.O, District - Kolkata, Pin - 700044 West Bengal shall henceforth be known as Faiz Ahmed Ansari (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 38/2025 Dated 15-07-2025. Faiz Ahmed (Old Name) and Faiz Ahmed Ansari (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Anand Kamlesh Vipani (Old Name) S/o Kamlesh A Vipani Residing at 5 B, Chakraberia Lane, L.R Sarani, Circus Avenue, District - Kolkata, Pin - 700020 West Bengal shall henceforth be known as Anand Vipani (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 39/2025 Dated 15-07-2025. Anand Kamlesh Vipani (Old Name) and Anand Vipani (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Kamlesh Vipani alias Kamlesh Anupchand Vipani (Old Name) S/o Anupchand S Vipani Residing at 5 B, Chakraberia Lane, L.R Sarani, Circus Avenue, District - Kolkata, Pin - 700020 West Bengal shall henceforth be known as Kamlesh A Vipani (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 41/2025 Dated 15-07-2025. Kamlesh Vipani, Kamlesh Anupchand Vipani (Old Name) and Kamlesh A Vipani (New Name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Monoara Bibi (পুরাতন নাম) স্বামী Shahidullah Shaikh ঠিকানা Sekh Molla Laskar Sardar Mondal para, Tilpi, District - South 24 Parganas, Pin - 743337 West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 15-07-2025 এর Affidavit no 40/2025 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Monoyara Shaikh (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Monoara Bibi (নতুন নাম) ও Monoyara Shaikh (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Sahagi Bibi (Old name) W/o-Md Alamin, Resident at, Vill-Chak Saralpur, Po-Fulpur,Ps-Ranitala, Dist-Murshidabad,742135, I have changed my name to Sohagi Bibi (New name) I shall be known as Sohagi Bibi vide affidavit No. 05AC 339268 before the Notry at Berhampore on 015/07/2025 Sohagi Bibi and Sahagi Bibi same and one identical person.

Name Change

I, Imtajul sk (Old name) S/o-Seikh Kader, Resident at, Vill-Bagmara, Po-Tikiapara, Ps-Berhampore,Dist-Murshidabad, 742187, I have changed my name to Intajul Sk (New name)I shall be known as Intajul Sk Vide affidavit No. 05AC 339269 before the Notry at Berhampore on 15/07/2025 Intajul Sk and Imtajul sk same and one identical person.

Name Change

I, Mohammad Alamin(Old name)S/o-Khairul Sekh, Resident at, Vill-Chak Saralpur, Po-Fulpur,Ps-Ranitala, Dist-Murshidabad,742135, I have changed my name to Md Alamin(New name)I shall be known as Md Alamin Vide affidavit No. 05AC 339267 before the Notry at Berhampore on 15/07/2025 Md Alamin and Mohammad Alamin same and one identical person.

Name Change

I, Sheikh Mohammed Kutubuddin (Old name) S/o-Sheikh Mohammed Moslem, Resident at, Vill-Achhra Po-Amritakunda, Ps-Nabagram,Dist-Murshidabad, 742136, I have changed my name to Kutubuddin Sk (New name) I shall be known as Kutubuddin Sk Vide affidavit No. 05AC 339267 before the Notry at Berhampore on 15/07/2025 Kutubuddin Sk and Sheikh Mohammed Kutubuddin same and one identical person.

Name Change

I , Runa Laila @ Runa Layla @ Smt Runa Laila Sekh D/O- Sekh Golam Ahiya resident of T 201/3, Bahir Sarbamangala, Mathpara, Nazrul Pally, P.O.- Burdwan, P.S.- Burdwan, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713101, have changed my name and shall henceforth be known as 'RUNA LAILA SEKH' vide an affidavit before the Notary public at Purba Bardhaman on 14/07/2025. That Runa Laila , Runa Layla , Smt Runa Laila Sekh and Runa Laila Sekh all are same and one identical person.

Name Change

I , Bamacharan Banerjee @ Bama Charan Bannerjee S/O- Gobinda Prasad Bandyopadhyay @ Gobinda Prasad Banerjee resident of 45 Chandmari, 2nd Bye lane, Badamtala, P.O.- Burdwan, P.S.- Burdwan, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713101, have changed my name and shall henceforth be known as 'BAMA CHARAN BANDYOPADHYAY' vide an affidavit before the Notary public at Purba Bardhaman on 14/07/2025. That Bamacharan Banerjee, Bama Charan Bannerjee and Bama Charan Bandyopadhyay all are same and one identical person.

Name Change

I , Harbinder Singh Juneja S/O- Balbir Singh resident of Bahirsarba Mangala Road, P.O.- Burdwan, P.S.- Burdwan, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713101, have changed my name and shall henceforth be known as 'HARBINDER SINGH' vide an affidavit before the Notary public at Purba Bardhaman on 14/07/2025. That Harbinder Singh Juneja and Harbinder Singh both are same and one identical person.

Name Change

I, Biren Kumar Ghosh (Old Name) S/O–Biswanath Ghosh residing at Sehalai, Ps- Bharatpur, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742301 do hereby decrale that I have changed my name from Biren Kumar Ghosh to Biren Ghosh and henceforth I shall be known as Biren Ghosh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 15/07/2025 . My name Biren Ghosh & Biren Kumar Ghosh both are same and one identical person.

Name Change

Rasidul Mandal, S/O Fakir Mahammad Mandal, resident of Vill Chapra Academy para, P.o- Bangaljhi, P.-Chapra, Dist. Nadia in West Beng 741123 do hereby declare that I have changed my name from Residul Mandal to Rashidul Mandal and henceforth I shall be known ne Rashidtil Mandal in all purpose, vide affidavit No. 73 sworn in Notary Pubile si Krishnage, Nadia 11.07.2025. Rashidul Mandal and Rasidul Mandal both are same and Identical person.

Name Change

I, Tapati Sengupta Bhattacharyya (Old Name) W/O–Rajesh Bhattacharyya residing at Vill-D/4 Golden Height 26 Sriram Shiromani Road , Po-Berhampore , Ps- Berhampore , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742101 do hereby decrale that I have changed my name from Tapati Sengupta Bhattacharyya to Tapati Sengupta and henceforth I shall be known as Tapati Sengupta (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 15/07/2025 . My name Tapati Sengupta & Tapati Sengupta Bhattacharyya both are same and one identical person.

Name Change

I Paritosh Dutta S/O- Late - Priyanath Dutta ,Residing at Village- Charmajdia,P.o- Charbrahmanagar,P.s- Nabadwip, Dist- Nadia, West Bengal, Pin-741301, do hereby solemnly affidavit and Declare my actual name Paritosh Dutta instead of Paritosh Kumar Dutta,Vide an Affidavit In the court of the Ld.judicial Magistrate (1st Class) at Nabadwip, Nadia, Date - 22/04/2025, Paritosh Dutta and Paritosh Kumar Dutta are the same and one identical person.

Name Change

Kiran J Sanghani (Old name) W/O Jayesh Sanghani . Residing at 69 , Kansari Para Road Bhowani Pore Kolkata - 700025 have changed my name and shall henceforth be known as Kiran Sanghani (New name) as declared before the Notary public kolkata on 15/7/2025 Affidavit No - 44Kirani J Sanghani (Old name) and Kiran Sanghani (New Name) both are same and one Identical person.

Name Change

Nuralam Mallik (Old name) S/O Fajle Rahaman Mallick . Rasiding at Bathagaria Musalman Para , P. O - Chergram, P.S -Gurap Dis : Hooghly. Pin - 712303 . W. B. have changed my name and shall henceforth be known as Noor Alam Mallick (New name) as declared before the Notary public kolkata on 15/7/2025 Nuralam Mallik (Old name) and Noor Alam Mallick (New name) both are same and one identical person.

Name Change

Jayesh Kr T Sanghani (Old name) S/O Late Tansukhlal Sanghani . Residing at 69 , Kansari Para Road Bhowani Pore Kolkata - 700025 have changed my name and shall henceforth be known as Jayesh Sanghani (New name) as declared before the Notary public kolkata on 15/7/2025 Affidavit No43 Jayesh Kr T Sanghani (Old name) and Jayesh Sanghani (New Name) both are same and one Identical person.

Name Change

Goutam Sengupta (Old name) S/O Late Priya lal Sengupta. Rasiding at Flat No -104 Sri Sri Maa Appt. 5/25 , Netaji Nagar P. o. - Regent Park Kolkata - 700040 have changed my name and shall henceforth be known as Gautam Sengupta (New name) as declared before the Notary public kolkata on 15/7/2025 Goutam Sengupta (Old name) and Gautam Sengupta (New Name) both are same and one Identical person

Name Change

Sanjay Barman and Sanjoy Kr. Barman (Old name) S/O Late Suresh Chandra Barman . Rasiding at Natun Para , P. O - Chakdah, P.S -Chakdah Dis : Nadia . Pin - 741222 . W. B. have changed my name and shall henceforth be known as Sanjoy Barman (New name) as declared before the Notary public kolkata on 15/7/2025 Sanjay Barman and Sanjoy Kr. Barman (Old name) and Sanjoy Barman (New name) both are same and one identical person.

এক সপ্তাহের মধ্যে শুরু হতো পরমাণু যুদ্ধ', ফের ভারত-পাক যুদ্ধবিরতির কৃতিত্ব নিলেন ট্রাম্প

১৫ জুলাই ঃ ভারতের তরফে বারবার তাঁর দাবি খারিজ করা হলেও ট্রাম্প আছেন ট্রাম্পেই। ফের একবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়ে দিলেন, তাঁর নেতৃত্বেই সম্ভব হয়েছে ভারত ও পাকিস্তানের যুদ্ধবিরতি। নাহলে মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে পরমাণু যুদ্ধে লিপ্ত হত দুই দেশ।সম্প্রতি হোয়াইট হাউসে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নিজেকে শান্তির দূত হিসেবে তুলে ধরে আত্মপ্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন মার্কিন প্রেসিডেঃট। ট্রাম্প বলেন, এখনও পর্যন্ত যুদ্ধ থামাতে আমরা সবদিক থেকে সফল। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে চলা যুদ্ধের কথাই ভাবুন। পরিস্থিতি যে পথে এগোচ্ছিল, তাতে এক সপ্তাহের মধ্যেই দুই দেশের মধ্যে পরমাণু যুদ্ধ শুরু হয়ে যেত। পরিস্থিতি অত্যন্ত খারাপ ছিল। আমরা বাণিজ্য অস্ত্র ব্যবহার করে এই যুদ্ধ থামিয়েছি। ট্রাম্প বলেন, আমি স্পষ্টভাবে জানিয়েছিলাম, যতক্ষন না আপনি যুদ্ধ থামাবেন। বাণিজ্য নিয়ে আপনাদের সঙ্গে কোনও আলোচনা হবে না। চাপের মুখে পড়ে ওরা যুদ্ধ থামাতে বাধ্য হয়েছে।ট্রাম্পের এই দাবি অবশ্য প্রথমবার নয়, ভারত-পাক সংঘর্ষবিরতির দিন থেকেই এই বিষয়ে কৃতিত্ব দাবি করে আসছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। যদিও ভারত সরকারের একাধিক প্রতিনিধি, এমনকী খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পর্যন্ত দ্বিপাক্ষিক যুদ্ধবিরতির কথাই বলেন। তৃতীয়পক্ষ মধ্যস্থতা করেননি বলেও জানান। এমনকী সম্প্রতি ফোনেও ট্রাম্পকে সেকথা সরাসরি স্পষ্ট করে দেন মোদি। তিনি বলেন, পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সংঘর্ষবিরতি নিয়ে আলোচনাও হয়েছে ইসলামাবাদের

অনুরোধেই, তৃতীয়পক্ষের অস্তিত্ব ভারত মেনে নেবে না। এরপরেও ফের সংঘর্ষবিতির কৃতিত্ব দাবি করায় অস্বস্তিতে পড়ল মোদি এবং কেন্দ্রীয় সরকার। বিশেষজ্ঞদের একাংশ বলছে, নোবেল না পাওয়া পর্যন্ত সংঘর্ষবিরতির কৃতিত্ব দাবি করা থেকে সরবেন না মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

কানাডায় রথযাত্রায় ভক্তদের লক্ষ্য করে ছোড়া হয় ডিম!

১৫ জুলাই ঃ কানাডায় রথযাত্রা উদযাপনের সময় ভক্তদের উপর হামলা! তাঁদের লক্ষ্য করে ছোড়া হল ডিম। খবরটি প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে সমাজমাধ্যমে। ঘটনাটির কড়া নিন্দা জানিয়ে বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, এই ধরণের জঘন্য আচরণ খুবই দুঃখজনক। সামাজিক সম্প্রীতিতে আঘাত।

সম্প্রতি সমাজমাধ্যমে এক ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে, কানাডার অন্যতম বড় শহর টরন্টোর রাস্তায় রথযাত্রা উপলক্ষে একটি শোভাযাত্রা বেরিয়েছে। আনন্দে মেতেছেন ভক্তরা। জগন্নাথ দেবের উদ্দেশে দেওয়া হচ্ছে জয়ধ্বনি। বাজছে গানও। সেই সময় আচমকা তাঁদের দিকে উড়ে আসে একের পর এক কাঁচা ডিম। তারপরই সেখানে উত্তেজনা তৈরি হয়। সূত্রের খবর, নিকটবর্তী একটি বাড়ির ছাদ থেকে ডিমগুলি ছোড়া হয়।কিন্তু কে বা কারা এই হামলা চালাল, তা এখনও জানা যায়নি। সেদেশের পুলিশের তরফেও এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি বলে খবর।

ঘটনার কড়া নিন্দা জানিয়ে বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, উসব চলাকালীন হামলা চালানো হয়েছে। এই ধরণের জঘন্য আচরণ খুবই দু ঃখজনক। সামাজিক সম্প্রীতিতে আঘাত। আমরা দোষীদের বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপের দাবি জানাচ্ছি। তিনি আরও বলেন, আমরা আশা করি কানাডা সরকার সেদেশে মানুষের ধর্মীয় অধিকার রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে। ঘটনার নিন্দা করেছেন ওড়িশার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টানায়কও। তিনি তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, ' রথযাত্রায় ভক্তদের উপর এই হামলার ঘটনায় আমি মর্মাহত। প্রভু জগন্নাথ দেবকে অপমান করা হয়েছে। এটি ওড়িশার মানুষজনের কাছেও বেদনার কারণ।'

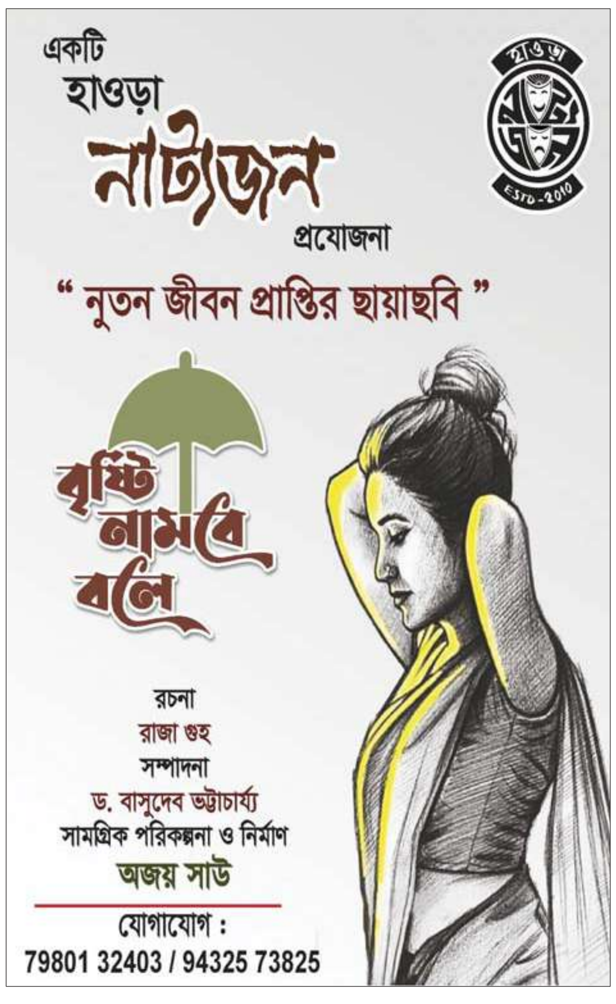

পুজোর আগেই দার্জিলিং পুরসভার নয়া উদ্যোগে চমক

দুরন্ত বার্তা, দার্জিলিং, ১৫ জুলাই ঃ পাহাড় মানেই সৌন্দর্য্য, বৈচিত্র্য আর মেঘের হাতছানি। আর পাহাড়ের গল্পে দার্জিলিংয়ের নাম না থাকলে সে গল্পই অসম্পূর্ণ। শিলিগুড়ি থেকে আঁকাবাঁকা পথে মাত্র ৮০ কিলোমিটার পাড়ি দিলেই শুরু হয় মেঘের দেশ- চা বাগানের সবুজ গালিচা, টয় ট্রেনের ঝিকঝিক আর ঠান্ডা বাতাসে ঢেকে থাকে শৈলশহরের গা। এইবার সেই দার্জিলিং আরও নতুন রূপে ধরা দিতে চলেছে পর্যটকদের কাছে। পুজোর আগে বড় চমক নিয়ে হাজির দার্জিলিং মিউনিসিপালিটি। পুরসভা সূত্রে জানা গেছে, ১৮৫০ সালে তৈরি ঐতিহ্যবাহী দার্জিলিং মিউনিসিপালিটি বিল্ডিং এবার নতুন সাজে সেজে উঠতে চলেছে। চেয়ারম্যান দীপেন ঠাকুরীর কথায়, 'দার্জিলিং-এর ইতিহাস, হেরিটেজ আর সংস্কৃতিকে এক ছাদের তলায় পর্যটকদের সামনে তুলে ধরাই আমাদের লক্ষ্য।'' হেরিটেজ বিল্ডিং-এ তৈরি হবে এক অনন্য মিউজিয়াম - যেখানে থাকবে দার্জিলিংয়ের ট্যুরিজম, টয় ট্রেন আর পাহাড়ি সংস্কৃতির ইতিহাস। শুধু তাই নয়, পাশেই তৈরি হবে আর্ট গ্যালারি, যেখানে স্থানীয় শিল্পীরা তুলে ধরতে পারবেন পাহাড়ের রঙ-রূপ-গল্প। পরিকল্পনা আছে পুরসভার হলকে নতুন করে ব্যাঙ্কোয়েট হল রূপে গড়ে তোলারও, যাতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান বা সম্মেলন আরও সুন্দরভাবে আয়োজন করা যায়। সবচেয়ে নজরকাড়া ভাবনা - হেরিটেজ বিল্ডিংয়ের সামনের অংশে তৈরি হচ্ছে এক সেলফি পয়েন্ট, অনেকটা স্কাইওয়াকের আদলে। পাহাড়ি শহরের বুকে দাঁড়িয়ে পর্যটকরা মেঘের সঙ্গে ছবি তুলতে পারবেন, আর স্মৃতিতে ভরিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন শৈল শহরের নতুন রূপ। তবে এই সব কিছুই রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সামান্য চার্জ ধার্য করা হবে। মিউনিসিপালিটি আশাবাদী, পর্যটকরা খুশি মনেই সেই চার্জ মেনে নেবেন- কারণ এই নতুন পরিকাঠামো পাহাড়ের ঐতিহ্যকে আরও রঙিন ও টেকসই করে তুলবে। চেয়ারম্যান দীপেন ঠাকুরী জানিয়েছেন, ' দার্জিলিং ঘুরতে আসেন, তারা এতদিন টয় ট্রেন, চা বাগান আর পাহাড়ি হাওয়াতেই সীমাবদ্ধ ছিলেন। এবার মিউনিসিপালিটি পর্যটকদের জন্য খুলে দেবে আরও এক নতুন দিগন্ত - এক জায়গায় থাকবে ইতিহাস, সংস্কৃতি আর পাহাড়ি শিল্পকলার সমাহার।'' পর্যটকদের কাছে শৈল শহর দার্জিলিং নতুন রূপে ধরা দেবে - চা বাগানের গন্ধ আর মেঘের ছায়া পেরিয়ে এবার ইতিহাস, শিল্প আর আধুনিকতার সেতু বাঁধবে এই উদ্যোগ। পাহাড়ের বুকে গড়ে উঠছে নতুন গল্প - যেখানে অতীত আর বর্তমান মিলে গড়বে দার্জিলিং-এর আগামীর ছবি।

নদীয়ায় জেলেদের নৌকা মেরামত ও নিরাপত্তার কাজ শেষ পর্যায়ে

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৫ জুলাই ঃ এই সময় রাজ্যে বর্ষা মরশুম চলছে। এমন পরিস্থিতিতে গঙ্গা ও অন্যান্য নদীতে মাছ ধরার প্রস্তুতি পুরোদমে চলছে। মাছ ধরার জন্য নৌকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই জেলেরা তাদের নৌকার ইঞ্জিন মেরামত, রঙ করা এবং মেরামতে ব্যস্ত। শুধু মাছ ধরার জন্যই নয়, সম্ভাব্য বন্যার ক্ষেত্রে ডুবে যাওয়া এলাকা থেকে মানুষকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়ার জন্যও নৌকা মেরামতের কাজ শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে। নদীয়ার অনেক জেলে ইতিমধ্যেই গঙ্গা ও সমুদ্রের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন, আবার অনেকে নৌকা সম্পূর্ণ প্রস্তুত রাখতে ব্যস্ত। নৌকা মেরামতের কারিগররা বলছেন যে বর্ষার আগে কয়েক মাস ধরে তাদের কাজ অনেক বেড়ে যায়। তারা বংশ পরম্পরায় এই ঐতিহ্যবাহী কাজ করে আসছেন। কারিগরদের মতে, নৌকা মেরামত করতে অনেক খরচ হয়, বিশেষ করে যদি এটি কাঠ (শাল কাঠ) দিয়ে তৈরি হয়। অনেক জেলে নতুন নৌকাও তৈরি করে, যা সমুদ্রে নিয়ে যেতে প্রায় ১.৫ লক্ষ টাকা খরচ হয়। তারা এই অর্থের কিছু অংশ নিজেরাই বিনিয়োগ করে এবং বাকি অর্থ ধার করে বা মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে সংগ্রহ করে। তাদের প্রতিদিন মাছ ধরে প্রচুর পরিমাণে বিক্রি করতে হয় এবং এটাই তাদের জীবিকা। কিন্তু এই সবকিছুই পানির উপর নির্ভর করে, যেখানে প্রতিদিনই বিপদ থাকে। বন্যার সময়, তারা সাধারণ মানুষকে সাহায্য করতে এবং নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতেও এগিয়ে আসে। একজন জেলে জানান যে, বর্ষার সময় যখন তারা সমুদ্রে যান, তখন তাদের মন তাদের পরিবারের জন্য উদ্বিগ্ন থাকে। কারণ তারা গঙ্গা বা নদীর তীরে থাকেন, যেখানে বন্যার জল বেড়ে গেলে উদ্বেগ আরও বেড়ে যায়। বর্ষাকাল, বিশেষ করে আষাঢ় এবং শ্রাবণ মাসে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয় এবং এই সময়টি তাদের জন্য সবচেয়ে কঠিন। নৌকাগুলি সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ না করা হলে যে কোনও সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই, তারা সর্বদা সতর্ক থাকে এবং নৌকাগুলিকে নিরাপদ রাখার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করে।

ডেঙ্গু সচেতনতায় জলপাইগুড়ি সদর ব্লক

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি , ১৫ জুলাই ঃ ডেঙ্গু সচেতনতায় জলপাইগুড়ি সদর ব্লক। সদর ব্লকের পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোসলা মোর, মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল চত্বর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ মোড়, ডেঙ্গুয়াঝার, পাতকাটা কলোনি, পাহাড়পুর মোড় সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় জমা জল প্লাস্টিক ময়লা আবর্জনা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কাজে পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত। সার্কিট বেঞ্চের নবনির্মিত ভবনের খুব শীঘ্রই হতে চলেছে। সার্কিট বেঞ্চ সংলগ্ন এলাকা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে সদা তৎপর প্রশাসন। বিভিন্ন ব্লকের পাশাপাশি পুরসভা এলাকাতেও প্রশাসন এবং স্বাস্থ্য দপ্তর ডেঙ্গু- ম্যালেরিয়া সহ বিভিন্ন রোগ মোকাবেলায় সর্বদা এলাকা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন সহ বিভিন্ন কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে।

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে য়ার্ডের উন্নতকরণ কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ৬৩/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ১০-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেণ্ডার সংখ্যা. ১৬-এপি-II-২০২৫। কাজের নামঃ য়ার্ডের উন্নতকরণ- বামনহাট য়ার্ড। টেণ্ডার রাশিঃ ৮০,৪৯,০০৮.৬২/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১,৬১,০০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৪-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ০৪-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহার ডিভিশনে এসঅ্যান্ডটি কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ কেআইআর-এন-২০২৫-কে-৩১; তারিখ ঃ ১১-০৭-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন; কাজের নাম ঃ হাটোয়ার, কাঁকি, সূর্যকমল, ডালখোলা, তেলতা, সুধনী, বরসোই, মুকুরিয়া, আজমনগর, খুড়িয়াল, কুমেদপুর, ভালুকা রোড, হরিশ্চন্দ্রপুর, সামসি, কুমারগঞ্জ, একলাখি, আদিনা, ওল্ড মালদা-তে ইয়ার্ড উন্নয়নের জন্য সিগন্যালিং কাজ। টেন্ডার মূল্য ঃ ৩,০৩,৪০,৮৮২/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ৩,০১,৭০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিও ও সময় ১৫:০০ টায় এবং খোলা ০৪-০৮-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৪-০৮-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এস এন্ড টি), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

নতুন প্রজন্ম মিষ্টির বদলে ঝুঁকছে ফাস্ট ফুডের দিকে

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ১৫ জুলাই ঃ ইদানীং বদলাচ্ছে খাদ্যাভ্যাস। বিশেষত নতুন প্রজন্মের মধ্যে মিষ্টির প্রতি আগ্রহ কমতে শুরু করেছে। রসগোল্লা, সন্দেশ, পান্তুয়ার মতো ঐতিহ্যবাহী বাঙালি মিষ্টির বদলে তরুণ-তরুণীরা ঝুঁকছে ফাস্ট ফুডের দিকে। ফলে মিষ্টির দোকানে ভিড় কমছে, বিক্রি পড়ছে খাদের মুখে। দশ-পনেরো বছর আগেও আত্মীয়র বাড়িতে গেলে মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে যাওয়া ছিল সৌজন্যর নিদর্শন। কিন্তু সময় বদলেছে, বদলেছে অভ্যাস। এখন আড্ডায় মিষ্টি জায়গা করে নেয় না। বরং ঢুকে গেছে ফ্রেঞ্চ-ফ্রাই, চিপস, পিৎজা, পাস্তা। অতীতে সপ্তাহান্তে পরিবার নিয়ে মিষ্টির দোকানে যাওয়া, স্কুল-ফেরত রসগোল্লা কিংবা মিষ্টি দই খাওয়া ছিল অভ্যাস। এখন সেই জায়গা নিয়েছে বার্গার, কোল্ড ড্রিঙ্কস বা অন্য জাঙ্ক ফুড। এই পরিস্থিতিতে চিন্তিত মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীরা। মিষ্টি ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, বাঙালির সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ মিষ্টি। মিষ্টি হারিয়ে যাওয়া মানে এক ঐতিহ্যের বিলুপ্তিতে। তাঁদের কথায়, স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখেই অনেকে মিষ্টি বর্জন করছে, কিন্তু ভাজাপোড়া দিব্যি খাচ্ছে। সেই কারণে তাঁরা আবেদন জানিয়েছেন, স্থানীয় সাংস্কৃতিক সংগঠন ও খাদ্যপ্রেমী মহলের কাছে যাতে মিষ্টি উৎসব বা প্রচারাভিযানের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে ফের মিষ্টির দিকে আকৃষ্ট করা যায়। একাধিক মিষ্টি ব্যবসায়ীদের কথায়, আগের মতো এখন আর ছাত্র-ছাত্রী বা তরুণ প্রজন্ম মিষ্টির দোকানে আসে না। যাঁরা আসেন, তাঁদের অধিকাংশই মধ্যবয়সী বা বৃদ্ধ। মিষ্টির পরিবর্তে চাউমিন, রোল, মোমো, কচুরি কিংবা পিৎজার মতো খাবারেই মজেছে নতুন প্রজন্ম। ফলে দীর্ঘদিনের পরিবার চালিত মিষ্টির ব্যবসা আজ সংকটের মুখে। মিষ্টি বিক্রেতাদের আশঙ্কা, এই ধারা চলতে থাকলে আগামী দশকে ঐতিহ্যবাহী মিষ্টির দোকানগুলি হারিয়ে যাবে শহরের মানচিত্র থেকে।

অপারেশন 'সিঁদুরে' অংশগ্রহণকারী শুভজিত রায়ের গলায় শোনা গেল আত্মবিশ্বাসী সুর

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ১৫ জুলাই ঃ 'পাকিস্তানের চোখরাঙানিকে আমরা ভয় পাই না বরং তাদের উচিত শিক্ষা দিতে আমরা সদা প্রস্তুত-' জেলা প্রশাসনিক দপ্তরের সংবর্ধিত হয়ে আজ এ কথাই জানালেন অপারেশন 'সিঁদুরে' অংশগ্রহণকারী ১২৫ নাম্বার ব্যাটেলের কনস্টেবল পদে নিযুক্ত তথা বহরমপুরের কাশিমবাজার অঞ্চলের বাসিন্দা শুভজিত রায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সোমবার মুর্শিদাবাদ জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে অপারেশন 'সিঁদুরে' বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করার জন্য বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় তাকে। আজকের অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসনিক দপ্তরে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক রাজর্ষি মিত্র সহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভজিত রায় জানান, 'কাশ্মীরের পেহেলগাঁওয়ের বৈসরণ উপত্যকায় আমাদের দেশের নিরীহ পর্যটকদের ওপর পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদীদের গুলি চালানোর ঘটনার পর থেকেই আমরা পাকিস্তানকে উচিত সাজা দিতে প্রস্তুত ছিলাম। ৮ তারিখ রাতে আমাদের কমান্ডিং অফিসার সম্পূর্ণ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে সাম্বা ফন্টে চলে যাওয়ার জন্য আমাদের নির্দেশ দেন। সেই আদেশ অনুসারে আমরা সেখানে গিয়ে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর ওপর মার্টার দিয়ে হামলা চালাই। যদিও এর আগে থেকেই তারা ভারতের দিকে গোলাবর্ষন শুরু করে দিয়েছিল।' শুভজিত আরও বলেন, 'পাকিস্তানি জঙ্গি ঘাঁটি সম্পূর্ণ ধ্বংস করার জন্য আমাদের অবস্থান বারবার বদলাতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছিল। সেই অনুযায়ী তিনবার জায়গা বদলের পর আমরা যেদিকে গোলাবর্ষন শুরু করি সেখানে একটি শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল। । পরে আমরা জানতে পারি সেখানে বেশ কিছু পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়েছেন এবং আমাদের মুখোমুখি না হতে পেরে ওই সেক্টরে থাকা পাকিস্তানি রেঞ্জার্সদের কিছু অফিসার সেই

ঘাঁটি ছেড়ে পালিয়েছেন। আমি কুড়ি দিনের ছুটিতে ঘরে ফিরেছি। এখনও পর্যন্ত সেই ঘাঁটিতে কেউ ফেরত আসেনি বলেই আমার কাছে খবর রয়েছে।' তবে শুভজিতের আক্ষেপ, আরও কিছুদিন যুদ্ধ চললে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে আরও শায়েস্তা করা যেত। তবে অপারেশন 'সিঁদুরে' ভারতীয় সেনাদের যে কোনও ক্ষতি হয়নি সেই বিষয়ে নিশ্চিত করেন শুভজিত। তিনি বলেন, 'আমাদের ডিফেন্স এতটাই শক্তপোক্ত ছিল যে পাকিস্তানের গুলিবর্ষণে কোনও ভারতীয় সেনার ক্ষতি হয়নি ।' এদিন স্বামীর সম্মানে গর্বিত শুভজিতের স্ত্রী রিয়া রায় বলেন, 'যুদ্ধ চলাকালীন আমরা ভয় পেলেও ওকে বুঝতে দিইনি। সবসময় ওকে সাহস যুগিয়ে গেছি। সেই সঙ্গে শুভজিতেরও যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস ছিল। আমাদের বলেছিল ভারতীয় সেনার কোনও ক্ষতি হবে না।'

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচি

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১৫ জুলাই ঃ রাস্তা সংস্কারের দাবিতে দল মত নির্বিশেষে রামপুরহাটে বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচিতে অংশ নিল রামপুরহাটবাসী। মঙ্গলবার ১, ৩ ও ১৪ নং ওয়ার্ড নাগরিক মঞ্চের পক্ষ থেকে শ্রীফলা মিলিটারি রোড সংস্কারের দাবিতে লোকো পাড়া মোড়ে এই অবস্থান বিক্ষোভ ও পথ অবরোধ হয়। বৃষ্টির মধ্যেও এদিন সকাল ৯ টা নাগাদ মানুষ এই অবরোধে শামিল হন। অবরোধ চলে বেলা এগারোটা পর্যন্ত। এর ফলে ছয় ফুকো মোড় পর্যন্ত তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে এই অবরোধ ওঠে। উল্লেখ্য, নিশ্চিন্তপুর এলাকায় এই শ্রীফলা মিলিটারি রোড রামপুরহাট পৌরসভার অন্তর্গত এক, তিন এবং ১৪ নম্বর ওয়ার্ড ছাড়াও রামপুরহাট এক নম্বর ব্লকের কুসুম্বা, নারায়ণপুর এবং নলহাটি এক ব্লকের হরিদাসপুর অঞ্চলের মানুষ রামপুরহাট শহরের সঙ্গে সংযুক্ত। একসময় মিলিটারি রোড হিসেবে এই রাস্তাটি বিখ্যাত ছিল। যা সরাসরি শুরুচুয়া অস্থায়ী এয়ার ড্রামের সঙ্গে সংযুক্ত। এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি আজ বেহাল। স্কুলপড়ুয়া থেকে কর্মক্ষেত্রে যাওয়া বিভিন্ন মানুষজনের নাজেহাল অবস্থা কারণ খানাখন্দে ভরা এই রাস্তার উপর দিয়ে তাদের নিত্য যাওয়া আসা। এলাকার বাসিন্দা শাহজাদা হোসেন কিনু বলেন পৌরসভাকে বারবার জানিয়েও কোন লাভ হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে এই বৃষ্টির মধ্যেও সাধারণ মানুষ পথ অবরোধে শামিল হন।

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে এস এন্ড টি অ্যাসোসিয়েটেড ওয়ার্কস

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ এসএন্ডটি/এপিডিজে/২০, তারিখ ঃ ০৯-০৭-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। ক্র. নং.-২; টেন্ডার নং ঃ এপি-এসটি-২০-২০২৫-২৬; কাজের নাম ঃ ইয়ার্ড উন্নয়ন-চৌতারা, ফকিরাগ্রাম, কোকরাঝাড় এবং বাসুগাঁও ইয়ার্ড। (এসএন্ডটি অ্যাসোসিয়েটেড কাজ)। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য ঃ ৪০,৪৫,৬৩৭/-টাকা; বিড সিকিউরিটি ঃ ৮০,৯০০/-টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০৫-০৮-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলা ০৫-০৮-২০২৫ তারিখে বন্ধের পরে। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখুন।

ডিআরএম (এস এন্ড টি), আলিপুরদুয়ার ডিভিশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

OFFICE OF THE DHULAURI GRAM PANCHAYAT
Domkal, Murshidabad
NOTICE INVITING e-TENDER NO-(1)10/15 th CFC/2025-26 & (2) 11/15 th CFC/2025-26

For and on behalf of the Prodhan, Dhulauri Gram Panchayat, invites sealed percentage rate tenders for total 2(Two)Nos. different works. Source of Fund: 15 th CFC. Intending bidders may download tender documents from e-procurement portal of our website **http://wbtenders.gov.in** from **14.07.2025 at 18.00 Hours to 22.07.2025 up to 17.00 Hours.** The pre-qualification documents alone will be opened on **25.07.2025 at 17.00 hours**.

Sd/- Prodhan
Dhulauri Gram Panchayat

ডায়না টি কোম্পানী লিমিটেড

CIN: L15495WB1911PLC002275

নিবন্ধিত অফিসঃ স্যার আরএনএম হাউস (৪র্থ তলা), ৩বি, লাল বাজার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০ ০০১

ফোনঃ (০৩৩) ৪০৬৬ ১৫৯০-৯৩, ফ্যাক্সঃ (০৩৩) ২২৪৮-৭৫৭১

ই-মেইলঃ contactus@dianatea.in ওয়েবসাইটঃ www.dianatea.in

শেয়ারহোল্ডারদের জন্য বিজ্ঞপ্তি

স্থানান্তর পুনঃলজেন্সের জন্য উপ-বিশেষ উইন্ডো খোলা

ভৌত শেয়ারের জন্য অনুরোধ

সকল শেয়ারহোল্ডারদের অবহিত করা হচ্ছে যে, SEBI সার্কুলার নং SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/ 97 তারিখের ২ জুলাই, ২০২৫ অনুসারে, কোম্পানিটি ১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে জমা দেওয়া কিন্তু ডকুমেন্টেশন, প্রক্রিয়া বা অন্য কোনও কারণে প্রত্যাখ্যাত বা ফেরত দেওয়া ভৌত শেয়ারের ট্রান্সফার ডিড পুনঃলজেন্সের জন্য এককালীন বিশেষ উইন্ডো অফার করতে পেরে আনন্দিত।

এই বিশেষ উইন্ডোটি ৭ জুলাই, ২০২৫ থেকে ৬ জানুয়ারী, ২০২৬ পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য খোলা থাকবে।

দয়া করে মনে রাখবেন যে এই উইন্ডো চলাকালীন, সমস্ত পুনঃলজেন্স সিকিউরিটিজ শুধুমাত্র ডিম্যাটেরিয়ালাইজড (ডিম্যাট) আকারে জারি করা হবে।

যোগ্য শেয়ারহোল্ডাররা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ কোম্পানি বা তার রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (RTA) এর কাছে তাদের স্থানান্তর অনুরোধ জমা দিতে পারেন।

পুনঃস্থাপন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত যেকোনো প্রশ্ন বা সহায়তার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুনঃ

চিঠিপত্রের ঠিকানা	
সচিবালয় বিভাগ, ডায়না টি কোম্পানি লিমিটেড, ৩বি, লাল বাজার স্ট্রিট স্যার আরএনএম হাউস (৪র্থ তলা), কলকাতা-৭০০০০১ ফোনঃ (০৩৩) ৪০৬৬-১৫৯০ /৯৩ ইমেলঃ contactus@dianatea.in ওয়েবসাইটঃ www.dianatea.in	মেসার্স মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড ২৩, আর.এন. মুখার্জি রোড ৫ম তলা, কলকাতা-৭০০ ০০১ ফোনঃ (০৩৩) ২২৪৩-৫০২৯, ২২৪৮-২২৪৮ ফ্যাক্স (০৩৩) ২২৪৮৪৭৮৭ ইমেলঃ mdpldc@yahoo.com

ডায়না টি কোম্পানী লিমিটেডের জন্য,
স্বা /-
নম্রতা সরফ
কোম্পানি সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
M. No. A40824

স্থান - কলকাতা
তারিখ- ১৫ জুলাই, ২০২৫

একের পর এক বেআইনি অস্ত্র উদ্ধারে সাফল্য মালদা জেলা পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৫ জুলাই ঃ একের পর এক বেআইনি অস্ত্র উদ্ধারে সাফল্য মালদা জেলা পুলিশের। বেশিরভাগ অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনা রয়েছে বিহার থেকে। এবছরের শুরুতেই মালদায় তৃণমূল কাউন্সিলর দুলাল সরকারকে প্রকাশ্যে গুলি করে খুনের ঘটনা হয়। এরপরেও গত কয়েক মাসে একাধিক শুটআউট আর অপরাধে বেআইনি অস্ত্রের ব্যবহার নজরে এসেছে মালদায়। পুলিশি তদন্তে উঠে এসেছে মালদায় বেশিরভাগ বেআইনি অস্ত্র ঢুকছে বিহার ও ঝাড়খন্ড থেকে। মালদা জেলার একদিকে বিহার, অন্যদিকে ঝাড়খন্ড রাজ্যের সীমান্ত। পাশাপাশি জেলায় বড় অংশে রয়েছে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমা। অবস্থানগত এই সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে বেআইনি অস্ত্র কারবারের ঘাঁটি হয়ে উঠছে মালদা। জেলা পুলিশের হিসেবেই চলতি বছরে মালদায় উদ্ধার হয়েছে ৭০ টিরও বেশি বেআইনি অস্ত্র। এছাড়াও প্রচুর গুলি ও ম্যাগাজিন। বেআইনি অস্ত্রের রমরমা ভাবাচ্ছে পুলিশকে। আতঙ্কে জেলার ব্যবসায়ীরাও। সরব শাসক ও বিরোধী দুইপক্ষই। গত ২ জানুয়ারি মালদার ইংরেজবাজারে পিছু ধাওয়া করে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেওয়া হয় তৃণমূল কাউন্সিলর তথা দাপুটে নেতা দুলাল সরকারকে। ঘটনায় জড়িত দুষ্কৃতিদের বিহার যোগ এবং ভিন্ন রাজ্য থেকে অস্ত্র আনার বিষয় তদন্তে উঠে আসে। এরপরেও একাধিক অপরাধে ব্যবহার হয়েছে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র। এরপর অস্ত্র উদ্ধারে শুরু হয় বাড়তি অভিযান। চলতি বছরে গত জুন মাস পর্যন্ত পুলিশের হিসেবে মালদায় অস্ত্র উদ্ধারের ৪১টি ঘটনা ঘটেছে। গ্রেফতার করা হয়েছে ৭৫ জনকে। উদ্ধার হয়েছে ৭১টি আগ্নেয়াস্ত্র। ১২৪ রাউন্ড গুলি। আরও ১৬ টি ম্যাগাজিন। সবচেয়ে বেশি উদ্ধারের ঘটনা ঘটেছে বৈষ্ণবনগর, কালিয়াচক, মানিকচক, ইংরেজবাজারে। অস্ত্র উদ্ধারে ধৃতদের জেরা করে জানা গেছে, মালদায় বেশিরভাগ অস্ত্র আসছে বিহারের মুঙ্গের আর পার্শ্ববর্তী রাজ্য ঝাড়খন্ড থেকে। মিডিলম্যান ও ক্যারিয়ারদের মাধ্যমে আসছে এইসব আগ্নেয়াস্ত্র। প্রতিটি নাইন এমএম, ও সেভেন এমএম পিস্তল বিক্রি হচ্ছে ৩০ থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত। তবে এখন প্রশ্ন একটাই কবে এই অস্ত্র কারবার খুন-খারাবি কমবে সেই দিকে এখন তাকিয়ে মালদা জেলাবাসী।

আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ চলেছে বরাবাজার বালিকা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ১৫ জুলাই ঃ এই মুহূর্তে মেয়েদের আত্মরক্ষার যে খুবই প্রয়োজন আছে তা সকলেই স্বীকার করেন। সেই নিয়েই নতুন পথ দেখাচ্ছে পুরুলিয়ার এই স্কুল। পড়াশোনার পাশাপাশি মেয়েরা যাতে নিজেদের রক্ষা নিজেরাই করতে পারে সেই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হল বরাবাজার বালিকা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। জেলা ক্যারাটে ডু অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় বেল্ট টেস্ট প্রশিক্ষণ ও ক্যারাটে ট্রেনিংয়ের আয়োজন করা হয় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। মেয়েরা ঘর থেকে বাইরে বেরোলেই প্রত্যেক মা-বাবার চিন্তা থেকেই যায়, সুস্থভাবে মেয়ে বাড়ি ফিরে আসবে তো। সেই চিন্তার থেকে মুক্তি পেতে প্রত্যেক মেয়ের প্রয়োজন ক্যারাটে শেখা। এতে আত্মরক্ষার পাশাপাশি শরীর চর্চাও হয়। এ বিষয়ে পুরুলিয়া জেলা ক্যারাটে ডু এসোসিয়েশনের সম্পাদক ধনঞ্জয় প্রামানিক বলেন, ক্যারাটে হচ্ছে নিজেকে আত্মরক্ষার একটি কৌশল। মেয়েরা যাতে নিজেদের আত্মরক্ষা নিজেরাই করতে পারে, সেই কারণে প্রতিটি মেয়ের ক্যারাটে শেখা প্রয়োজন। তিনি আরো বলেন, আগের তুলনায় বর্তমানে ক্যারাটের চাহিদা বেড়েছে। তিনি পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন প্রান্তে এই প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। এই প্রশিক্ষণ নিয়ে ছেলে-মেয়েরা পাঞ্জাব, দিল্লি, সহ বিভিন্ন রাজ্যে গিয়ে স্টেট লেভেল পর্যন্ত নিজেদের প্রতিভাকে উপস্থাপিত করেছেন। এই বিষয়ে এক ছাত্রী বর্ষা কালিন্দী বলেন, পড়াশোনার পাশাপাশি তিনি ক্যারাটে প্রশিক্ষণ নেন। এতে অনেকটাই আত্মনির্ভরতা বেড়েছে তার। শরীরও সুস্থ রাখা যায় এই প্রশিক্ষণের মধ্যে দিয়ে।

যৌন নির্যাতনের ভিডিও ফোনে ধরে রাখার দায়ে ধৃত তরুণ

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৫ জুলাই ঃ যৌন নির্যাতন ও সেই ভিডিও রাখার অভিযোগে গ্রেফতার হল এক তরুণ। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার ইন্দাসে। ধৃতকে পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাটি গত বছর ডিসেম্বর মাসের। ইন্দাস এলাকায় ওই নাবালিকার বাড়ি। প্রতিবেশী হিসেবে ওই তরুণকে সে কাকু বলে ডাকে। জানা গিয়েছে, ডিসেম্বরের এক সন্ধ্যায় ওই নাবালিকা অভিযুক্তের বাড়ি গিয়েছিল। সেসময় তার উপর যৌন নির্যাতন করা হয় বলে অভিযোগ। শুধু তাই, ঘটনাটি মোবাইলে ভিডিও করেও সে রাখে বলে অভিযোগ। চলতি মাসে ওই ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছ।য়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। সেই ভিডিও ওই নাবালিকার মায়ের নজরে আসে। কালবিলম্ব না করে ওই পরিবার ইন্দাস থানায় ওই যুবকের নাম লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে সোমবার গভীর রাতে ওই তরুণকে গ্রেফতার করে।

আবারও জলের তলায় ঝাড়গ্রাম, বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে যোগাযোগ

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ১৫ জুলাই ঃ আবারও জলের তলায় ঝাড়গ্রাম, ঝাড়গ্রামে বৃষ্টি না হলেও বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার বিক্ষিপ্ত অংশে ভারী বৃষ্টিতে জল বাড়তে শুরু করেছে তারাফেনী ও ভৈরববাঁকী নদীর। ঝাড়গ্রামের একাধিক কজওয়ে জলের তলায়। সকাল থেকেই তারাফেনী ও ভৈরববাঁকী নদীর জলস্তর বাড়ায় ঝাড়গ্রাম ও বাঁকুড়ার মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ভৈরববাঁকী নদীর উপর নিশ্চিন্তপুর কজওয়ে, তারাফেনী নদীর উপর বেলপাহাড়ি ব্লকের এঁটালায় ঝাড়গ্রাম-বাঁকুড়া নয় নম্বর রাজ্য সড়কের কালভার্ট ও বিনপুর দুই নম্বর ব্লকে তারাফেনী নদীর উপর ঢোলভাঙ্গা কজওয়ের উপর ওঠে পড়ে জল ফলে সম্পূর্ণভাবে ঝাড়গ্রাম-বাঁকুড়া যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। গতকাল ঝাড়গ্রামে সেভাবে বৃষ্টিপাত হয়নি, তবে পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ায় অতিবৃষ্টির কারণে বেশ কিছু জলাধারের জলস্তর বৃদ্ধি পায়। যার ফলে সেচ দফতর বাধ্য হয়ে জল ছাড়ে। সমস্ত কজওয়ের উপর জল থাকায় অনেকেই তাদের নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছাতে পারেননি। ঝাড়গ্রাম থেকে বাঁকুড়ার রাইপুরে শিক্ষকতা করতে আসা শিক্ষকরাও বিপাকে পড়েন। ঘুরতে হয় বাড়তি প্রায় ৪০-৪৫ কিমি পথ। স্থানীয়রাও অনেকেই এদিন বাড়ি থেকে কাজে বেরোতে পারেন নি। স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, নদী পেরিয়ে মাত্র চার পাঁচ কিমি যেতে হত, জল থাকায় এখন অনেকটা পথ ঘুরে যেতে হবে। সেচ দফতর সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত মুকুটমণিপুর জলাধার থেকে প্রায় ১৫ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। মুকুটমণিপুর জলাধার থেকে ক্যানেলের মাধ্যমে জল আসে তারাফেনী ব্যারাজ ও যাঁতাডুমুর জলাধারে পাঠান হয়। তারাফেনী ব্যারাজ থেকেও তারাফেনী নদীতে জল ছাড়ার ফলে ঝাড়গ্রাম-বাঁকুড়া যোগাযোগ সম্পূর্ণভাবেই বন্ধ রয়েছে। দুর্ঘটনা এড়াতে কজওয়েগুলির উপর মোতায়েন করা পুলিশ। নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেচ দফতর সূত্রে খবর, বাঁকুড়ার রানীবাঁধ ব্লকের যাঁতাডুমুর জলাধারে জল বাড়তে শুরু করে। ওই জলাধারের সর্বাধিক জলধারণ ক্ষমতা ৩৮৬ ফুট। গতকাল বিকালে ওই জলাধারে জলস্তরের উচ্চতা ৩৮১ ফুট ছুঁয়ে যাওয়ায় জলাধার থেকে জলছাড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এরপরই ওই জলাধার থেকে দেড় হাজার কিউসেক হারে জলছাড়া শুরু করে সেচ দফতর। যাঁতাডুমুর জলাধার থেকে ছাড়া জলে এদিন সকাল থেকে ভৈরববাঁকী নদীর উপর নিশ্চিন্তপুর কজওয়ের যান চলাচল বন্ধ। সুতরাং, এখন এমন পরিস্থিতিতে যেমন সাধারণ মানুষেরা সমস্যায় পড়েছেন, ঠিক সেইরকমই কারও ঘুরতে যাওয়ার প্ল্যান থাকলে মাঝরাস্তায় সমস্যায় পড়তে হতে পারে।

যুব মোর্চার ডাকে আগামী ২১ জুলাই উত্তরকন্যা অভিযানের ডাক

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৫ জুলাই ঃ যুব মোর্চার ডাকে আগামী ২১ জুলাই উত্তরকন্যা অভিযান । আর এই অভিযানকে সাফল্যমন্ডিত করতেই জলপাইগুড়িতে দেওয়াল লিখন করতে দেখা গেল যুব মোর্চার সদস্যদের। জলপাইগুড়ি যুব মোর্চার সভাপতি পলেন ঘোষ বলেন এই রাজ্যে নারীদের নিরাপত্তা বলে কিছুই নেই । যুবসমাজের চাকরি নেই , বাড়ছে বেকারত্ব। নেশাগ্রস্ত হচ্ছে যুব সমাজ।এইঅবস্থায় তারা অসামাজিক কার্যকলাপ করছে। এই সমস্ত সহ আরো বিভিন্ন দাবি নিয়ে আগামী ২১ জুলাই যুব মোর্চার ডাকে উত্তর কন্যা অভিযান।

NOTICE INVITING E-TENDER
No. 01, Dated: 11/07/2025

The Prodhan Chaktentul Gram Panchayat invites e-tender on behalf of Chaktentu Gram Panchavat, Purba Bardhaman for the 3(Three) similar works. Date of closing of submission of Technical & Financial Bid. (Online): **21/07/2025 up to 11.00 IST**. Date of opening or Technical Bid: **23/07/2023 up to 11.00 IST.** For details visit website https://wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Chaktentul Gram Panchayat.

NOTICE INVITING E-TENDER
No. 02, Dated: 11/07/2025

The Prodhan Chaktentul Gram Panchayat invites e-tender on behalf of Chaktentu Gram Panchavat, Purba Bardhaman for the work of Const. CC cover drain with sock pit. Date of closing of submission of Technical & Financial Bid. (Online): **21/07/2025 up to 15.00 IST.** Date of opening or Technical Bid: **23/07/2023 up to 15.00 IST.** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Chaktentul Gram Panchayat.

TENDER NOTICE
NIT-05/2025-26
2025_ZPHD_878924_ 1 Dated- 16/07/2025

Separate Tenders are hereby invited by Pradhan, Chandi GP, 24pgs(s). Last date and time of application **23/07/2025 up to 01.00 pm.** Date of Opening of Tender on **25/07/2025 at 01.00 PM.** Other details will be available from the **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Chandi Gram Panchayat
Amtala, 24pgs(s)

Office of The
GOKARNA-II GRAM PANCHAYAT
Vill. -Nabagram, P.O- Hazarpur Nabagram, PS - Kandi, Dist.- Murshidabad
E-Tender Notice

Gokarna-II G.P. under Kandi P.S. Invites e-tender vide **NIeT No-(1) MSD/KAN/GOK-II/06/2025-26.** Last date of submission **21/07/2025 up to 16.00 Hrs**. Bid Opening Date(Technical): **23/07/2025 at 16:00 Hrs.** and Financial: **24/07/2025 at 11:00 Hrs.** For details visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Gokarna-II Gram Panchayat
P.O.-Hazarpur, Nabagram, Dist-Murshidabad

TARAKESWAR MUNICIPALITY
e-Tender Notice

The Chairman, Tarakeswar Municipality invites of e-tender for following Development work for 03 nos Govt. aided Primary School within Tarakeswar Municipality:

Sl. No.	Tender for	e-Bid submission Start Date	e-Bid submission end Date	Technical Bid Opening date
1.	2025_MAD_878501_1	16.07.2025	24.07.2025	26.07.2025
2.	2025_MAD_878501_2	16.07.2025	24.07.2025	26.07.2025
3.	2025_MAD_878501_3	16.07.2025	24.07.2025	26.07.2025

Details information will be available from the website- http://wbetenders.gov.in

Chairman
Tarakeswar Municipality

পশ্চিমবঙ্গ 'ল' ক্লার্কস এ্যাসোসিয়েশন, জলপাইগুড়ি

আমরা,

১. অভিক মানি পিতা মৃত দেবীশঙ্কর মানি ২. অমরেশ রায় পিতা- মলিন্দ্র নাথ রায় ৩. আখিরুল ইসলাম পিতা - মকসেদ আলি ৪. বিবেকানন্দ সরকার পিতা- খুশিমোহন সরকার ৫. বিজয় রায় পিতা- গৌতম রায় ৬. বিশ্বজিৎ সরকার পিতা-বিতাংস্ত কুমার সরকার ৭. চিরঞ্জিত দাস পিতা -গোপাল দাস ৮. দুলাল দাস পিতা- বিপিন দাস ৯. দেবজিত ঘোষ পিতা-বিকি ঘোষ ১০. হিমান ঘোষ পিতা- হরেকৃষ্ণ ঘোষ ১১. হাসানুর রহমান পিতা- আজিজুল রহমান ১২. হাবিব রহমান পিতা- বজলার রহমান ১৩. জয়ন্ত সেন পিতা- যোগেন সেন ১৪. জয় দাস পিতা- দীলিপ কুমার দাস ১৫. কৌশিক রায় পিতা- জ্ভ্রঞ্জিত রায় ১৬. কৌশিক সেন পিতা- কানু সেন। ১৭. মহ মজাঙ্গির আলম পিতা- ১৮. ননিগোপাল রায় পিতা- সন্তোষ রায় ১৯. পার্থ দাস পিতা- সুভাষ দাস ২০. পদ্ম পাল পিতা- পূর্ণ চন্দ্র পাল ২১. প্রসেনজিত মণ্ডল পিতা-অন্নধর মণ্ডল ২২. পীযূষ বর্মন পিতা- ধীরেন বর্মন ২৩. সাগর রায় পিতা- নরেশ রায় ২৪. সত্যজিত মণ্ডল পিতা- মনরঞ্জন মণ্ডল ২৫. সুরজিত মণ্ডল পিতা-রবীন্দ্র মণ্ডল ২৬. সুদীপ কর্মকার পিতা- সুকুমার কর্মকার ২৭. সত্যজিত রায় পিতা- রোহিত রায় ২৮. সৌপায়ন সরকার পিতা- বিপ্লব সরকার ২৯. শুভম সরকার পিতা- হরেকৃষ্ণ সরকার ৩০. শুভজিত রায় পিতা-নৃপেন রায় ৩১. স্বপন রায় পিতা-উপেন রায় ৩২. রাজা দাস পিতা- উত্তম দাস ৩৩. রঞ্জিত রায় পিতা-মৃত রাজেন্দ্র নাথ রায় ৩৪. রঞ্জিত রায় পিতা- নলিন্দ্র নাথ রায় ৩৫. প্রসেনজিত সরকার পিতা-সাধন সরকার ৩৬. বাপী আহম্মেদ পিতা-মৃত আসরাফ আলি মহম্মদ ৩৭. সুব্রত সরকার পিতা- মৃত সুভাষ সরকার। ৩৮. রবি শঙ্কর দাস পিতা - দ্বীপ নারায়ণ দাস। সকলের থানা- কোতোয়ালি জেলা- জলপাইগুড়ি ব্যক্তিগণ দীর্ঘদিন যাবত জলপাইগুড়ি নবাববাড়ি আদালতে শিক্ষানবিশ হিসাবে - ল ক্লার্কস এর কাজকর্ম করিয়া, আসিতেছি।

উপযুক্ত প্রমানপত্র সহ পশ্চিমবঙ্গ 'ল' ক্লার্কস স্টেট কাউন্সিলে এনরোলমেন্ট সার্টিফিকেট পাইবার জন্য আবেদন করিয়াছি। যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহাইলে ১৫ দিনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ 'ল' ক্লার্কস স্টেট কাউন্সিলে জানাইবেন।

স্টার্কের রেকর্ড ৬ উইকেট, বোল্যান্ডের হ্যাটট্রিক, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২৭ রানে অলআউট

জামাইকা, ১৫ জুলাইঃ টেস্ট ইতিহাসে এক অবিশ্বাস্য দিন। মাত্র ১৪.৩ ওভারে অলআউট ওয়েস্ট ইন্ডিজ-মাত্র ২৭ রানে! অস্ট্রেলিয়ার পেসারদের তাণ্ডবে ফ্রাঙ্ক ওরেল ট্রফির শেষ টেস্টটি পরিণত হয় একতরফা প্রদর্শনীতে। ১৭৬ রানের বিশাল জয় তুলে নিয়ে ৩-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতল অস্ট্রেলিয়া। এর আগে দ্বিতীয় ইনিংসে ১২১ রানে অলআউট হয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ২০৪ রানের লক্ষ্য দিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। এটি টেস্ট ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন দলীয় সংগ্রহ। এর চেয়ে কম রানে কোনো দল অলআউট হয়েছিল কেবল একবার-১৯৫৫ সালে নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ডের বিপক্ষে মাত্র ২৬ রানে। অস্ট্রেলিয়ার ধ্বংসযজ্ঞের নায়ক মিচেল স্টার্ক। ৬ উইকেট নিয়েছেন এই বাঁহাতি পেসার। স্যাবাইনা পার্কে সিরিজের শেষ টেস্টের তৃতীয় দিন ছিল যেন মিচেল স্টার্কের জন্যই লেখা। তাঁর ১০০তম টেস্ট, সঙ্গে গোলাপি বল-যেটির সঙ্গে তাঁর সাফল্যের সম্পর্ক বহু পুরোনো। কিন্তু কেউ-ই হয়তো কল্পনাও করেননি যে এমন ভয়ংকর

ধ্বংসযজ্ঞ অপেক্ষা করছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের জন্য। স্টার্ক নিজের প্রথম ওভারেই তুলে নেন তিনটি উইকেট-এরপরই ইতিহাস। টেস্ট ক্রিকেটে দ্রুততম ৫ উইকেট নেওয়ার রেকর্ডটি গড়ে ফেলেন এই পেসার আর সেই পথেই পূর্ণ হয় তাঁর ৪০০ টেস্ট উইকেটের মাইলফলক। স্টার্কের এই বিধ্বংসী স্পেলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটিং লাইনআপ ধসে পড়ে চোখের পলকে, যা অস্ট্রেলিয়ার দাপুটে জয়ের পথ সুগম করে। এরপর মঞ্চে আসেন স্কট বোল্যান্ড। তিনিও রেখে গেলেন নিজের ছাপ-হ্যাটট্রিক! জাস্টিন গ্রিভস, শামার জোসেফ ও জোমেল ওয়ারিকানকে এক ওভারেই ফিরিয়ে দিয়ে তিনি ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ২৬/৯ বানিয়ে দেন। সেই মুহূর্তে ক্যারিবীয়দের সামনে ভেসে উঠেছিল টেস্ট ইতিহাসের সবচেয়ে কম রানে অলআউট হওয়ার লজ্জাজনক রেকর্ড-১৯৫৫ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ২৬ রানে অলআউট হয়েছিল নিউজিল্যান্ড। তবে সেই লজ্জা তারা এড়ায় একটুর জন্য-গালিতে স্যাম কনস্টাসের একটি মিস ফিল্ডে এক রান পায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ, হয়ে যায় ২৭। কিন্তু পরের বলেই আবার স্টার্ক! তুলে নেন শেষ উইকেট আর ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইনিংসের পর্দা নামিয়ে শেষ করেন ব্যক্তিগত সেরা ৬/৯ বোলিং ফিগার নিয়ে। পুরো ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল মাত্র ১৪.৩ ওভারেই অলআউট-এটি আধুনিক টেস্ট ইতিহাসে অন্যতম সংক্ষিপ্ত ও বিব্রতকর এক ইনিংস।

লর্ডসে মুখ থুবড়ে পড়ার কারণ ফাঁস শুভমনের!

লন্ডন, ১৫ জুলাইঃ লর্ডসের ঐতিহাসিক মাঠে শেষ দিনের শেষ সেশনে ভারতের হারের তিক্ততা ছুঁয়ে গেল সমর্থকদের। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২২ রানে হেরে সিরিজে ২-১ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ল ভারত। তবে রবীন্দ্র জাডেজা, জসপ্রীত বুমরাহ এবং মহম্মদ সিরাজের হার-না-মানা লড়াই ভারত অধিনায়ক শুভমন গিলের প্রশংসা কুড়িয়েছে। ম্যাচ-পরবর্তী সাক্ষাৎকারে তিনি হারের পেছনে দুটি প্রধান কারণ উল্লেখ করেছেন। ম্যাচ শেষে সঞ্চালক মাইক আথারটনের প্রশ্নে শুভমন জাডেজা, বুমরাহ এবং সিরাজের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ''জাডেজা, বুমরাহ এবং সিরাজের ব্যাটিংয়ে আমি গর্বিত। পাঁচ দিন ধরে আমরা লড়াকু ক্রিকেট খেলেছি। শেষ সেশনে শেষ উইকেট পর্যন্ত লড়াই যখন গড়ায়, তখন তার তীব্রতা বোঝা যায়। আমরা রান তাড়া করতে আত্মবিশ্বাসী ছিলাম। জাডেজার একক লড়াই এবং টেলএন্ডারদের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ সময়ের জুটি ভারতকে জয়ের কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি।'' হারের কারণ হিসেবে শুভমন টপ অর্ডারের ব্যর্থতা এবং প্রথম ইনিংসে লিড নিতে না পারার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ''সোমবার সকালেও ভেবেছিলাম

ম্যাচটা জিতে যাব। অনেকের ব্যাট করা বাকি ছিল। কিন্তু ইংল্যান্ড যেভাবে আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলল, তাতে মনে হয় টপ অর্ডারে অন্তত দুটো ৫০ রানের জুটি হলে ম্যাচটা বের করে ফেলতে পারতাম। সেটা পারিনি। ইংল্যান্ড আমাদের চেয়ে ভালো খেলেছে।'' শুভমন আরও জানান, প্রথম ইনিংসে ৮০-১০০ রানের লিড পাওয়া গেলে ভারত অনেক ভালো অবস্থানে থাকত। তিনি বলেন, ''পঞ্চম দিনে লর্ডসে ১৫০-২০০ রান তাড়া করা কঠিন, এটা আমরা জানতাম। তাই অন্তত ৮০ রানের লিড চেয়েছিলাম। চতুর্থ দিনের শেষ ঘণ্টায় আমরা খুব খারাপ ব্যাটিং করেছি। বিশেষ করে শেষ দুটো উইকেট পড়া একেবারেই উচিত হয়নি। পঞ্চম দিনের সকালে একটা ৫০ রানের জুটি হলেই আমরা অনেক ভালো জায়গায় থাকতাম।'' পাঁচ ম্যাচের সিরিজে পিছিয়ে পড়লেও শুভমন আশাবাদী। তিনি বলেন, ''সিরিজের স্কোরকার্ড সবসময় আসল চিত্র তুলে ধরে না। আমরা ভালো ক্রিকেট খেলেছি। বাকি সিরিজে আরও ভালো খেলব।'' জাডেজার প্রশংসায় তিনি বলেন, ''জাডেজা অভিজ্ঞ ক্রিকেটার। তাকে আলাদা বার্তা দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। আমরা চেয়েছিলাম টেলএন্ডারদের নিয়ে যতটা সম্ভব ব্যাট করুক। সে সেটা পেরেছে।'' বুমরাহের ফিটনেস নিয়ে প্রশ্ন উঠলে শুভমন সংক্ষেপে বলেন, ''সময় হলেই জানতে পারবেন।'' বুমরাহ ইতিমধ্যে দুটি টেস্ট খেলেছেন এবং ম্যাঞ্চেস্টারের পরবর্তী টেস্টে তাঁর অংশগ্রহণ নিয়ে স্পষ্ট কিছু জানাননি অধিনায়ক। লর্ডসের হার ভারতীয় শিবিরে হতাশা এনেছে, তবে শুভমনের কথায় আশার আলো। জাডেজা-বুমরাহের লড়াই এবং দলের প্রতিশ্রুতি সিরিজের বাকি ম্যাচগুলোতে ভারতকে ফিরে আসার প্রেরণা দেবে। সমর্থকরা এখন অপেক্ষায়, কীভাবে ভারত পরবর্তী টেস্টে ঘুরে দাঁড়ায়।

প্রয়াত বিশ্বের প্রবীণতম ম্যারাথন রানার ফৌজা সিং

জলন্ধর, ১৫ জুলাইঃ পাঁচ বছর বয়সে হাঁটতেও পারতেন না। এরপর যখন হাঁটা শিখলেন, আর পিছন ফিরে তাকাননি। হাঁটা নয়, বরং দৌড়নোতেই জোর দিয়েছেন। বিশ্বের প্রবীণতম ম্যারাথন রানার সেই ফৌজা সিং প্রয়াত হলেন। ১১৪ বছরে প্রয়াণ হল বিশ্ববন্দিত এই ক্রীড়াবিদের। এই বয়সেও দুর্দান্ত ফিট ছিলেন। কিন্তু প্রাণ কাড়ল একটি দুর্ঘটনা। পঞ্জাবের জলন্ধরে নিজের বাড়ির বাইরেই একটি গাড়ি এসে ধাক্কা মারে ফৌজা সিংকে। দুর্ঘটনার পরই দ্রুত তাঁকে চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও বাঁচানো

যায়নি। ফৌজা সিংয়ের মৃত্যুতে শোকাহত ভারতীয় ক্রীড়ামহল। শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শোক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'ফৌজা সিংয়ের ফিটনেস তরুণ প্রজন্মকেও প্রেরণা দিত। ফিটনেসের প্রসঙ্গ উঠলে ফৌজা সিংয়ের কথা বলতেই হবে।' তাঁর পরিবারকে সমবেদনা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

কাকরাঝোরে ১৩৪ তম ইন্ডিয়ান অয়েল ডুরান্ড কাপ প্রতিযোগিতার ট্রফি সহ মাননীয় খেলাধুলা ও যুব উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীমতী নন্দিতা গরলসা, মেজর জেনারল রাজেশ অরুণ মোঘে।

লর্ডস টেস্টের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বশিরের বদলি ঘোষণা ইংল্যান্ডের

লন্ডন, ১৫ জুলাইঃ লর্ডস টেস্টে বাঁহতের আঙুলের হাড়ে চিড় ধরেছে শোয়েব বশিরের। সেই চোট নিয়েই বল করেছেন তিনি। তাঁর হাতেই জয় পেয়েছে ইংল্যান্ড। কিন্তু বশির সিরিজের বাকি দুই টেস্টে খেলতে পারবেন না। তাঁর পরিবর্ত ঘোষণা করে দিয়েছে ইংল্যান্ড। এক স্পিনারের বদলে আর এক স্পিনারই দলে এসেছেন। বশিরের বদলে ৩৫ বছরের অভিজ্ঞ লিয়াম ডসনকে দলে নিয়েছে ইংল্যান্ড। অর্থাৎ, এক ডানহাতি স্পিনারের বদলে বাঁহাতি স্পিনারকে নেওয়া হয়েছে। শেষ ২০১৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের হয়ে খেলেছিলেন তিনি। অর্থাৎ, ৮ বছর পর আবার ইংল্যান্ডের জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েছেন তিনি। ডসনের লড়াই ছিল জ্যাক লিচ, রেহান আহমেদ, উইল জ্যাক্স ও জেকব বেথেলের বিরুদ্ধে। কিন্তু সাম্প্রতিক ফর্ম বিচার করে তাঁকে নেওয়া হয়েছে। ইংল্যান্ডের জাতীয় নির্বাচক লুক রাইট বলেন, ''ডসন দলে সুযোগ পাওয়ার যোগ্য। কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে ও হ্যাম্পশায়ারের হয়ে দুর্দান্ত খেলেছে। তাই ওকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে।''

ডুরান্ডের আগেই পঞ্জাব এফসিতে যোগ দিলেন এই তারকা ফুটবলার

মোহালি, ১৫ জুলাইঃ পঞ্জাব এফসি আগামী মরসুমের জন্য দল গোঁছাতে ইতিমধ্যে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে। এরই মধ্যে সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বড় সুখবর দিল পঞ্জাব। রক্ষণের প্রাচীর আরও মজবুত করতে ২৫ বছর বয়সী সেন্টার-ব্যাক বিজয় ভার্গিসকে নিল তারা। গত মরসুমে ইন্টারকাশীর হয়ে আইলিগে খেলেছিলেন তিনি। এবার সেখান থেকেই তাঁকে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তিতে সই করানো হল। ২০২৮ সাল পর্যন্ত পঞ্জাব এফসির সঙ্গে যুক্ত থাকবেন বিজয় ভার্গিস। বিজয়ের ফুটবল যাত্রা শুরু হয় কেরালার একটি ছোট্ট উপকূলবর্তী গ্রাম পুল্লুভিলাতে। তিন দাদার ফুটবল খেলার প্রেরণায় বিজয়ের ফুটবলের প্রতি ঝোঁক তৈরি হয়। স্থানীয় ক্লাব কোভালাম এফসিতে খেলার পর তিনি স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়াতে প্রশিক্ষণ নেন। এরপর কেরালার বিভিন্ন যুব দলে প্রতিনিধিত্ব করার পর ২০১৯ সালের খেলো ইন্ডিয়া উইথ গেমসে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স

তাঁকে পৌঁছে দেয় কেরালা ব্লাস্টার্সে। ২০২১-২২ মরসুমে কেরালা ব্লাস্টার্সে যোগ দেন বিজয় এবং সেই মরসুমেই আইএসএলে রানার্স-আপ হওয়া দলের অংশ ছিলেন তিনি। ২০২৩-২৪ মরসুমে তিনি ইন্টারকাশীতে লোনে যান এবং আই-লিগে ১০টি ম্যাচ খেলেন। পরবর্তী মরসুমে ইন্টারকাশি তাঁর ট্রান্সফার স্থায়ী করে এবং ২০২৪-২৫ মরসুমে তিনি ১২টি ম্যাচে মাঠে নামেন। এবার নতুন চ্যালেঞ্জ হিসেবে পঞ্জাব এফসিতে যোগ দিলেন বিজয়। নিজের অনুভূতি প্রকাশ করে বিজয় বলেন, ''পঞ্জাব এফসিতে যোগ দিতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। এটি আমার কেরিয়ারের এক নতুন অধ্যায় এবং আমি তৈরি হচ্ছি নতুন চ্যালেঞ্জের জন্য। এখানে ডিফেন্সিভ পজিশনে ভালো প্রতিযোগিতা রয়েছে যা আমার পারফরম্যান্স উন্নত করতে সাহায্য করবে। আমার অভিজ্ঞতা ও নিষ্ঠার মাধ্যমে দলের লক্ষ্যে অবদান রাখতে চাই। খুব শীঘ্রই দলের সঙ্গে মাঠে নামার অপেক্ষায় আছি।'' বিজয়ের এই সই নিয়ে সন্তুষ্ট পঞ্জাব এফসির টেকনিক্যাল ডিরেক্টর নিকোলাওস টোপোলিয়াতিস। তিনি বলেন, ''আমরা বিজয়কে আমাদের দলে স্বাগত জানাতে পেরে আনন্দিত। তিনি একজন প্রতিভাবান ডিফেন্ডার, যিনি আইএসএল এবং আই-লিগ দুই জায়গা থেকেই গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করেছেন। আমাদের দলে ভারতীয় তরুণ খেলোয়াড়দের নিয়ে শক্তিশালী স্কোয়াড তৈরি করাই লক্ষ্য এবং বিজয় সেই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আশা করি, আমাদের ডিফেন্সে তিনি দৃঢ়তা এনে দিতে পারবেন এবং নিজের খেলায় আরও উন্নতি ঘটাবেন। আইএসএল ২০২৫-২৬ মরসুমের আগে নিজেদের স্কোয়াডে শক্তি জোগাতে এভাবেই আরও কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছে পঞ্জাব এফসি, এবং বিজয় ভার্গিস সেই পরিকল্পনারই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠতে চলেছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

দুই ভারতীয়কে দলে টানল জামশেদপুর এফসি

অতীত ভুলে এবার নতুন সিজনে ঘুরে দাঁড়ানোর চ্যালেঞ্জ খালিদের ছেলেদের। সেই মর্মে এবার দেশীয় ব্রিগেডকে আরও শক্তিশালী করাই অন্যতম লক্ষ্য একবারের শিল্ড জয়ীদের। সেইমতো গত কয়েক সপ্তাহে একাধিক ফুটবলারদের দলে সই করিয়েছিল ম্যানেজমেন্ট। এমনকি পুরনো বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়কে ও ফেরানো হয়েছিল স্কোয়াডে। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হলেন আরও দুই ফুটবলার। যাদের মধ্যে রয়েছেন সার্থক গোলুই এবং ভিন্সি ব্যারেটো। বিগত কয়েকদিন ধরেই সার্থককে দলে টানার কথা শোনা যাচ্ছিল বিভিন্ন মাধ্যমের তরফে। অবশেষে ইন্টার কাশীর হয়ে আইলিগ খেলা এই বাঙালি ফুটবলারকে দলে টেনে নিল জামশেদপুর। পাশাপাশি চেন্নাইয়িন এফসি থেকে দাপুটে উইঙ্গারকে ও যুক্ত করা হল দলের সঙ্গে। সব ঠিকঠাক থাকলে ডুরান্ডের ম্যাচে খেলতে দেখা যেতে চলেছে উভয় ফুটবলারকে।

আইএসএল অনিশ্চিয়তার মধ্যেও এই টুর্নামেন্টকে পাখির চোখ করছে গোয়া

মারগাঁও, ১৫ জুলাইঃ ভারতীয় ফুটবলের শীর্ষ স্তরের টুর্নামেন্ট ইন্ডিয়ান সুপার লিগের ভবিষ্যৎ এখনও অনিশ্চিত। আগামী মরসুমের জন্য লিগ আনুষ্ঠানিকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছে। তবে এই অনিশ্চয়তার মাঝেও এফসি গোয়া নিজেদের প্রস্তুত করতে মরিয়া। কারণ আগামী মাসে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু'র গুরুত্বপূর্ণ প্লে-অফ ম্যাচে খেলতে নামবে মানোলো মার্কুয়েজের ছাত্ররা। গত মরসুমে সুপার কাপ জিতে এফসি গোয়া মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করেছে। তবে আইএসএলের স্থগিত অবস্থার কারণে প্রস্তুতির সময় খুবই সীমিত। এই পরিস্থিতিতে ১৩ আগস্ট ওমানের চ্যাম্পিয়ন দল আল সীবের বিরুদ্ধে একক লেগের প্লে-অফ ম্যাচের জন্য গোয়ার প্রস্তুতি চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত রবিবার এফসি গোয়ার সিইও রবি পুস্কুর জাতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, ''এই পর্যায়ে প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়ানোর প্রশ্নই ওঠে না। এটি কেবলমাত্র উল্লেখযোগ্য নিষেধাজ্ঞার কারণ হবে না, বরং গত এক দশকে আমরা যা গড়ে তুলেছি তাতে এক স্থায়ী কলঙ্কের দাগ ফেলবে। এটি আমাদের খেলোয়াড়, সমর্থক এবং ভারতীয় ফুটবলের কাছে আমরা যে বার্তা দিতে চাই, তা নয়।'' তিনি আরও জানান, ''দেশের প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব গোয়া পুরোপুরি উপলব্ধি করে এবং এই মঞ্চে নিজেদের সেরাটা দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'' আইএসএলের স্থগিত অবস্থা এবং দেশীয় ফুটবলের কাঠামোগত সমস্যা দলের প্রস্তুতিতে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুস্কুর বলেন, ''দেশীয় ক্যালেন্ডার নিয়ে

স্পষ্টতার অভাব এবং কাঠামোগত সমস্যাগুলো কার্যকরভাবে পরিকল্পনা করা অত্যন্ত কঠিন করে তুলেছে। এই বিঘ্ন নিশ্চিতভাবেই প্রভাব ফেলবে। তবে আমরা সব বাধা অতিক্রম করে এশিয়ার মঞ্চে ভারতীয় ফুটবলের মর্যাদা ও গৌরব বজায় রাখার জন্য আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করব।'' এফসি গোয়া যদি আল সীবের বিরুদ্ধে প্রাথমিক রাউন্ডে জয়লাভ করে, তবে তারা গ্রুপ পর্বে উঠবে, যেখানে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর দল আল-নাসর এফসি অংশ নেবে। গোয়ার জন্য এক বড় সুযোগ, তবে চ্যালেঞ্জও কম নয়। পুস্কুর জানান, দল ইতিমধ্যেই তাদের ছয়জন বিদেশি খেলোয়াড়ের কোটা পূরণ করেছে। এই খেলোয়াড়রা হলেন দেজান দ্রাজিচ, বোরহা হেরেরা, ইকের গুয়ারোটক্সেনা, জাভিয়ের সিভেরিও, ডেভিড তিমোর এবং পল মোরেনো। তারা সকলেই এই সপ্তাহের শেষে গোয়ায় পৌঁছে প্লে-অফের জন্য প্রস্তুতি শুরু করবেন। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের ক্লাব প্রতিযোগিতার মধ্যে সবচেয়ে বড় টুর্নামেন্ট। ২০২৫-২৬ সিজনে এই টুর্নামেন্টে মোট ২৯টি দল অংশ নেবে, যার মধ্যে ১৪টি পশ্চিম অঞ্চল থেকে এবং ১৫টি পূর্ব অঞ্চল থেকে। এছাড়া ছয়টি দল পরোক্ষ স্লটে প্রাথমিক পর্বে খেলবে। প্রাথমিক পর্বের প্রতিটি ম্যাচের বিজয়ী দল গ্রুপ পর্বে উঠবে, আর পরাজিত দলকে তৃতীয় স্তরের এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে খেলতে হবে। এফসি গোয়ার জন্য এই ম্যাচ শুধু একটি খেলা নয়, বরং ভারতীয় ফুটবলের মর্যাদা বজায় রাখার একটি সুযোগ। সমর্থকরা আশা করছেন, গোয়া তাদের ঐতিহ্য অনুযায়ী দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখাবে। শেষ মরসুমে সুপার কাপ জয়ের মাধ্যমে দল ইতিমধ্যেই তাদের শক্তি প্রমাণ করেছে। এখন এশিয়ার মঞ্চে নিজেদের আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য নিয়ে তারা মাঠে নামবে। অনিশ্চয়তা ও চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও এফসি গোয়ার এই প্রতিশ্রুতি ভারতীয় ফুটবলের জন্য ইতিবাচক বার্তা। আল সীবের বিরুদ্ধে ম্যাচটি কেবল গোয়ার জন্যই নয়, সমগ্র ভারতীয় ফুটবলের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হতে চলেছে।

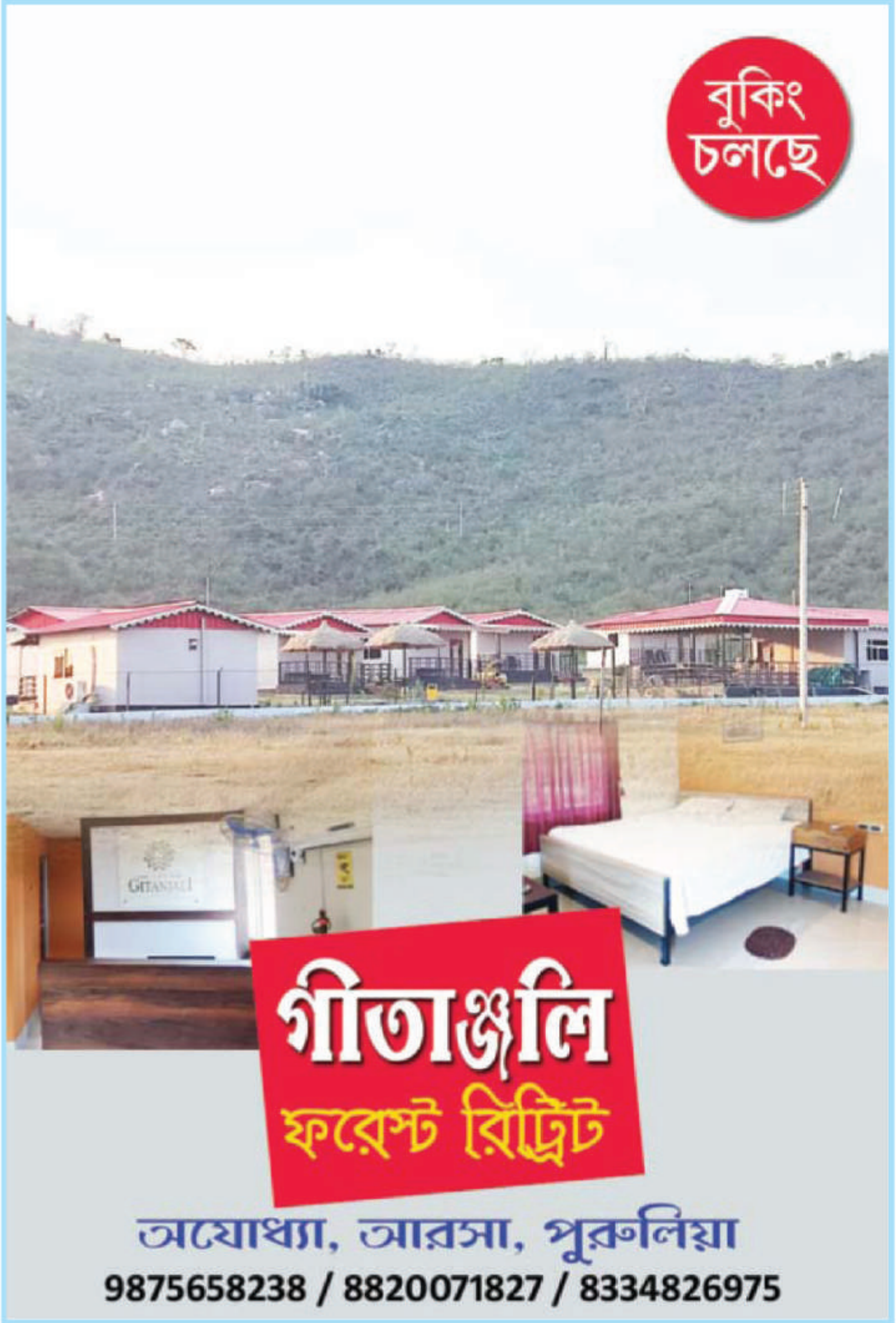

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com